দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা রবিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৬৫ ॥ ১২ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ২৮ পৌষ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১১ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে শিগগিরই রোডম্যাপ: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে অন্তর্বর্তী সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। বলেন, 'রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা চলে আসছে। শিগগিরই নির্বাচন নিয়ে একটা রোডম্যাপ আসবে। রাজনৈতিক অস্থিরতা কেটে গেলে বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আসবে।' শনিবার (১১ জানুয়ারি) রাজধানীর একটি হোটেলে ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ: এনআরবি অ্যান্ড ইউ এন পিসকিপারস লিডিং দ্য ওয়ে' শীর্ষক ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স সিরিজের উদ্বোধন ও ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

প্রধান উপদেষ্টা উদ্যোগ নিলে চালু হতে পারে বাহরাইনের শ্রমবাজার

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশি অভিবাসনপ্রত্যাশী কর্মীদের জন্য সম্ভাবনাময় শ্রমবাজার উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশ বাহরাইন। দেশটিতে বর্তমানে দেড় লাখেরও বেশি বাংলাদেশি শ্রমিক বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত। তবে ২০১৮ সাল থেকে বাংলাদেশিদের জন্য শ্রমবাজারটি বন্ধ। ছয় বছর ধরে বাংলাদেশ থেকে কোনো শ্রমিক নিচ্ছে না দেশটি। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বাহরাইনের রাজ পরিবারের সুসম্পর্ক রয়েছে। তিনি উদ্যোগ নিলে চালু হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ এই শ্রমবাজার। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালের ৫ আগস্ট বাহরাইনের মোহাররক এলাকায় সিদা মসজিদের বাংলাদেশি মুয়াজ্জিন কামাল উদ্দিন বাহরাইনি ইমাম আবদুল জলিল হামদকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। এ ঘটনার পর বাংলাদেশের শ্রমবাজার বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় দেশটির সরকার। ফলে এই মুয়াজ্জিনের অপরাধে আর বাহরাইনে যেতে পারছেন না হাজার হাজার অভিবাসনপ্রত্যাশী। অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাহরাইন অনেক বড় সম্ভাবনাময় শ্রমবাজার। রেমিট্যান্স পাঠানোর দিক থেকেও সেরা ১০-এর মধ্যে দেশটি রয়েছে। সিন্ডিকেটহীন এই শ্রমবাজারটি পুনরায় খুললে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে মনে করেন তারা। জনশক্তি কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০০৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১৪ বছরে বাংলাদেশ থেকে তিন লাখ ১৩ হাজার ৬১০ জন শ্রমিক বাহরাইনে যান। এর মধ্যে নারী শ্রমিক ছিলেন তিন হাজার ১৭২ জন। সর্বশেষ ২০১৮ সালে ৮১১ জন বাংলাদেশি কর্মী দেশটিতে যান। এর আগে ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত চার বছরে দেশটিতে কর্মী যাওয়ার সংখ্যা এক লাখ ৩৫ হাজার ৫৮৩ জন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের নভেম্বর পর্যন্ত বাহরাইন থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ৬৩৯ দশমিক ২ মিলিয়ন ডলার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এসেছে ৫৫৪ দশমিক ৯৫ মিলিয়ন ডলার, ২০২২-২৩ অর্থবছরে এসেছে ৫২৮ দশমিক ২৭ মিলিয়ন ডলার ও ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫৬৬ দশমিক ৬১ মিলিয়ন ডলার। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে আরও তৎপর হতে হবে : বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির (বায়রা) যুগ্ম মহাসচিব ফখরুল ইসলাম বলেন, 'বাহরাইনের ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়াটা সবচেয়ে বেশি জরুরি। কাজ করতে হবে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে। আগের সরকার এক রকম ছিল, তাদের সঙ্গে বাহরাইনের সম্পর্কও তাদের পলিসি অনুযায়ী ছিল। তবে অতীতে শ্রমবাজার খোলার বিষয়ে সরকারের কোনো প্রচেষ্টা আমরা দেখিনি। এখন যেহেতু আমাদের নতুন সরকার, সেহেতু এখানে নতুনত্ব ৭-এর পাতায় দেখুন

বিনিয়োগ তলানিতে কর্মসংস্থান নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছেই

স্টাফ রিপোর্টার : ক্ষমতার পালাবদলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তাদের মধ্যে সৃষ্ট আস্থাহীনতার বড় প্রভাব পড়েছে বিনিয়োগে। বিনিয়োগে ভাটার টান দেশের অর্থনীতির বহুমুখি সংকটকে যেমন প্রকট করবে, তেমনি কন্মসংস্থান নিয়ে দুশ্চিন্তা আরও ঘনীভূত হবে। সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও অর্থনীতি বিশ্লেষকরা এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেছে, ডলার সংকট, দফায় দফায় করকাঠামোর পরিবর্তন, বিদ্যুৎ-জ্বালানি সংকট, উচ্চ সুদের হারসহ আরো নানা সমস্যা অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে নাজুক করে তুলেছে। অন্তর্বর্তী সরকার সংকট সামাল দিতে চেষ্টা করছে, কিন্তু এতে এখনো তেমন সুফল দেখা যাচ্ছে না। উল্টো ব্যবসা-বিনিয়োগ প্রসারের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ছে। এমন অবস্থা চলতে থাকলে ধারাবাহিক কমতে থাকা বিনিয়োগ তলানিতে নামতে সময় লাগবে না বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদরা। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, দুর্বল অর্থনীতির সূচকে আটকে গেছে ব্যবসার গতি। ২-এর পাতায় দেখুন

নিবন্ধিত সব দল নিয়েই হবে আগামী জাতীয় নির্বাচন : সিইসি

সিলেট প্রতিনিধি : দেশে নিবন্ধিত যত রাজনৈতিক দল আছে, তাদের সবার অংশগ্রহণেই আগামী জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন। শনিবার (১১ জানুয়ারি) সকালে সিলেটে এক অনুষ্ঠানে এ কথা জানান তিনি। সিইসি বলেন, সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন দেওয়ার পর রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন নিয়ে নতুন পরিকল্পনা করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বিগত দিনে ভোটার আইডি সংশোধনে আর্থিত দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে। তিনি বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন ইভিএমের মাধ্যমে হবে না। প্রধান উপদেষ্টার দেওয়া সময় অনুযায়ীই নির্বাচন করার জন্য কাজ করছে ইসি। সবকিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মধ্যে দিয়ে হবে। এবার নির্বাচনে প্রবাসীরা অংশ নিতে পারবেন। এরপর প্রবাসী ভোটার অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেন, প্রবাসী ভোটার অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথম বছরেই সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। তবে প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় সব প্রবাসীকেই পর্যায়ক্রমে ভোটার তালিকায় আনা হবে। তিনি বলেন, জাতীয় নির্বাচনে সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেবে ইসি। তবে নীতিমালার ভিত্তিতে সবার সুন্দরভাবে কাজ করা জরুরি। পরে ২-এর পাতায় দেখুন

দুইশো আসন পেলেও একা সরকার গঠন করবে না বিএনপি : আমীর খসরু

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী জাতীয় নির্বাচনে দুইশো আসন পেলেও বিএনপি একা সরকার গঠন করবে না বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। শনিবার (১১ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর গুলশানে লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠক শেষে এ কথা জানান তিনি। আমীর খসরু বলেন, 'বিএনপিসহ ৪২টি দল মিলেই ৩১ দফা করা হয়েছে। দুইশত আসন পেলেও বিএনপি একা সরকার গঠন করবে না। কারণ জাতীয় সরকারের মাধ্যমেই এই ৩১ দফা বাস্তবায়ন করতে হবে।' তিনি বলেন, 'স্বৈরাচার পতন পরবর্তী দেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এমন চিন্তা থেকেই বিএনপি ৩১ দফা দিয়েছে। আমরা কয়েকবছর ধরে রাষ্ট্র কাঠামো ঠিক করতে কাজ করছি। এ সময় অন্য দেশ সাম্প্রদায়িক হলেও বাংলাদেশ ২-এর পাতায় দেখুন

জমে উঠছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা স্টলে স্টলে ক্রেতা-দর্শনার্থীর ভিড়

স্টাফ রিপোর্টার : রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের আশা নিয়ে নতুন বছরের প্রথম দিন শুরু হয় বাণিজ্য মেলার ২৯তম আসর। প্রথম দিকে তেমন একটা সাড়া না মিললেও মাসের এক তৃতীয়াংশ পেরিয়ে প্রাণ ফিরে পেয়েছে মেলা। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের পদচারণায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে মেলা প্রাঙ্গণ। সেইসঙ্গে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও কনসার্ট আয়োজনে যোগ করে ভিন্ন মাত্রা। আয়োজক ও ব্যবসায়ীদের ভাষ্য অনুযায়ী, মেলায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়েছে শুক্রবার। এ ধারাবাহিকতায় শনিবারের (১১ জানুয়ারি) সাপ্তাহিক ছুটিতেও মেলায় এমন জনসমাগম ঘটবে বলে প্রত্যাশা তাদের। এরই মধ্যে দুপুর থেকে হাজার হাজার ক্রেতা-দর্শনার্থীকে মেলায় প্রবেশ করতে দেখা গেছে। বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভিড় আরও বাড়বে, বলছেন আয়োজক ও ব্যবসায়ীরা। এদিকে মেলা ঘুরে দেখা গেছে, স্টলে-স্টলে চলছে হরেক রকমের অফার। হাঁক-ডাকে ক্রেতা-দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন কর্মীরা। বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩৬২টি প্যাভিলিয়ন ও স্টল বসানো হয়েছে এবারের মেলায়। এর মধ্যে ৩৫১টিই দেশীয় প্রতিষ্ঠানের স্টল-প্যাভিলিয়ন। বাকি ১১টি স্টল ভারত, পাকিস্তান, তুরস্ক, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, হংকং ও মালয়েশিয়াড়এই ৭ দেশের। এ ছাড়া জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানকে প্রাধান্য দিয়ে ২-এর পাতায় দেখুন

খালেদা জিয়ার জন্য ঘরের খাবার নিয়ে গেলেন তারেক

স্টাফ রিপোর্টার : খালেদা জিয়াকে যুক্তরাজ্যের 'লন্ডন ক্লিনিকে' ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে মায়ের জন্য বাসায় রান্না করা খাবার নিয়ে গেলেন তার ছেলে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত ১১টার দিকে হাসপাতালে তারেক রহমানের খাবার নিয়ে যাওয়ার একটি ভিডিও পোস্ট করা হয় বিএনপির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে। ভিডিও ক্যাপশনে বলা হয়, হাসপাতালে খালেদা জিয়ার জন্য নিজ হাতে বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিচ্ছেন তারেক রহমান ও ডা. জোবায়দা রহমান। ৪৩ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকটি খাবারের বক্স নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন তারেক রহমান ও জোবায়দা রহমান। এ সময় যুক্তরাজ্য বিএনপির নেতাদের সঙ্গে দলের নির্বাহী কমিটির সদস্য ২-এর পাতায় দেখুন

তারেক রহমানকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমন্ত্রণ

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্টে' বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। শুক্রবার (১০ জানুয়ারি) দেশটির নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার এ আমন্ত্রণ জানানো হয় বলে বিএনপির প্রেস উইংয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়। ইউএস কংগ্রেসনাল কংগ্রেসের নেতৃত্বে আয়োজিত ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট অনুষ্ঠানটি আগামী ৫-৬ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ২০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওই দিনই তিনি প্রেসিডেন্টের কার্যালয় হোয়াইট হাউসে উঠবেন। আর হোয়াইট হাউস ছেড়ে চলে যাবেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

জাতীয় কবিতা উৎসব ১ ও ২ ফেব্রুয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় কবিতা উৎসব-২০২৫ আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় কবিতা পরিষদের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি চত্বরে আগামী ১ ও ২ ফেব্রুয়ারি এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান জাতীয় কবিতা পরিষদের আহ্বায়ক কবি মোহন রায়হান। তিনি বলেন, 'স্বাধীনতা-সাম্য সম্প্রীতির জন্য কবিতা' স্লোগানে আগামী ১ ও ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি চত্বরে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় কবিতা উৎসব ২০২৫। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এই উৎসব আয়োজনের জন্য কবি মোহন রায়হানকে আহ্বায়ক, কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন ও কবি শাহীন ২-এর পাতায় দেখুন

শ্রম ও কমংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. সাখাওয়াত হোসেন ঢাকায় ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা BGAPMEA আয়োজিত GAPEXPO 2025 এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। -পিআইডি

খুব অস্বাস্থ্যকর ঢাকার বাতাস, অবস্থান দ্বিতীয়

স্টাফ রিপোর্টার : বরাবরের মতো ঢাকার বাতাস। বিশ্বের দূষিত বায়ুর শহরের তালিকায় এখন শহরটির অবস্থান দ্বিতীয় এবং স্কোর ২৪৩। এখন শীর্ষ স্থানে রয়েছে কলকাতা, স্কোর ২৯৯। শনিবার সকাল ৮টা ৫৭ মিনিটে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা আইকিউ এয়ারের এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সূচকে এখন তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারতের দিল্লি, স্কোর ২১৪; চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভারতের মুম্বাই স্কোর ২১০; পঞ্চম স্থানে উজবেকিস্তানের তাসখন্দ, স্কোর ১৮৪; ষষ্ঠ কুয়েত সিটি, স্কোর ১৮৩; সপ্তম বাহরাইনের মানামা, স্কোর ১৮০; অষ্টম পাকিস্তানের করাচি, স্কোর ১৭৯; নবম মঙ্গোলিয়ার উলানবাটর, স্কোর ১৭৯; দশম স্থানে রয়েছে কাতারের দোহা, স্কোর ১৭৪। স্কোর শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ভালো বলে ধরা হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা ২-এর পাতায় দেখুন

কর বৃদ্ধির পর কতটা বাড়বে এসি-ফ্রিজের দাম?

স্টাফ রিপোর্টার : এক সময় কেবল বিত্তবানদের ঘরেই থাকতো রেফ্রিজারেটর। বিদেশি কোম্পানির উচ্চমূল্যের ফ্রিজ কেনার সামর্থ্য হতো না মধ্য ও নিম্নবিত্ত পরিবারের। সেই দিন বদলেছে। দেশীয় কোম্পানিগুলোর বদৌলতে দাম কমেছে ফ্রিজের। ফলে নিম্ন আয়ের মানুষের ঘরেও জায়গা করে নিয়েছে ফ্রিজ। একই অবস্থা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা এসির। ফ্রিজের মতো এসিতেও দেশীয় ব্র্যান্ডের দাপট বেড়েছে। ফলে কমেছে দাম। মোটরসাইকেলও এখন আমদানি করতে হয় না। বিভিন্ন দেশের ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেল এখন বাংলাদেশেই তৈরি হয়। মূলত দেশে গ্যাস-বিদ্যুতের সরবরাহ, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো আর কর সুবিধা পেয়েই এ তিনটি পণ্য আমদানি থেকে বেরিয়েছে। আবার দেশে তৈরি পণ্য অনেক দেশে রপ্তানিও হচ্ছে। তবে এবার এসব শিল্পে করপোরেট কর বা আয়কর দ্বিগুণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে এসব পণ্যের খুচরা যন্ত্রাংশেও আয়কর দ্বিগুণ করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। আয়কর দ্বিগুণ করায় এসব শিল্প নতুন করে চাপের মুখে পড়বে, পাশাপাশি পণ্যের দাম বাড়তে পারে বলে খাত-সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। ২০০৯ সাল থেকে ইলেকট্রনিকস শিল্পের করে ছাড় ২-এর পাতায় দেখুন

এবি পার্টির চেয়ারম্যান মঞ্জু ও সম্পাদক ফুয়াদ

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী তিন বছরের জন্য আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন মজিবুর রহমান মঞ্জু এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। শনিবার (১১ জানুয়ারি) রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত দলটির প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। এর আগে গত শুক্রবার (১০ জানুয়ারি) আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির নতুন চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলে। রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সকাল ৯টায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে চলে রাত ৯টা পর্যন্ত। সারা দেশ থেকে আসা কাউন্সিলররা সশরীর ও অনলাইনের মাধ্যমে ভোট দেন। জানা যায়, দেশ-বিদেশে অবস্থানরত প্রায় ২ হাজার ৮০০ জন কাউন্সিলর এই নির্বাচনে ভোট দেন। দেশের কাউন্সিলররা সশরীরে উপস্থিত হয়ে এবং প্রবাসী ও অসুস্থতাজনিত কারণে অনুপস্থিত কাউন্সিলররা অনলাইনে ভোট দেন।

সারাদেশে আগ্রহ কমছে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে

স্টাফ রিপোর্টার : ব্যাংকে অর্থ লেনদেনে পরিচিত একটি মাধ্যম 'এজেন্ট ব্যাংকিং'। সরাসরি ব্যাংকিং সেবা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকের পক্ষ থেকে নিযুক্ত এজেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়াই এজেন্ট ব্যাংকিং। ব্যাংকের শাখার তুলনায় কম লোকবল, কোনো স্থাপনা ও ব্যবস্থাপনা খরচ ছাড়াই এমন ব্যাংকিং চালানো যায়। ২০১৪ সালে ব্যাংক এশিয়ার মাধ্যমে ছোট পরিসরে শুরু হওয়ার পরবর্তী বছরগুলোতে প্রত্যন্ত এলাকায় এজেন্ট ব্যাংকিং বেশ জনপ্রিয়তা পায়। যার মাধ্যমে গ্রাহক পায় সেবা, সৃষ্টি হয় কিছু কর্মসংস্থানও। কিন্তু নানা বাস্তবতায় সেই জনপ্রিয়তায় যেন ভাটা পড়তে শুরু করেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্যাংক এজেন্টরা বলছেন, এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে ঋণ পাওয়ার জটিলতা, হ্যান্ডেলিংয়ে সমস্যা ও প্রযুক্তিগত দিকে অতিসতকর্তায় সৃষ্ট কড়াকড়ির কারণে গ্রাহক মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখাগুলো গ্রাহকবান্ধব হয়ে ওঠায় এখন মানুষ সরাসরি শাখাতেই সেবা নিতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সবশেষ হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে অ্যাকাউন্টের সংখ্যা দুই কোটি ৩৬ লাখ ৯৭ হাজার ৭২৩টি। গত এক বছরে (২০২৪ এর অক্টোবর পর্যন্ত) অ্যাকাউন্টের সংখ্যা বেড়েছে ২৭ লাখ ৬৬ হাজার ২৫৮টি। এর আগের দুই বছরে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে অ্যাকাউন্ট বৃদ্ধির সংখ্যা সাড়ে ৩৮ লাখের ওপরে ছিল। অর্থাৎ গত বছর আগের দুই বছরের চেয়ে অ্যাকাউন্টের প্রবৃদ্ধি কমেছে ১১ লাখের মতো। তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এক বছরে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের অ্যাকাউন্ট যোগ হয় ৩৮ লাখ ৮৮ হাজার ৯০৩টি। ২০২২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এক বছরে যোগ হওয়া অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ছিল ৩৮ লাখ ৫৩ হাজার ২৭টি। সবশেষ হালনাগাদ তথ্য অনুসারে, অ্যাকাউন্ট কমার পাশাপাশি গত এক বছরে লেনদেনের সংখ্যা ও আমানতের পরিমাণও কিছুটা কমেছে। এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে এজেন্টের ২-এর পাতায় দেখুন

আ. লীগ নেতা আনোয়ারুজ্জামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : সম্প্রতি আওয়ামী লীগ নেতা আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিনেন্সিয়াল টাইম তাদের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, দুর্নীতি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মাধ্যমে প্রতিবাদকারীদের উপর দমন-পীড়নে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও দলটির একজন সিনিয়র সদস্যের সঙ্গে দেখা করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। প্রতিবেদনে জানানো হয়, ডিসেম্বরে গ্লাসগোর ক্রাউন প্লাজা হোটেলে একটি ব্ল্যাক-টাই ডিনার ইভেন্টে সিলেটের সাবেক মেয়র এবং আওয়ামী লীগের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেন স্টারমার। দুজনের কথোপকথনের সময় তাদের ছবি তোলা হয়েছিল। স্টারমার আরেকটি ছবি তুলেছেন যেখানে তাকে লেবার পার্টির জন্য একটি অনুদান চেক গ্রহণ করতে দেখা যায়। এ সময় তার সঙ্গে লন্ডনের মেয়র সাদিক খান এবং আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীসহ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। ২-এর পাতায় দেখুন

জুলাই বিপ্লবের কৃতিত্বের দাবি নিয়ে লড়াই চলছে: নজরুল ইসলাম খান

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, দীর্ঘ দেড় দশক আগে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যে লড়াই শুরু করেছিলাম তা একদফায় রূপান্তরিত হয়েছিলো। যে কারণে একদফায় পরিণত হয়েছিলো সেই একই কারণে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি হয়েছিলো, '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিলো। একই কারণে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান হয়েছিলো। তিনি বলেন, দুঃখের বিষয় কোনো না কোনোভাবে এ বিজয় ছিনতাই হয়ে যায়। জুলাই বিপ্লবের ৫ মাস পার না হতেই এ বিজয়ের কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য লড়াই শুরু হয়েছে। শনিবার বিকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে জহুরুল হক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি প্রয়াত হান্নান আহমেদ খান বাবলুর স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এসব কথা বলেন। জাতীয় পার্টি (জাফর) চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দারের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম মহাসচিব এ এস এম শামীমের পরিচালনায় স্মরণ সভায় আরও বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও সাবেক এমপি আহসান হাবিব লিংকন, ভাসানী অনুসারী পরিষদের আহবায়ক শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু, জাতীয় পার্টির (জাফর) প্রেসিডিয়াম সদস্য সাবেক এমপি নওয়াব আলী আব্বাস খান, প্রেসিডিয়াম সদস্য আলহাজ্ব সেলিম মাস্টার, ২-এর পাতায় দেখুন

অ্যাম্বুলেন্স-বাসে আগুনে ৪ জনের মৃত্যুর ঘটনায় ২ চালক গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : সাভারে একটি চলন্ত অ্যাম্বুলেন্সে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় আগুনের ঘটনায় একই পরিবারের ৪ জনের দগ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার ঘটনায় বাস ও অ্যাম্বুলেন্সের চালককে গ্রেপ্তার করেছে হাইওয়ে পুলিশ। গতকাল শনিবার বিকেল ৩টার দিকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন সাভার হাইওয়ে থানার ওসি সওগাতুল আলম। এর আগে গত শুক্রবার রাতে অ্যাম্বুলেন্স চালককে গাজীপুরের কোনাবাড়ি ও বাস চালককে গাবতলি বাসস্ট্যান্ড থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার অ্যাম্বুলেন্স চালক টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর থানার সুতি লাঙ্গলজোড়া গ্রামের আয়নাল হকের ছেলে মো. জাহিদ হাসান (২১) ও বাস চালক দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানার চাওলিয়া গ্রামের মৃত গোলাম সারোয়ারের ছেলে জহিরুল ইসলাম (৪৮)। তিনি শ্যামলী পরিবহনের (ঢাকা মেট্রো-ব-১৫-১৫৫৫) চালক। তাদের বিরুদ্ধে হাইওয়ে থানার এসআই রঞ্জু বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। হাইওয়ে পুলিশ জানায়, গত ৮ জানুয়ারি রাত ২টার দিকে বাস ও ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা রবিবার ॥ ১২ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ২৮ পৌষ ১৪৩১ বাংলা

নির্বাচনে ন্যূনতম ভোটারের আবশ্যকতা নিশ্চিতে আসছে যেসব প্রস্তাবনা

স্টাফ রিপোর্টার : ভোটকে গ্রহণযোগ্য করতে আগামী জাতীয় নির্বাচনে ন্যূনতম ভোটারের আবশ্যকতা নিশ্চিতে আসছে একাধিক প্রস্তাবনা। সেইসঙ্গে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার আলাপও আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্যরা। অতীতে দেশে দুই ধরনের সরকারকেই দেখা গেছে। একটি হলো সংসদীয় গণতন্ত্র বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত এবং অপরটি রাষ্ট্রপতি শাসিত। পরে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে নির্বাচনকালীন সরকারের ভিন্নতাও চোখে পড়ে। এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪০ শতাংশের কম ভোট পড়লে, ওই আসনের ভোট বাতিল বা পুনরায় নির্বাচন করার সুপারিশ করতে যাচ্ছে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন। ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি পরিবর্তনেরও প্রস্তাব করা হবে। এ ছাড়া নির্দলীয় ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে বলেও জানা গেছে। গণঅভ্যুত্থানে বিগত সরকারের পলায়নের পর অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের দাবি ওঠে। সে অনুযায়ী নির্বাচন সংস্কার কমিশন ইসিকে শক্তিশালী করাসহ ভোট বাতিলের ক্ষমতা, নির্বাচনে আদালতের অযাচিত হস্তক্ষেপ বন্ধ, আরপিওতে সেনাবাহিনীর ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবনা তৈরি করেছে। প্রস্তাবনায় থাকছে ভোটের হারের নির্দিষ্ট করার বিষয়টিও। নির্বাচন সংস্কার কমিশনের সদস্য মীর নাদিয়া নিভিন বলেন, নির্দিষ্ট আসনে আবশ্যিক মাত্রার ভোটারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে যেয়ে 'না ভোট' যদি বিজয়ী হয় তাহলে সেই আসনে পুনরায় ভোটের ব্যবস্থা করা হবে। একটা নির্দিষ্ট শতাংশ ভোটারের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকতে হবে। এটি না হলে, মানুষ কেন ভোট বর্জন করছে, সেই আলাপও উঠে আসবে। এ বিষয়ে প্রস্তাবের জন্য আলোচনা চলছে। এ ছাড়া, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইলেক্টোরাল কলেজের ভোটে নির্বাচনের বিষয়ে ভাবা হচ্ছে। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে উপজেলা, ইউপি, সিটি কর্পোরেশনসহ সারা দেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোর জনপ্রতিনিধিরা। এছাড়া নতুন সিস্টেমে সংসদের দ্বিকক্ষের (উচ্চকক্ষ) ভোটও ৭-এর পাতায় দেখুন

বাড়ি বাড়ি ভোটার হালনাগাদে প্রশিক্ষণ ব্যয় ১০ কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ২০ জানুয়ারি থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এতে নির্বাচন কর্মকর্তা, সুপারভাইজার ও তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ ব্যয় ধরা হয়েছে ১০ কোটি টাকা। ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট মাঠ কর্মকর্তা, তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের

শীত কমেছে, আরও কমতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার : গত ২ দিন সারাদেশে মাঝারি থেকে তীব্র শীত অনুভূত হয়েছে। শনিবার শীতের প্রকোপ কিছুটা কম। গতকাল ১০ জেলায় শৈত্যপ্রবাহ থাকলেও আজ আওতা কমে ৬ জেলায় নেমেছে। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী ২ দিন তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই শীতের প্রকোপ কিছুটা কম থাকতে পারে। তবে বিচ্ছিন্নভাবে শৈত্যপ্রবাহ হতে পারে উত্তর ও দক্ষিণের কয়েকটি জেলায়। শনিবার সকালে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, যশোর, কুষ্টিয়া, মৌলভীবাজার ও গোপালগঞ্জ জেলা সমূহের উপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা প্রশমিত হতে পারে। সারাদেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশাও পড়তে পারে। আবহাওয়াবিদ ওমর ফারুক জানিয়েছেন, গতকালের চেয়ে আজ ও কাল শীত কম থাকতে পারে। এই দুদিন তাপমাত্রার পারদ নিচে নামার সম্ভাবনা নেই। তবে এ সপ্তাহের শেষের দিকে তাপমাত্রা আবারও হ্রাস পেতে থাকবে। দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল তেঁতুলিয়ায়। ঢাকার তাপমাত্রা নেমেছিল ১৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

জনসাধারণকে স্বস্তি দিতে ব্যর্থ হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার: রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ ও জনসাধারণকে স্বস্তি দিতে অন্তর্বর্তী সরকার ব্যর্থ হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। শনিবার (১১ জানুয়ারি) রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন তিনি। রিজভী বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার এখনও বাজারের সিন্ডিকেট দমন করতে পারেনি। পণ্যের লাগামহীন উচ্চমূল্যে দিশেহারা মানুষ। প্রতিদিনের সংসারের ব্যয় মেটাতে যুদ্ধ করতে হচ্ছে জনগণকে। তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির মধ্যে 'মরার ওপর খাঁড়ার ঘা' হিসেবে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মাঝপথে এসে শতাধিক পণ্য ও সেবার ওপর মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক বাড়িয়েছে সরকার। তাতে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খরচ আরেক দফা বাড়ছে সাধারণ মানুষের। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার কারণে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। সেখানে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ, এলপি গ্যাস, গুঁড়া দুধ, বিস্কুট, আচার, টমেটো কেচাপ বা সস, জুস, টিস্যু পেপার, ফলমূল, সাবান-ডিটারজেন্ট পাউডার, মিষ্টি, চপ্পলের ওপর ভ্যাট হার বৃদ্ধি মধ্যম ও নিম্ন আয়ের মানুষকে আরও চাপে ফেলবে। ভ্যাট বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে আত্মঘাতীমূলক উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ব্যবসা-বাণিজ্য খাতে বড় ধরনের ধাক্কা লেগেছে। এখনও লোকসান কাটিয়ে উঠতে পারেননি ব্যবসায়ীরা। এমন পরিস্থিতিতে ভ্যাট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত আত্মঘাতীমূলক। এ ধরনের কর এমন এক সময়ে বাড়ানো হলো, যখন দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজমান।

জনস্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা বাড়ানোর তাগিদ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও রোগীদের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে পাবলিক হেলথ ও রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কিত গবেষণা আরও বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) উপাচার্য অধ্যাপক ডা. শাহিনুল আলম। গতকাল শনিবার বিএসএমএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের কনভেনশন হলে 'এবিসি অব রিসার্চ মেথোডোলজি অ্যান্ড বায়োস্ট্যাটিস্টিকস' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। উপাচার্য বলেন, আমাদেরকে গবেষণায় আরও মনোনিবেশ করতে হবে। এক্ষেত্রে রোগীদের চাহিদা পূরণ করতে, গবেষণা যাতে পাবলিক হেলথ ও রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কিত হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হলো নলেজ জেনারেট করা। সে জন্য প্রয়োজন গবেষণার। মনে রাখতে হবে, চিন্তাকে স্ট্রাকচারালে রূপান্তর করাই রিসার্চ মেথোডোলজি, যা গবেষণার জন্য অপরিহার্য। শাহিনুল আলম বলেন, অধ্যাপক ডা. মো. মোজাম্মেল হকের এবিসি অব রিসার্চ মেথোডোলজি অ্যান্ড বায়োস্ট্যাটিস্টিকস বইটিতে ২৬টি চাপ্টার রয়েছে। সারভাইভাল অ্যানালাইসিস-সহ এমন বিষয় রয়েছে, যা প্রমাণ করে ৭-এর পাতায় দেখুন

আ.লীগ বেকায়দায় পড়লেই 'জঙ্গি হাতিয়ার' ব্যবহার করেছে: অ্যাডভোকেট শিশির

স্টাফ রিপোর্টার : ফৌজদারি আইন বিশেষজ্ঞ অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির বলেছেন, আওয়ামী লীগ যখনই বেকায়দায় পড়েছে তখনই জঙ্গি হাতিয়ার ব্যবহার করেছে। শনিবার (১১ জানুয়ারি) রাজধানীর এফডিসিতে 'ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি'র আয়োজনে আওয়ামী লীগ সরকারের জঙ্গি প্রচারণা নিয়ে ছায়া সংসদে তিনি এসব কথা বলে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 'ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি'র চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ। মোহাম্মদ শিশির মনির বলেন, হলি আর্টিজানের ঘটনায় প্রকৃত রহস্য উদ্?ঘাটন হয় নাই। এর সঙ্গে অন্যকোনো রাষ্ট্রের বা গোষ্ঠীর যোগসূত্র রয়েছে কি না তা পুনঃতদন্তের প্রয়োজন আছে। আন্দাজ, অনুমান ও কল্পিত কাহিনীর মাধ্যমে বিচার করায় ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় সবাই খালাস পেয়েছে। ৪০০ বছরের ফৌজদারি মামলার ইতিহাসে ভারতীয় উপমহাদেশে এমন একটি নজির নাই যেখানে দ্বিতীয়বার স্বীকারোক্তি নিয়ে একজন মানুষকে সাজা দেয়া যায়। যা ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা মামলায় ডিজিএফআই-এর বিশেষ সেলে আটক রেখে মুফতি হান্নানকে দিয়ে তারেক রহমান, আলী আহসান মুজাহিদ, আব্দুস সালাম পিন্টুসহ শীর্ষ বিরোধী নেতাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। জঙ্গি ইস্যু ব্যবহার করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও জামায়াতের আমির শফিকুল ইসলামের মতো শীর্ষ রাজনীতিবিদকে সন্ত্রাসী হিসেবে জেলে আটকে রেখেছিল। ধর্মীয় উগ্রবাদকে সামনে এনে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার নামে বিগত সরকার বিরোধী দল ও মতকে দমন করে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের অনুকম্পায় ক্ষমতায় টিকেছিল। সভাপতির বক্তব্যে 'ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি'র চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, পতিত আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নানা রকম অপকৌশল অবলম্বন করেছিল। তার ৭-এর পাতায় দেখুন

২৪-এর অভ্যুত্থান সাংবিধানিক দলিল আকারে চায় নাগরিক কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় নাগরিক কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য মো. রাকিব হাসান বলেছেন, ১৯৪৭ ও ৭১ সালের মতো ২৪-এ যে গণঅভ্যুত্থান হয়েছে তা সাংবিধানিক হিসেবে দলিল আকারে থাকবে। এই ২৪ এর অভ্যুত্থানে প্রায় ২ হাজার মানুষ শহীদ হয়েছে। ২৬ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছে। এটি যদি সাংবিধানিক দলিল আকারে না থাকে, তাহলে ৬ মাস বা এক বছর পরে মানুষ ভুলে যাবে কেন এই অভ্যুত্থান হয়েছিল। গতকাল শনিবার সকালে মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্রের লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি এ কথা বলেন। জাতীয় নাগরিক কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য আরও বলেন, আমরা চাই ২৪-এর অভ্যুত্থান সারাজীবন বাংলাদেশের বুকে থাকুক, ৪৭ ও ৭১-এর মতো। মানুষ যে দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমেছিল, প্রত্যেকটা ন্যায়সংগত দাবি পূরণ হোক। আমরা চাই নতুন একটা রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরি হোক। জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পুরাতন সব ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ হবে, এজন্য সবাই আমরা একত্রিত হয়েছি। তিনি বলেন, আমরা মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরছি, লিফলেট বিতরণও করছি। তাদের কাছে ৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির হলেন মামুনুল হক

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পঞ্চম আমির হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন শায়খুল হাদীস পরিষদের পৃষ্ঠপোষক শায়খুল হাদিস আল্লামা মামুনুল হক। শনিবার (১১ জানুয়ারি) ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত মজলিসে শুরার অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে তিনি এ পদে মনোনীত হন। এ উপলক্ষে শায়খুল হাদীস পরিষদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাওলানা মাহফুজুল হক, সভাপতি মাওলানা তাফাজ্জুল হক আজিজ এবং সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হাসান জুনাইদ এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, 'বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের শুরা সদস্যরা যথাসময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।' 'আমরা বিশ্বাস করি, শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে গড়া এ সংগঠনের নেতৃত্ব একজন যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে অর্পিত হয়েছে।'

কিছু মানুষ ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করছেন : মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখানে আমাদের দেশেরই কিছু মানুষ এই ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করছেন। আমি জানি সে চেষ্টা সফল হবে না। আমরা অবশ্যই সম্মিলিতভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হব বলে আমি বিশ্বাস করি। শনিবার (১১ জানুয়ারি) সকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) ১ম জাতীয় কাউন্সিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, ৫ মাস পরে অনেকেই জিজ্ঞেস করছেন আমাদের অর্জন কি? অর্জন হচ্ছে আজকে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে নিঃসংকোচে, নির্ভয়ে কথা বলতে পারছি। এটাই আমাদে একটা বড় বিজয় বলে মনে করি। এখানে এবি পার্টির একটা বড় ভূমিকা আছে। আমরা একটা ভয়াবহ দানবের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, আমরা আবার নতুন করে বাংলাদেশকে নির্মাণ করার স্বপ্ন দেখছি, কথা বলছি। এখন যেটা প্রয়োজন, সকল উস্কানির পরেও আমরা যেন সিদ্ধান্তে অটল থাকি, একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে যেতে চাই, বৈষম্য দূর করতে চাই, বাংলাদেশের তরুণদের হাতে হাত মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটা নতুন বাংলাদেশ দেখতে চাই। এখানে আমাদের কোন বিবেধ নেই। বাংলাদেশকে নতুন করে নির্মাণ করার যে স্বপ্ন আমরা দেখছি সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের একটু ধৈর্য ধারণ করতে হবে। হঠকারিতা করে, ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে, ভুল পদক্ষেপ নিয়ে সেই সম্ভাবনাকে বিনষ্ট না করি সেটা আমাদের সবসময় লক্ষ রাখতে হবে, বলেন তিনি। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, হ্যাঁ, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভাল নয়, রাজনৈতিক দিক দিয়ে ভঙ্গুর অবস্থায় আছে, আমরা সেটাকে একসাথে লড়তে চাই। সেটাকে এক সাথে নিয়ে, সবাই মিলে এই সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে চাই। সবাই এক সাথে হয়েই যদি সেই দানবকে, ফ্যাসিস্টকে সরাতে পেরেছি, তাহলে আমরা কেন পারবো না একটা নতুন সম্ভাবনার রাষ্ট্র নির্মাণ করতে। বিএনপি সংস্কারের কথা আগেই বলেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা সংস্কারের কথা আগেই বলেছি, আবারও বলছি আমরা সংস্কার চাই। কিছু কিছু মানুষ আছেন ৭-এর পাতায় দেখুন

গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নার্সের অবহেলায় শিশুর মৃত্যু - তিনজন নার্সকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি

মোঃ দুলাল আলী, গোমস্তাপুর প্রতিনিধিঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তব্যরত নার্সদের অবহেলায় সায়ান নামে দেড় বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৩ জন নার্সকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। তারা হলেন সিনিয়র স্টাফ নার্স আম্বিয়া খাতুন, মজিদা খাতুন ও আমেনা খাতুন। মৃত ওই শিশুর পিতা রহনপুর পৌর এলাকার মুক্তাশা হলপাড়ার আমিন জানান, গত ৮ জানুয়ারী (বুধবার) বিকেলে পাতলা পায়খানা জনিত কারনে তার দেড় বছর বয়সী শিশুপুত্র আয়ানকে গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। শুক্রবার রাতে হাসপাতালে চলমান ছেলের স্যালাইন শেষ হলে তাদের কাছে বিষযটি জানালে তারা স্যালাইন লাগবে না বলে জানায়। এ সময় তারা বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যথাসময়ে স্যালাইন না দেওয়ার কারণে তার ছেলে শনিবার সকাল ছয়টার দিকে মারা যায়। এ ঘটনায় তার স্বজনসহ এলাকাবাসী হাসপাতালে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এ সময় তারা অভিযুক্ত নার্সদের একটি ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখে।পরে পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। এলাকাবাসীর দাবির প্রেক্ষিতে গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ইসমাঈল হোসেন লিংকন দায়িত্বে অবহেলার কারণে অভিযুক্ত ৩ জন নার্সকে দায়িত্ব থেকে সাময়িক অব্যাহতি প্রদান করেন। তিনি জানান,বিষয়টি আমরা জেনেছি। যারা দায়িত্বে ছিল তাদেরকে দায়িত্ব থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে তদন্ত সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদিকে, এ ঘটনায় গোমস্তাপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানা গেছে।

দ্রুত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী পাসের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : তরুণ প্রজন্মের সুস্থ ভবিষ্যৎ নিশ্চিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী দ্রুত পাসের দাবি জানিয়েছে তামাকবিরোধী শিক্ষক ফোরাম। গতকাল শনিবার সকাল ১১টায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে নারী মৈত্রী আয়োজিত 'তামাকবিরোধী শিক্ষক ফোরাম' গঠন বিষয়ক সভায় এ দাবি জানান তারা। নারী মৈত্রীর নির্বাহী পরিচালক শাহীন আকতার ডলির সভাপতিত্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত তামাকবিরোধী শিক্ষক ফোরামের আহ্বায়ক ছিলেন পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. খালেদা ইসলাম এবং সহ-আহ্বায়ক ছিলেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক তনুশ্রী হালদার ও বাংলা আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রভাষক শামীমা নাসরীন। নারী ৭-এর পাতায় দেখুন

সরকার এতোই যোগ্য, থানা থেকে ওসি পালিয়ে যায় কিন্তু টেরই পায় না: মান্না

স্টাফ রিপোর্টার : গণতন্ত্র মঞ্চের শীর্ষ নেতা ও নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছেন, সরকার এতোই যোগ্য যে, থানা থেকে ওসি পালিয়ে যায় কিন্তু টেরই পায় না। আগের দিনে দেখেছি চোর পালাতে পারে না। আর এখন চোরের সরদার যারা, তারা পালিয়ে যায়। যারা লুটপাট করেছে, তাদের কাউকে ধরবার মতো বাস্তব কাজ সরকার করতে পারেনি। শনিবার (১১ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত টিসিবির ট্রাক সেল বন্ধ, ৪৩ লাখ পরিবারের কার্ড বাতিল এবং শতাধিক পণ্যে শুল্ককর বাড়ানোর সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মানববন্ধনে তিনি এসব কথা বলেন। মানববন্ধনের আয়োজন করেছে নাগরিক ঐক্য। মাহমুদুর রহমান বলেন, আমরা সংস্কারের কথা বলেছি এবং আমরা সংস্কার চাই। এই সরকার (অন্তর্বর্তীকালীন সরকার) সংস্কারের কথা বলেছেন। একটা অনির্বাচিত সরকার, বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে গড়ে তোলা ৭-এর পাতায় দেখুন

টিউলিপের বিরুদ্ধে অন্তঃসত্ত্বা সাংবাদিককে হুমকির অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির অর্থ ও নগরবিষয়ক মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে এক অন্তঃসত্ত্বা সাংবাদিককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বলে খবর প্রকাশ করেছে দ্য টেলিগ্রাফ। গত শুক্রবার হুমকি দেওয়ার একটি একটি ভিডিও পোস্ট করে সংবাদমাধ্যমটি বলেছে, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন করায় মা হতে যাওয়া ওই সাংবাদিককে হুমকি দেন টিউলিপ। ভিডিওতে দেখা গেছে, ২০১৬ সাল শেখ হাসিনার শাসনামলে নিখোঁজ হওয়া ব্রিটিশ-বাংলাদেশি আইনজীবী ব্যারিস্টার আরমানের ব্যাপারে ২০১৭ সালে শেখ হাসিনার বোনের মেয়ে টিউলিপকে প্রশ্ন করেছিলেন চ্যানেল-৪ এর এক ব্রিটিশ সাংবাদিক। জবাবে সাংবাদিকের ৭-এর পাতায় দেখুন

সিইপিজেডে দুই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (সিইপিজেড) দুটি কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে কমপক্ষে ১২ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের পাশাপাশি মোতায়েন রয়েছে সেনাবাহিনী। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সিইপিজেড এলাকায় জেএমএস এবং মেরিনকো লিমিটেড কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে এ সংঘর্ষ শুরু হয়ে চলে এক ঘণ্টা ধরে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গত কয়েকদিন ধরে জেএমএসের শ্রমিকরা বেতন-ভাতা বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলন করছিলেন। দুদিন বন্ধ থাকার পর বিষয়টির সুরাহা হয়। গতকাল শনিবার ফের কারখানাটি চালু হয়। এদিকে, গতকাল শনিবার সকালে মেরিনকোর শ্রমিকরা দাবি আদায়ে কারখানা থেকে বেরিয়ে আসেন। সে সময় তারা ঢিল ছুড়লে ৭-এর পাতায় দেখুন

সংকট কাটেনি তাদের ১৪ দলীয় জোটের শরিকদের

ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কায় দলের নেতারা

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দীর্ঘ পাঁচ মাস পরেও সংকট কাটেনি তাদের ১৪ দলীয় জোটের শরিকদের। এই সংকট সহসা কাটিয়ে উঠতে পারবে কি না সে ব্যাপারেও দলগুলো সন্দিহান। এভাবে চলতে থাকলে তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে বলে দলগুলোর নেতাকর্মীরা মনে করছেন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটে দীর্ঘ দিন থাকলেও এই দলগুলো কিছু কর্মসূচি নিয়ে রাজনীতিতে সক্রিয় থাকার চেষ্টা করতো। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু কর্মসূচি আছে। সেসব কর্মসূচির ভিত্তিতে রাজনৈতিক কার্যক্রম চলতো। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এই দলগুলোরও রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে। ১৪ দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দীর্ঘ ৫ মাস ধরে এই দলগুলোর কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই, কোনো কর্মসূচি নিতেও পারছে না। ভয়-ভীতির কারণে তাদের বাধ্য হয়ে অনেকটা রাজনীতির বাইরেই থাকতে হচ্ছে। দলগুলো এখন স্থবির, নিষ্ক্রিয়; এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্তিত্বহীন হয়ে আছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ধীরে ধীরে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ৭-এর পাতায় দেখুন

রুয়েট শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) এক শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গত শুক্রবার রাত ১১টার দিকে রাজশাহী নগরীর একটি ছাত্রাবাসের নবম তলার একটি কক্ষ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। মৃত শিক্ষার্থীর নাম মেহেদী হাসান মুহিব। তিনি রুয়েটের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা (ইউআরপি) বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র ছিলেন। তার বাড়ি রংপুরে। রাফি আল হাসান নামের রুয়েটের এক শিক্ষার্থী বলেন, মুহিব ভাই ও আমি এলাকায় একই স্কুলে পড়াশোনা করতাম। তিনি আমার স্কুলের বড় ভাই। আমাদের জেলা সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। ভাই খুব উৎফুল্ল মনের মানুষ, কিন্তু কেন আত্মহত্যা করলেন আমরা জানি না। বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পেরে রাতে ঘটনাস্থলে গিয়ে ঝুলন্ত লাশ দেখতে পাই। সেখানে রুয়েটের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পুলিশ ও ফরেনসিক ৭-এর পাতায় দেখুন

পুলিশের তদন্তানুযায়ী ৪ আগস্ট পরবর্তী বেশিরভাগ হামলাই রাজনৈতিক: প্রেস উইং

স্টাফ রিপোর্টার : গত ৪ আগস্টের পর সংঘটিত হামলার ঘটনার মধ্যে ১ হাজার ২৩৪টি ঘটনা রাজনৈতিক এবং ২০টি ঘটনা সাম্প্রদায়িক ছিল। এছাড়া, কম

অ্যাম্বুলেন্স-বাসে আগুনে ৪ জনের

অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে আগুনের ঘটনা ঘটে। এ সময় দগ্ধ হয়ে অ্যাম্বুলেন্সে থাকা রোগীসহ ৪ জন নিহত হন। এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা দায়ের করলে গত শুক্রবার রাতে অভিযান চালায় পুলিশ। রাজধানীর গাবতলি ও গাজীপুরের কোনাবাড়ি থেকে দুই চালককে গ্রেপ্তার করা হয়। সাভার হাইওয়ে থানার ওসি সওগাতুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, জহিরুল ও জাহিদকে গ্রেপ্তারের পর সাভার থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। সাভার থানার ওসি জুয়েল মিয়া বলেন, অ্যাম্বুলেন্সে ধাক্কা ও সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে নিহতের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার দুজনকে অন্যান্য আসামিদের সঙ্গে দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে। গত ৮ জানুয়ারি দিবাগত রাত ২টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ফুলবাড়িয়া পুলিশ টাউনের সামনে অ্যাম্বুলেন্স, শ্যামলী ও ঝুমুর পরিবহনের সংঘর্ষে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অ্যাম্বুলেন্সের যাত্রী একই পরিবারের চারজন নিহত হয়। ঘটনার পর থেকে বাস ও অ্যাম্বুলেন্সের চালক পলাতক ছিলেন।

জুলাই বিপ্লবের কৃতিত্বের দাবি নিয়ে

জোবায়ের হায়দার অয়ন, যুগ্ম মহাসচিব কাজী মো: নজরুল, যুব সংহতির সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন সরকার, ছাত্র সমাজের সভাপতি কাজী ফয়েজ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান অভি। নজরুল ইসলাম খান বলেন, জুলাই বিপ্লব কারও একক কৃতিত্বে সফলতা আসেনি। গত ১৫ বছরে যারা খুন হয়েছেন, গুম হয়েছেন, পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন তাদেরসহ এ আন্দোলনে ছাত্র-শিশু, শ্রমজীবী সবারই অবদান রয়েছে। এটিতো সবাই ভাগ করতে পারে। একা নিলে কাঁধ ভারি হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এখন অনেকে দাবি করছেন তারাই জানে কীসে জনগণের কল্যাণ। একই ট্যাবলেট খাওয়ানোর চেষ্টা হয়েছিলো স্বাধীনতার পরও। যারা মুক্তিযুদ্ধে যায়নি তারাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা শুনিয়েছে। এখন এমন একটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যেখানে জনগণ তাদের মত প্রকাশ করতে পারে, ভোটাধিকার প্রয়োগ করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে মোস্তফা জামাল হায়দার বলেন, ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার বিদায় নিয়েছে সত্য, কিন্তু নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। হাসিনা সরকারের প্রেতাত্মারা এখনো সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিরাজ করছে এবং নানামুখী সমস্যার সৃষ্টি করছে। তিনি বলেন, কতগুলো নন ইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে রাজনীতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেখানে জাতীয় নির্বাচনের বিষয় সামনে আসার কথা, তা না এনে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের কথা কেন সামনে আনা হচ্ছে। কার স্বার্থে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিষয় সামনে আসছে। জাতীয় নির্বাচন বিলম্বিত হলে নতুন করে ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের ডালপালা গজাবে। পতীত স্বৈরাচার আবারও পুনর্বাসনের চেষ্টা করবে। তিনি আরও বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী যে লড়াই আমরা শুরু করেছি সেটা এখনও শেষ হয়ে যায়নি। এদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি। এ ব্যাপারে আমাদের সব রাজনৈতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

আ. লীগ নেতা আনোয়ারুজ্জামানের

পরে সাদিক খান সে ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে লিখেছেন, গত মে মাসে আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করা তার জন্য 'সত্যিকারের সম্মানের বিষয়' ছিল। এটি ছিল লন্ডনের মেয়র নির্বাচনের আগে। সেই সাক্ষাতের সময়, আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী বলেছিলেন তিনি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে খানের জন্য প্রচারণার কাজ করছিলেন। এই ব্যাপারে আনোয়ারুজ্জামানের সঙ্গে তার মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করা হলে তিনি সংবাদমাধ্যমটির অনুরোধে সাড়া দেননি। মূলত এই সাক্ষাতের পেছনে ছিল ব্রিটেনের বাংলাদেশি কমিউনিটির সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করা এবং নির্বাচনী সমর্থন জোগাড়ের লক্ষ্যে লেবার পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে কয়েক দশকের সম্পর্কের ধারাবাহিকতা। ব্রিটেনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী আসনে প্রভাব ফেলতে বাংলাদেশি ভোটারদের ভূমিকা বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ। তবে আওয়ামী লীগ পরিবারের কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এবং দলের সঙ্গে যুক্ত লেবার মন্ত্রী ও শেখ হাসিনার ভাগিনি টিউলিপ সিদ্দিকের সম্পর্ক, এই দীর্ঘমেয়াদী বন্ধুত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। বাংলাদেশি কমিউনিটির সঙ্গে লেবার পার্টির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গত বছরের সাধারণ নির্বাচনে স্পষ্ট হয়েছিল। আওয়ামী লীগ-সমর্থিত কর্মীরা সে সময় ব্রিটেন জুড়ে লেবারের প্রচারণায় অংশ নিয়েছিলেন এবং টিউলিপ সিদ্দিকের প্রচার কার্যক্রমেও তাদের দেখা গেছে। বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে সাভান্টা পোলস্টারের রাজনৈতিক গবেষণা পরিচালক ক্রিস হপকিন্সের জানান, লেবার পার্টি প্রবাসী ভোটারদের উপর তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর চেয়ে বেশি নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা লেবারকে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং জোট তৈরি করতে বাধ্য করে। হপকিন্স বলেন, ওয়েস্টমিনস্টারের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে এই বিষয়টি খুব একটা প্রাধান্য পেতে নাও পারে। তবে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সঠিক হোক বা ভুল, লেবারকে হয়ত দায়িত্বহীনতার জন্য দোষী করা হবে। সূত্র: ফিনেন্সিয়াল টাইমস

সারাদেশে আগ্রহ কমছে

সংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ার পেছনে ব্যাংক শাখাগুলোর সেবার মান উন্নয়ন ও ঝামেলাহীন দ্রুত লেনদেন, নির্দিষ্ট সময়ে লেনদেনের পর ব্যাংক শাখা থেকে ঋণ পাওয়ার নিশ্চয়তা এবং উল্টোদিকে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে এ ধরনের সুবিধা না থাকাটা কারণ বলছেন কৃষ্টিয়ার ফিলিপনগরের একটি ব্যাংকের এজেন্ট আলিফ সরকার। তিনি বলেন, আগের বছরগুলোতে মানুষকে অনুরোধ করে অ্যাকাউন্ট খোলা হলেও এখন কাজ ছাড়া মানুষ এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে আসছে না। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে এজেন্টরা গ্রাহকের টাকা ব্যাংকে জমা না দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কারণে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে মানুষের আগ্রহ কমেছে। টাকা লেনদেনে ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড (ওটিপি) সিস্টেম থাকার কারণে ঝামেলা মনে করা ও টাকা অন্যে তুলে নেওয়ার ভয় থেকে অনেক গ্রাহক এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে আসতে চান না। এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে সার্ভার সমস্যা সব গ্রাহকের ক্ষেত্রেই হয়। কখনো এনআইডি সার্ভারের সমস্যায় পড়তে হয়, কখনো ব্যাংকের। এজন্য কোনো কোনো সময় টাকা লেনদেনে ভোগান্তিতে পড়তে হয় গ্রাহককে। এসব কারণেও গ্রাহক এখন ধারে-কাছে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের দ্বারস্থ না হয়ে সরাসরি শাখায় চলে যান। লেনদেন করে ফেলেন মোবাইল ব্যাংকিংয়ে।

কুষ্টিয়ার ডাচ-বাংলা ব্যাংকের এজেন্ট আল মামুন খান মনে করেন, চেক নেওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতার কারণে মানুষ এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে আসছে না। তিনি বলেন, আমানতের টাকা তোলার ক্ষেত্রে ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়েই তোলা যায়। কিন্তু ক্যাশবই বেশি বিশ্বাস করে মানুষ। আর ডাচ-বাংলা ব্যাংকে ক্যাশবই নিতে জেলা শহরে যেতে হয়। এজন্য ডাচ-বাংলার এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে অগ্রহ কমছে মানুষের। এদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখাগুলোও আগের চেয়ে গ্রাহকবান্ধব হয়েছে। ব্যাংক শাখায় অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য প্রচারের পাশাপাশি আগের চেয়ে সেবার মানও বাড়িয়েছে স্ব স্ব ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। নিয়মিত লেনদেন করলে বা ভালো আমানত জমা রাখার পর প্রয়োজনে ঋণ চাইলেই ব্যাংকগুলো তা দেয়। উল্টোদিকে এজেন্ট ব্যাংক শুধু আমানত জমা করতে পারে, কিন্তু ঋণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিযুক্ত এজেন্ট শর্ত পালন করতে না পারার কারণে গ্রাহক ঋণ বঞ্চিত হচ্ছে। এসব কারণে মানুষ এজেন্ট ব্যাংকে আগের মত আগ্রহ দেখাচ্ছে না বলে জানান একাধিক ব্যাংকের এজেন্ট। কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের মহিষকুন্ডিতে অবস্থিত ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট মো. আল আমিন বলেন, এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে লেনদেন, অ্যাকাউন্ট খোলার মত কাজগুলো এখন অনেকটা মূল ব্যাংকের ওপর বিশ্বাস ও আস্থা, এজেন্ট আউটলেট কেমন, যে কোনো সময় বন্ধ হয়ে যাবে কি না, এসব বিবেচনার ওপর নির্ভর করে। এজন্য কোনো কোনো এজেন্ট ব্যাংকিং শাখায় অ্যাকাউন্ট খোলা ও লেনদেন কমলেও সব এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে কমেনি।

কর বৃদ্ধির পর কতটা বাড়বে এসি

দিয়েছে সরকার'। এসব শিল্পের করপোরেট কর, কাঁচামাল আমদানিতে অগ্রিম আয়কর এবং উৎপাদন ও সরবরাহ পর্যায়ে কর ছাড় দেওয়ায় দেশে অন্তত এক ডজনের বেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এসব শিল্প ২০২১ সাল থেকে যন্ত্রপাতি আমদানিতে ২ শতাংশ এআইটি এবং আয়ের ওপর ১০ শতাংশ কর দেওয়ার সুবিধা পেয়ে আসছিল। এসব সুবিধা ২০৩২ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকার কথা ছিল। তবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে ফ্রিজার, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার, কম্প্রেসর ও মোটরসাইকেলের করপোরেট কর ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে দ্বিগুণ হতে পারে কাঁচামাল আমদানিতে অগ্রিম আয়করও।

এনবিআর মনে করছে, এই উদ্যোগের ফলে চার হাজার কোটি টাকা আয়কর আদায় বাড়বে। যদিও আয়কর দ্বিগুণ হওয়ায় দেশে তৈরি মোটরসাইকেল, ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশনারের দাম বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন খাত সংশ্লিষ্টরা। জানতে চাইলে যমুনা ইলেকট্রনিকসের পরিচালক (বিপণন) সেলিম উল্যা সেলিম বলেন, কর সুবিধার কারণেই আমদানিনির্ভর পণ্যগুলো এখন দেশেই উৎপাদন হচ্ছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে চলে গেছে। বর্তমানে কর বৃদ্ধির যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা দেশের অর্থনীতির জন্য সুখকর কিছু হবে না। যে হারে ভ্যাট- ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে, এতে পণ্যের দাম আরও বেড়ে যাবে। এদিকে অর্ধশতাধিক পণ্য ও সেবার ভ্যাট বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে এনবিআর। হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাওয়া, বিমানের টিকিটসহ সিগারেট, সিগারেট ছাড়াও ওষুধ, গুঁড়া দুধ, বিস্কুট, জুস, ফল, সাবান, মিষ্টি, মোবাইল ফোনে কথা বলা ও ইন্টারেনেট রয়েছে ভ্যাট ও শুল্ক করের তালিকায়। এসব পণ্যে মোট ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা এতদিন ৫ থেকে সাড়ে ৭ শতাংশ ছিল। এছাড়া বিভিন্ন পণ্য ও সেবায় আবগারি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বিষয়ে এনবিআরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আল-আমিন শেখ বলেন, আয়কর অব্যাহতির সংস্কৃতি থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসার ধারাবাহিকতায় আয়কর অব্যাহতির বেশ কিছু বিধান বাতিল ও সংশোধন করা হয়েছে। আরও কিছু কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। যেসব পণ্য ও সেবায় ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক ও আবগারি শুল্ক বৃদ্ধি করা হচ্ছে তার মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য নেই। বিধায় সর্বসাধারণের ভোগ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি পাবে না। মূল্যস্ফীতিতেও প্রভাব পড়বে না। তবে করছাড় দেওয়া এসব পণ্যের দাম বাড়লে ফের আমদানিনির্ভরতা তৈরি হবে বলেও মনে করছেন খাত সংশ্লিষ্টরা। ইলেকট্রনিক্স পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ইলেক্ট্রো মার্টের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরুল আফসার বলেন, বিনিয়োগে এখন ধীর গতি রয়েছে। এখন একধাপে কর দ্বিগুণ করায় শিল্প আরও বড় সমস্যায় পড়বে। করহার এক লাফে দ্বিগুণ না করে ধাপে ধাপে বাড়ালে তা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য ভালো হতো। ২০০০ সালের শুরুতে দেশে মোটরসাইকেল উৎপাদন শুরু হয়। খাত সংশ্লিষ্টরা জানান, এ খাতে এখন পর্যন্ত প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করছেন প্রায় দুই লাখ কর্মী। বর্তমানে রাস্তায় চলছে এমন সব মোটরসাইকেলের প্রায় ৯০ শতাংশের বেশিই দেশে তৈরি অথবা দেশে সংযোজন করা। জানতে চাইলে নিউ গ্রামীণ মটরসের চেয়ারম্যান মেজবাহ উদ্দিন মামুন বলেন, বড় শিল্পগ্রুপের মতো ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উৎপাদন খরচ বাড়ায় পণ্যের দাম বাড়বে। অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি বাড়ায় তা ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার শঙ্কা তৈরি হবে।

৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়তে পারে ফ্রিজ ও এসির দাম : করপোরেট কর দ্বিগুণ হওয়ায় এসি ও ফ্রিজের উৎপাদন খরচ বাড়বে ৮০০ থেকে ১ হাজার টাকা। এরসঙ্গে অন্যান্য কর বৃদ্ধি, ডলারের মূল্যবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় এসি ও ফ্রিজের দাম চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা বাড়তে পারে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। ব্যবসায়ীরা উদাহরণ দিয়ে বলছেন, যদি কোনো ব্র্যান্ডের ২৫০ লিটার একটি ফ্রিজের দাম এখন ৪০ হাজার টাকা হয়, কর দ্বিগুণ করার ফলে তা বিক্রি হবে ৪৫ হাজার টাকায়। একইভাবে এসির দাম বাড়বে চার-পাঁচ হাজার টাকা। নুরুল আফসার বলেন, কর বাড়ার ফলে ফ্রিজের উৎপাদন খরচ বাড়বে ৩০০ টাকা থেকে এক হাজার টাকা। এসির ক্ষেত্রে এই খরচ ৭০০ থেকে দুই হাজার টাকা বাড়বে। তিনি আরও বলেন, বাড়তি করপোরেট করের পর ভ্যাট আছে, অন্যান্য কর আছে। মূল্যস্ফীতিতে আমাদের ব্যবসা পরিচালনা খরচ ২০-২৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। সেই হিসাবে এসব পণ্যের দাম তিন হাজার টাকার বেশি বাড়বে। ভিক্টরি ইলেকট্রনিক্সের স্বত্বাধিকারী গৌরাঙ্গ দে বলেন, ফ্রিজ ও এসির উৎপাদন খরচ ১০-১৫ শতাংশ বেড়ে যাবে। ডলারের দাম বাড়তি, কাঁচামালের খরচও এখন বেশি। এসব পণ্যের দাম চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়তে পারে। অর্থনীতিবিদদের মতে, রাজস্ব আয় বাড়াতে এনবিআরের হাতে কর বাড়ানো ছাড়া নতুন কোনো অস্ত্র নেই। কর বাড়ায় গ্রাহকের সাময়িক অসুবিধা হবে। উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোর জন্যও নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হবে। জানতে চাইলে অর্থনীতিবিদ ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, সরকারের রাজস্ব আদায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর আগের সরকার ব্যাংকিং খাত থেকে অনেক বেশি ঋণ নিয়েছে। বিদেশ থেকে অনেক ঋণ নিয়েছে। এ বছর মূল্যস্ফীতির সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হবে। সরকার চাইলেই ব্যাংক থেকে বেশি ঋণ নিতে পারবে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপাতে পারবে না। রাজস্ব আদায়ের কোনো বিকল্প নেই। মূল্যস্ফীতির মধ্যে এই করের হার কিছুটা অসুবিধা করবে। কিন্তু এর কোনো বিকল্প নেই।

খুব অস্বাস্থ্যকর ঢাকার বাতাস

সহনীয়, ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর হলে সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর, ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, ২০১ থেকে ৩০০ হলে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। আর ৩০০-এর বেশি হলে তা বিপজ্জনক বলে ধরা হয়।

আমানত বেড়েছে ইসলামী

বিতরণের পরিমাণ ছিল ৫ লাখ ১৬ হাজার ৯৯১ কোটি টাকা। মাসের ব্যবধানে ঋণ বিতরণ সামান্য কমেছে। তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমদানি ব্যয় পরিশোধের পরিমাণ কমেছে, রপ্তানি আয় বেড়েছে। সেপ্টেম্বরে এসব ব্যাংকের মাধ্যমে রপ্তানি আয় এসেছে ১০ হাজার ৩৯ কোটি টাকা, আগস্ট মাসে এসেছিল ৮ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বরে আমদানি ব্যয় পরিশোধ করেছে ১২ হাজার ৮৩৪ কোটি টাকা। আগস্ট মাসে তা ছিল ১৩ হাজার ১৪৭ কোটি টাকা। মাসের ব্যবধানে আমদানি ব্যয় ৩০৯ কোটি টাকা কম পরিশোধ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে রেমিট্যান্স এসেছে ৬ হাজার ৪৭৭ কোটি টাকা। আগস্ট মাসে এসব ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স এসেছিল ৬ হাজার ৩৩৩ কোটি টাকা। ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে অধিকাংশই এস আলম গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এসব ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে ঋণের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ বের করে নিয়েছে এস আলম গ্রুপ। আমানতের তুলনায় বেশি হারে ঋণ বিতরণ করায় এসব ব্যাংকের এডিআর রেশিও (ঋণ-আমানত অনুপাত) বেড়ে গেছে। একপর্যায়ে এসব ব্যাংক তারল্য সংকটে পড়ে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এস আলম গ্রুপের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাংকগুলোর পর্ষদ ভেঙে পুনর্গঠন করে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক গ্যারান্টার হয়ে ব্যাংকগুলোকে অন্য ব্যাংক থেকে ঋণ সহায়তার মাধ্যমে তারল্যের যোগান দিয়েছে। ধীরে ধীরে ব্যাংকগুলো ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। গ্রাহকের আস্থা বাড়ানোর চেষ্টার করছে নতুন পরিচালনা পর্ষদ। এর ধারাবাহিকতায় ব্যাংকগুলোতে আমানতের পরিমাণ আগের চেয়ে বেড়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ শরিয়াহভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক আছে ১০টি। সেগুলো হচ্ছেড়ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক, শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (এসআইবিএল), গ্লোবাল ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, আইসিবি ইসলামিক এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক।

জাতীয় কবিতা উৎসব ১ ও ২

রেজাকে যুগ্ম-আহ্বায়ক এবং কবি মানব সুরতকে উৎসব সমন্বয়ক করে একটি উৎসব পরিষদ এবং জাতীয় কবিতা পরিষদের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কবিদের নেতৃত্বে ২৪টি উপপরিষদ গঠন করা হয়েছে। কবি মোহন রায়হান বলেন, জাতীয় কবিতা উৎসব আয়োজন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) দোতলায় শহীদ মুনীর চৌধুরী মিলনায়তন সংলগ্ন কক্ষে চালু করা হয়েছে উৎসব দপ্তর। কবিদের নাম রেজিস্ট্রশনসহ উৎসবের যাবতীয় প্রস্তুতির কাজ চলবে এই দপ্তরে। দপ্তর খোলা থাকবে শনি থেকে বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এবং শুক্র বার বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। এছাড়াও আগ্রহী কবিদের জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যঃঃঢ়ঃ://ঃরহুঁৎষ.পড়স/শড়নরঃধ২০২৫ লিংক থেকে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। তিনি বলেন, এবারের উৎসবে যারা কবিতা পড়বেন তাদের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে। নিবন্ধন করা কবিরা একটি করে স্বরচিত কবিতা (আনুমানিক ২০ লাইন) পাঠ করতে পারবেন। নিবন্ধনের সময় দুটি স্বরচিত কবিতার দুটি করে কপি, এনআইডি বা জন্মনিবন্ধনের কপি ও এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে। জমা দেওয়া কবিতা দুটি থেকে উৎসবে পাঠ করার জন্য একটি কবিতা নির্বাচিত করে দেওয়া হবে। পঠিত কবিতাগুলো থেকে একটি নির্বাচিত কবিতা সংকলন প্রকাশ করা হবে। তিনি আরও বলেন, এ উৎসবে ফ্যাসিবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে, দল-পরিবার-গোষ্ঠী-ব্যক্তিবন্দনা, পতিত স্বৈরাচারের বন্দনা, দলীয় বা ধর্মীয় উস্কানিমূলক, স্বাধীনতাবিরোধী, জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানবিরোধী কোনও কবিতা পাঠ করা যাবে না। ১ ও ২ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি চত্বরে উৎসবের বিভিন্ন পর্ব আয়োজিত হবে। দুদিনব্যাপী এ উৎসবের প্রথম দিনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, কবিতা বিষয়ক আলোচনা, স্বরচিত কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি এবং দ্বিতীয় দিনে কবিতা বিষয়ক সেমিনার, স্বরচিত কবিতাপাঠ, কবিতার গান ও নৃত্যের আয়োজন থাকবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লেখক ও কবিদের এ উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। অন্যান্য বছরের মতো এ বছরেও জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার দেওয়া করা হবে। সংবাদ সম্মলনে আরও ছিলেন লেখক-গবেষক ও কবি সলিমুল্লাহ খান, ছড়াকার আবু সালেহ, কবি মতিন বৈরাগী, কবি সোহরাব হাসান, কবি শাহীন রেজা, কবি মানব সুরতা, গীতিকবি শহীদুল্লাহ ফরায়জী, কবি নুরুল ইসলাম মনি, কবি ফেরদৌস সালাম ও কবি রফিক হাসান প্রমুখ।

খালেদা জিয়ার জন্য ঘরের খাবার

তাবিথ আউয়ালকেও দেখা যায়। এর আগে, মঙ্গলবার রাত ১১টা ৪৬ মিনিটে কাতারের আমিরের পাঠানো বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে লন্ডনের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন খালেদা জিয়া। বুধবার (৮ জানুয়ারি) সকাল ৯টা ৫ মিনিটে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে খালেদা জিয়াকে স্বাগত জানান তার বড় ছেলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও পুত্রবধূ ডা. জুবাইদা রহমান। এরপর খালেদা জিয়াকে 'লন্ডন ক্লিনিকে' ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে অধ্যাপক প্যাট্রিক কেনেডির অধীনে চিকিৎসা চলছে তার।

জমে উঠছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

এবারের বাণিজ্য মেলায় স্থান পেয়েছে জুলাই চত্বর, ছত্রিশ চত্বর ও তারুণ্যের প্যাভিলিয়ন। ই-টিকিটের ব্যবস্থা থাকায় প্রবেশ পথে রয়েছে ভিন্ন ব্যবস্থা। মেলায় বেশি ভিড় চোখে পড়েছে গৃহস্থালি পণ্যের স্টলগুলোতে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, এবার মেলায় বিভিন্ন মান ও ডিজাইনের গৃহস্থালি পণ্য এসেছে। ক্রেতা-দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করতে নানা রকম ছাড়ও দেওয়া হচ্ছে। এতে ভালোই সাড়া পাচ্ছেন তারা। অবশ্য, ছাড়ের পরও পণ্যের দাম বেশি বলে অভিযোগ ক্রেতাদের। অনেক ক্রেতাই বলছেন, গৃহস্থালি পণ্যের চাহিদা সবসময় থাকে। কারণ, এসব পণ্য দৈনন্দিন কাজে বেশি ব্যবহৃত হয়। তবে, এবার দাম অনেকটাই বেশি। প্রথমবারের মতো এবারই অনলাইনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির স্টল বা প্যাভিলিয়ন স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বাণিজ্য মেলায়। এছাড়া মেলায় ক্রেতা-দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসির ডেডিকেটেড বাস সার্ভিসের পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে বিশেষ ছাড়ে উবার সার্ভিস। মেলায় সম্ভাবনাময় সেক্টর বা পণ্যভিত্তিক সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে এ বছর। বিদেশি উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের সুবিধার্থে রাখা হয়েছে স্বতন্ত্র সোর্সিং কর্নার, ইলেক্ট্রনিক্স ও ফার্নিচার জোন। বয়সভিত্তিক দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে তৈরি করা হয়েছে প্রযুক্তি কর্নার, সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য সিটিং কর্নার। শিশুদের নির্মল চিত্তবিনোদনের জন্য মেলায় রয়েছে শিশু পার্কও। মাসব্যাপী বাণিজ্য মেলা প্রতিদিন চলবে সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। সাপ্তাহিক ছুটির দিন খোলা থাকবে রাত ১০টা পর্যন্ত। মেলায় প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য টিকিটের মূল্য ৫০ টাকা এবং ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের কার্ড দেখিয়ে বিনামূল্যে মেলায় প্রবেশ করতে পারবেন।

নিবন্ধিত সব দল নিয়েই হবে আগামী

স্থানীয় নির্বাচন ইস্যুতে সিইসি বলেন, স্থানীয় সরকারক নির্বাচন নিয়ে কোন মন্তব্য করতে চাই না। অনেকে একদিনে নির্বাচন দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে, এক দিনে সব নির্বাচন করা কোনভাবেই সম্ভব না।

দুইশো আসন পেলেও একা সরকার

কখনও সাম্প্রদায়িক হবে না।' জিয়াউর রহমানের মেধাবৃত্তিক রাজনীতির পথেই হাঁটছে বিএনপি, তারা তরুণ নেতৃত্বকে সামনে আনতে চায়। আগামীর বাংলাদেশে তরুণদের অংশগ্রহণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে, যোগ করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য।

বিনিয়োগ তলানিতে কর্মসংস্থান নিয়ে

সীমিত বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ এবং আকাশচুম্বী সুদের চাপে পড়েছে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান। দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক ব্যবসায়ী নেতারা বলেছেন, ডলারের দাম স্থিতিশীল রাখা ব্যবসার জন্য এখন বড় চ্যালেঞ্জ। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ কম থাকায় আমদানি সীমিত। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে এক হাজার ৮৩টি ব্যবসা প্রকল্পের জন্য এক হাজার

নির্বাচনে ন্যূনতম ভোটারের

থাকবে বলে জানান তিনি। কমিশনে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি সাদিক আরমান বলেন, শুধুমাত্র যেসব আসনে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোটের কম ভোট পড়বে সেখানে ভোট বাতিল করে পুনরায় নির্বাচন করার ব্যাপারে প্রস্তাবনা দেয়া হবে। পরিমাণ হিসেবে শতকরা ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ ভোট প্রস্তাবনায় উল্লেখ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান তিনি। কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার বলেন, অনেকগুলো খসড়া পরিকল্পনা রয়েছে। সবগুলো নিয়েই আলোচনা চলছে। পরবর্তীতে যারাই নির্বাচিত হবে, তাদের দায়িত্ব থাকবে সেগুলো বাস্তবায়ন করা। এর আগে টানা সাড়ে ১৫ বছর ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিগত ৩টি সংসদ নির্বাচন, ভোটার উপস্থিতি ও ভোটের হার ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। আগামী নির্বাচনগুলো যেন প্রশ্নবিদ্ধ না হয় সেটি সংস্কার করার জন্যই কাজ এগিয়ে নিচ্ছে কমিশন।

বাড়ি বাড়ি ভোটার হালনাগাদে

টাকার মতো ব্যয় হবে। নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মোট ৬৬ হাজার লোকবল প্রশিক্ষণ নেবেন। যাতায়াত ভাড়া, খাবার, কেন্দ্র ভাড়া, প্রশিক্ষকদের সম্মানী, প্রশিক্ষণার্থীদের সম্মানী ইত্যাদি খাতে ব্যয় হবে। বাইরের লোকবল ছাড়াও সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, উপজেলা ও সহকারী উপজেলা এবং অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তাও রয়েছেন এক হাজার ১৮ জন। মোট ১০ দিনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হবে। আগামী ২০ জানুয়ারি থেকে পরবর্তী ১৪দিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এক্ষেত্রে যাদের জন্ম ২০০৮ সালের ১ জানুয়ারি বা তার আগে, তাদের তথ্য নেবে সংস্থাটি। ইসির সিনিয়র সহকারী সচিব মো. নাসির উদ্দিন চৌধুরীর জানিয়েছেন, নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহ ও সুপারভাইজার কর্তৃক যাচাই কার্যক্রম ২০ জানুয়ারি থেকে পরবর্তী ২ (দুই) সপ্তাহ পর্যন্ত অথবা শুরুর তারিখের পরবর্তী ২(দুই) সপ্তাহ ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সম্পন্ন করা হবে। ২০০৮ সালের ১ জানুয়ারি অথবা তার আগে যাদের জন্ম তাদের ও বিগত ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমে যারা বাদ পড়েছেন তাদেরকে ভোটার তালিকাভুক্তি এবং মৃত ভোটারদেরকে ভোটার তালিকা হতে কর্তনের জন্য তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে। তথ্য সংগ্রহকারীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারযোগ্য ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ এবং মৃত ভোটারদেরকে ভোটার তালিকা হতে কর্তনের তথ্যাদি সংগ্রহ (তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারগণ ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি ও কর্তনের জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সংগ্রহ করবেন) করা হবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। নিবন্ধন কেন্দ্রে নিবন্ধন (বায়োমেট্রিক গ্রহণসহ) সম্পন্ন করা হবে ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত। উপজেলা অথবা থানা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে ভোটার এলাকা স্থানান্তরের আবেদন গ্রহণ, মৃত ভোটারদের নাম কর্তনের তথ্যাদি এবং নতুন ভোটারের তথ্য BVRS (Bangladesh Voter Registration Software) সফটওয়ারের সাহায্যে ডাটাএন্ট্রি ও ডাটা আপলোড করা হবে ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত। নতুন ভোটারদের তথ্য আইন অনুযায়ী, আগামী বছর ২ জানুয়ারি তালিকায় যোগ করা হবে। এরপর দাবি-আপত্তি নিষ্পত্তি শেষে ২০২৬ সালের ২ মার্চ চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করবে ইসি। ২০০৭-২০০৮ সালে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়নের পর এ পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে ছয়বার। ২০০৯-২০১০, ২০১২-২০১৩, ২০১৫-২০১৬, ২০১৭-২০১৮, ২০১৯-২০২০ ও ২০২২-২০২৩ সাল পর্যন্ত। আগের দুইবার তিন বছরের আগাম তথ্য নেওয়া হয়েছিল। এবার কেবল এক বছরে ভোটারযোগ্য নাগরিকদের তথ্য নেওয়া হবে। গতবারের নেওয়া তিন বছরের তথ্যের শেষ ধাপের হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান। এতে ১৮ লাখের মতো ভোটার আগামী মার্চে যোগ হতে পারে। সর্বশেষ হালনাগাদ অনুযায়ী, দেশে ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ১৮ লাখ ৫০ হাজার ১৬০ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ছয় কোটি ২১ লাখ ৪৪ হাজার ৫৮৭ জন, আর নারী ভোটার পাঁচ কোটি ৯৭ লাখ ৪ হাজার ৬৪১ জন। আর হিজড়া ভোটার ৯৩২ জন।

থানা থেকে যুবদল নেতাকে ছিনিয়ে

অর্ধশতাধিক ছাত্র-জনতা অবস্থান মহাসড়ক ব্লকেড করে যান চলাচল বন্ধ করে দেন। এতে যান চলাচল বিঘ্নিত হয়ে মহাসড়কের উভয় প্রান্তে দুই কিলোমিটার এলাকায় যানজট দেখা দেয়। তবে জরুরি সেবা ও অ্যাম্বুলেন্স চলাচল করতে দেওয়া হয় প্রতিবাদ কর্মসূচির সময়। এ সময় আন্দোলনকারীরা মহাসড়কে স্লোগান দিতে থাকেন। শিক্ষার্থী নূর জাহান বলেন, শ্রীনগর থানা থেকে আসামি ছিনিয়ে নিয়েছে বিএনপি। এখনও যদি এমন হয় তাহলে কীভাবে চলবে। আওয়ামী লীগের সময় যেমন হয়েছে, সেটা এখন বিএনপি করছে। তার প্রতিবাদে আমরা আজ সড়কে অবস্থান করেছি। যারা এই ঘটনায় জড়িত তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায় আনতে হবে। পরে মুন্সীগঞ্জের সহকারী পুলিশ সুপার সিরাজদিখান সার্কেল আ ন ম ইমরান খান এসে দাবি পূরণের আশ্বাস দিলে একঘণ্টা পরে মহাসড়ক থেকে সরে যান আন্দোলনকারীরা। তিনি জানান, শ্রীনগরের ঘটনায় শিক্ষার্থী সড়ক অবরোধ করলে তাদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে প্রায় একঘণ্টা পর সগকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। দুই পাশে প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকার যানযটের সৃষ্টি হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যাবে। গত শুক্রবার রাত ১০টার দিকে শ্রীনগর থানা থেকে আসামি শ্রীনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য তরিকুল ইসলামকে ছিনিয়ে নেন বিএনপির অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী।

পুলিশের তদন্তানুযায়ী ৪ আগস্ট

আক্রমণগুলো সাম্প্রদায়িকভাবে অনুপ্রাণিত ছিল না, বরং রাজনৈতিক প্রকৃতির ছিল। এছাড়া ঐক্য পরিষদের দাবির বাইরেও পুলিশ ৫ আগস্ট থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ১৩৪টি অভিযোগ পেয়েছে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে আরও ৫৩টি মামলা করেছে পুলিশ। এসব মামলায় আরও ৬৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ৪ আগস্ট থেকে সাম্প্রদায়িক হামলার অভিযোগের ভিত্তিতে মোট ১১৫টি মামলা হয়েছে। এবং এসব মামলার ভিত্তিতে অন্তত ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রেস উইং থেকে পাঠানো বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, যেকোনও সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি রয়েছে। দোষীদের গ্রেপ্তারের জন্য ইতোমধ্যে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে সরকার। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ধর্ম, বর্ণ, জাতি এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার অভিযোগ নিতে পুলিশ ইতোমধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে তারা।

রুয়েট শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

বিভাগের লোকজনও উপস্থিত ছিল। নগরীর বোয়ালিয়া মডেল থানার ওসি মেহেদী মাসুদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ওই শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে আত্মহত্যার সঠিক কারণ এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। আমরা লাশটি উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল (রামেক) হাসপাতালের মর্গে রেখেছি। তার পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে লাশ হস্তান্তর করা হবে। রুয়েটের ছাত্র উপদেষ্টা রবিউল ইসলাম সরকার বলেন, দুই সিটের একটি রুমে থাকতেন মেহেদী। তার রুমমেট নেই। রুমে একাই ছিলেন। ছাত্রাবাসের অন্য শিক্ষার্থীরা দরজা ভেঙে তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি আরও বলেন, গত শুক্রবার দুপুর ১২টা থেকে মেহেদীর মা তাকে ফোনে পাচ্ছিলেন না। এভাবে সারাদিন গড়িয়ে গেলে রাত ১১টার দিকে তিনি ছাত্রাবাসের অন্য এক ছাত্রকে ফোন করে মেহেদী আছেন কিনা তা দেখতে বলেন। তখন শিক্ষার্থীরা দেখেন, মেহেদীর রুম ভেতর থেকে লাগানো। এরপর তারা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে মেহেদীর লাশ দেখেন। ছাত্র উপদেষ্টা জানান, মেহেদীর ব্যাচের শিক্ষার্থীরা স্নাতক শেষ করে বেরিয়ে গেছেন। কিন্তু এক বিষয়ে ফেল থাকার কারণে মেহেদী যেতে পারেননি। এটা নিয়ে তার ডিপ্রেশন ছিল। তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। এই ডিপ্রেশনের কারণে তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় তারা উদ্বিগ্ন জানিয়ে ছাত্র উপদেষ্টা বলেন, এটা আসলে চিন্তার বিষয়। কয়েকজন ছাত্রের আত্মহত্যার পর আমরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের একজন অধ্যাপককে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়েছি। সপ্তাহে তিন দিন তিনি রুয়েটে আসেন। মানসিকভাবে ভেঙে পড়া শিক্ষার্থীরা তার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারেন।

সিইপিজেডে দুই কারখানার

জেএমএস কারখানার কয়েকটি জানালার কাচ ভেঙে যায়। এতে দুই পক্ষ সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। দুই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে এক ঘণ্টা ধরে চলে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা। শিল্প পুলিশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের পুলিশ সুপার মো. সুলাইমান বলেন, সকালে সিইপিজেড এলাকায় জেএমএস ও মেরিনকো লিমিটেড কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে কমপক্ষে ১০-১২ জন আহত হয়েছেন। তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এটি বেতন-ভাতা সংক্রান্ত কোনও বিষয় নয়। দুটি কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ হয়েছিল। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত আছে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির এসআই নুরুল আলম আশিক বলেন, দুপুর ১২টার পর থেকে সিইপিজেডে আহতদের হাসপাতালে আনা হয়। এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ১০ জন হাসপাতালে এসেছেন। তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

সংকট কাটেনি তাদের ১৪

করছেন দলগুলোর নেতা-কর্মীরা। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। সেদিন প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। তার আগে-পরে পালান সরকারের অনেক মন্ত্রী-এমপি এবং আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। অভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগের পাশাপাশি দলটির নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের শরিক দলগুলোও বিপর্যয়ে পড়ে। আত্মগোপনে চলে যান জোটের শরিক দলগুলোর নেতা-কর্মীরা। ৮ আগস্ট নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে অভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ডের বিচারের কথা বলে আসছেন সরকারের উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্টরা। এর ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন হয়, যেখানে শেখ হাসিনাসহ তার সরকার, দল ও জোটের অনেক সহযোগীর বিরুদ্ধে জুলাই-আগস্টে গণহত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। এছাড়া দেশের অন্যান্য প্রান্তেও শেখ হাসিনার নামে হত্যা মামলা হয়েছে, যেখানে আসামি হয়েছেন আওয়ামী লীগের পাশাপাশি ১৪ দলের অনেক নেতা-কর্মীও। অভ্যুত্থানের পর সৃষ্ট পরিস্থিতিতে আতঙ্ক নিয়ে দিন কাটছে ১৪ দলের শরিকদের নেতা-কর্মীদের। ইতোমধ্যে ওই জোটের বেশ কিছু নেতা গ্রেপ্তার হয়ে জেলে আছেন। তাদের মধ্যে আছেন জোটের অন্যতম শরিক দল ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এবং জাসদের সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। নাম '১৪ দল' হলেও এ জোটে মোট দল আছে ১২টি। আওয়ামী লীগ, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ ছাড়া অন্য দলগুলো হলো ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ, গণতন্ত্রী পার্টি, জাতীয় পার্টি (জেপি), সাম্যবাদী দল, তরিকত ফেডারেশন, কমিউনিস্ট কেন্দ্র, গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক মজদুর পার্টি, বাসদ (রেজাউর রশিদ)। শেখ হাসিনার সরকার যখন অভ্যুত্থান দমনে বলপ্রয়োগ করছিল, তখন তাদের আরও কঠোর হওয়ার পরামর্শ দিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিল ১৪ দল। এমনকি আগস্টের প্রথম থেকে তারা কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামারও পরিকল্পনা নেয়। যদিও ৫ আগস্ট সরকারের পতন ঘটে যায়। মূলত হাসিনার সরকারের দমননীতির পক্ষে এমনভাবে অবস্থান নেওয়ার ফলেই তাদের ওপর ক্ষুব্ধ অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ ফ্যাসিবাদবিরোধীরা। ফলে ১৪ দলীয় জোটের শরিক দলের নেতাদেরও পড়তে হয় জনরোষে। তারাও গা ঢাকা দেন। এখনো আছেন মামলা আতঙ্কে। পাঁচ মাস পার হওয়ার পরও এই দলগুলোর নেতা-কর্মীদের আতঙ্ক কাটছে না। দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে কথা বলে আরও জানা যায়, জোটের কোনো কোনো দলের কিছু নেতা-কর্মী নিজেদের দলীয় কার্যালয়ে যাচ্ছেন। কোনো কোনো দল ঘরোয়াভাবে দুই-একটি দিবসভিত্তিক কর্মসূচি স্বল্প পরিসরে ও সংক্ষিপ্তভাবে পালন করছে। তবে সার্বিকভাবে এখনো দলগুলো পরিস্থিতি প্রতিকূলে বলে মনে করছে। সহসা স্বাভাবিক হবে এমন আশাও তারা দেখছে না। সার্বিকভাবে এই পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলেও তাদের আশঙ্কা। ১৪ দলের অন্যতম শরিক ওয়ার্কার্স পার্টির এক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, জোটের শরিক দলগুলোর জন্য পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক পর্যায়ে আসেনি, সহসা আসবে এমনও মনে হচ্ছে না। এই অবস্থার মধ্য দিয়েই দলের নেতা-কর্মীদের চলতে হচ্ছে। আমরা পার্টি অফিসে যাচ্ছি। ঘরোয়াভাবে দুই-একটি দিবসভিত্তিক কর্মসূচি পালন করার চেষ্টা করছি। পার্টির দুই একটি গণসংগঠনও এভাবে কিছু কার্যক্রম চালানোর চেষ্টা করছে। জাসদের এক নেতা জানান, দলের কিছু নেতা-কর্মী মাঝেমধ্যে কার্যালয়ে যান। নেতা-কর্মীদের মধ্যে এখনো ভয় আছে, হামলা বা গ্রেফতার আতঙ্ক আছে। অফিসের ভেতর অল্প পরিসরে দুই-একটি কর্মসূচি পালন করা হয়। জেলা পর্যায়ে এখনো দুই-একজনের নামে মামলা হচ্ছে। সব জায়গায়ই একই অবস্থা চলছে। আপাতত ভালো সময় আসছে না, পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে; এটা ধরে নিয়েই চলতে হচ্ছে। জোট শরিক ন্যাপের এক নেতা বলেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও জটিল দিকেই যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। পার্টি কোনো রকম টিকে আছে। প্রকাশ্য কার্যক্রম নেই, ভেতরে ভেতরে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। আমাদের জন্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি সহসাই অনুকূল হবে বলে মনে হচ্ছে না। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কী হবে সেটা সরকারের ওপর নির্ভর করছে।

টিউলিপের বিরুদ্ধে অন্তঃসত্ত্বা

উদ্দেশে টিউলিপ বলেছিলেন, 'খুব সতর্ক থাকুন।' তিনি হুমকির সুরে বলেন, আমি হ্যাম্পস্টেড ও কিলবার্নের একজন লেবার এমপি। আমি একজন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য। খুব সাবধান থাকবেন। আমি বাংলাদেশি নই এবং আপনি যার কথা বলছেন, তাদের মামলা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ। শেষের দিকে টিউলিপ অন্তঃসত্ত্বা সাংবাদিক ও প্রডিউসার ডেইজি আইলিফকে বলেন, এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ ডেইজি। আশা করি, তোমার সন্তান ভালোভাবে হবে। কারণ, প্রসব খুবই কঠিন। দেখা হবে। এরপরই তার একজন সহকারী ক্যামেরার সামনে হাত দিয়ে সাংবাদিকদের ভিডিও ধারণ বন্ধ করতে বলেন। ওই সহকারী সাংবাদিকদের প্রশ্নগুলোকে অপ্রাসঙ্গিক ও বেপরোয়া মন্তব্য করে সাংবাদিকদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। চ্যানেল-৪ নিউজের প্রধান সংবাদদাতা অ্যালেক্স থমসন টিউলিপ সিদ্দিকের সে মন্তব্যকে হুমকিস্বরূপ বলে অভিহিত করেছেন। যদিও পরবর্তীতে টিউলিপ স্বীকার করেছিলেন যে, তার কথা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অন্যদিকে ভুক্তভোগী সেই সাংবাদিক আইলিফ গত সপ্তাহে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে একটি পোস্টে তার পুরনো অভিজ্ঞতা নতুন করে শেয়ার করেছেন। তিনি বলেন, যখন আমি ২০১৭ সালে টিউলিপ সিদ্দিকের বাংলাদেশের সঙ্গে তার রাজনৈতিক যোগসূত্র সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তখন তিনি আমাকে 'সতর্ক থাকতে' বলেন। এ ঘটনার পর অফকম, পুলিশ এবং আমার বসদের কাছে অভিযোগ করেন এমপি। যদিও কোনো অভিযোগ টেকেনি। কারণ, সৌভাগ্যবশত আসলে যা ঘটেছিল তা ক্যামেরায় রেকর্ড করা হয়েছে। যদি তা না হতো তাহলে তিনি আমার চাকরি খোয়াতেন। এর আগে জামায়াত নেতা মীর কাসেম আলীর ছেলে মীর আহমেদ বিন কাসেমের (ব্যারিস্টার আরমান নামে পরিচিত) স্ত্রীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ আনা হয় টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে।

সরকার এতোই যোগ্য, থানা থেকে

সরকার, একটা সরকার থেকে আরেকটা সরকার বানাতে যে সময় লাগে, সেই মধ্যবর্তী সময়ের জন্য তারা সরকার। এ সময়ের মধ্যে যতখানি করা দরকার, তারা সেটা করবেন। কিন্তু, তারা গরিব মানুষের কল্যাণে আজ পর্যন্ত একটা কাজও করেনি। ডক্টর ইউসূসকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আইএমএফ বাংলাদেশকে ৬৪০ কোটি ডলার বা ৬৭০ কোটি ডলার দিবে। টাকা দেবার বদলে তারা ১০০টা দ্রব্যের ওপরে ভ্যাট ট্যাক্স বাড়াতে বলেছে। আপনি ভালো লোক। আপনি আরও ভালো থাকেন। আমরা আপনাকে তো অসম্মান করছি না। কিন্তু, আমার পেটে যদি ক্ষুদায় আগুন জ্বলে তাহলে আমি বলবো, আপনি এসব ট্যাক্স কেন দিয়েছেন। কাজের কাজ এখনো কি করতে পেরেছেন? ব্যাংকগুলো সব ঠিকমতো চলে? যেরকম চেক দেয়, সেরকম টাকা দিতে পারে? এখন পর্যন্ত ব্যাংকগুলো তার নিয়ম অনুযায়ী চলে? সবগুলো ব্যাংকে যথাযথ তারল্য আছে? আমরা সেজন্য ড. ইউনুসকে কাঠগড়ায় তুলছি না। অন্তর্বর্তী সরকারকে কাঠগড়ায় তুলছি না। কিন্তু, আমরা যে শুনলাম ড. ইউনূস আসলে দেশের চেহারা বদলে যাবে, সারা দুনিয়ায় তার এত বন্ধুবান্ধব, এত ভক্ত; ওরা সবাই টাকা দিবে আর আমাদের সংকট কেটে যাবে। এরকমভাবে এখনো পর্যন্ত বিদেশ থেকে আমাদেরকে তো কোনো টাকা পয়সা দেয়নি। প্রধান উপদেষ্টাকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরও বলেন, আপনি সেদিন বললেন আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে আসছে। কিন্তু, আমরা সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে দেখছি না। আপনি নতুন কোনো বন্ধু বানাতে পেরেছেন তাও দেখছি না। পৃথিবীর বুকে ড. ইউনূসের নাম অনেক বেশি। কিন্তু, বাংলাদেশের নাম অনেক বেড়েছে তা তো দেখছি না। তিনি বলেন, এই জাতিকে আপনি (ড. ইউনুস) সংঘটিত করে যদি সামনের দিকে, উন্নতির দিকে এগিয়ে নিতে না পারেন, তাহলে এরপরে কেউ এটা পারবে না। আইএমএফ এর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী যদি দেশ চালানোর কথা ভাবেন, তাহলে আপনার সাথে আমাদের আরো লড়াই বাঁধবে। যদি বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শ মতো এমন সিদ্ধান্ত হয়, যা জনগণের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে, আমরা সেটা সাপোর্ট করবো না। আমরা সেটা মানবো না। মানুষের পেটে যদি ক্ষুধার আগুন থাকে, তাহলে তারা সংস্কারের কথা শুনবে না। মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, আমার দল ক্ষমতায় যাবে না। কিন্তু, তারপরও ভোট চাই। গণতন্ত্রের জন্য ভোট চাই। বিএনপি যদি রোডম্যাপের কথা বলে, তাহলে রোডম্যাপ দিবেন। ড. ইউনূস জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছেন, সেটাকে যদি পরিপূর্ণ রোডম্যাপ নাও বলা হয়, কিন্তু একটা পথনির্দেশিকা বলতে পারবেন। ড. ইউনূস বলেছেন, হয় ডিসেম্বর না হলে জুনের মধ্যে নির্বাচন হবে। এই কথা যেন ঠিক থাকে। আপনি (ড. ইউনূস) সব হিসাব নিকাশ করে বলেছেন। জনদুর্ভোগ বাড়ানোর কোনো পদক্ষেপ আর গ্রহণ করবেন না। গণতন্ত্র মঞ্চের এই শীর্ষ নেতা বলেন, সরকার ১৫টা কমিশন গঠন করেছে। এখন পর্যন্ত কোনো কমিশন রিপোর্ট দেয়নি। কথা ছিল ডিসেম্বর মাসে দিবে। কিন্তু, তারা বলেছে জানুয়ারিতে দিবে। জানুয়ারিরও অর্ধেক চলে যাচ্ছে। কিন্তু, এখনো পর্যন্ত কোনো রিপোর্ট দেয়নি। মানববন্ধনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। মানববন্ধনে অনেক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দ্রুত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের

মৈত্রীর প্রকল্প সমন্বয়ক নাসরিন আক্তার তার বক্তব্যে বলেন, প্রতিদিন তামাক সেবনের কারণে বাংলাদেশে ৪৪২ জন মানুষ প্রাণ হারান। এই মর্মান্তিক পরিসংখ্যান আমাদের জনস্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে এক গভীর সংকট সৃষ্টি করেছে। যদিও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) সইকারী প্রথম দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম, তবুও ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রণোদনা নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম মান অর্জনে আমরা এখনও পিছিয়ে আছি। তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় তামাক নিয়ন্ত্রণের কোনও বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ৬ সংশোধনী দ্রুত পাস এবং কার্যকর করা অতি জরুরি। এর মধ্যে পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান বিলুপ্ত করা, তামাক পণ্যের প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা, ই-সিগারেটের আমদানি-উৎপাদন-ব্যবহার ও বাজারজাত নিষিদ্ধ করা, তামাক কোম্পানির যেকোনও ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কর্মসূচি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা, বিড়ি-সিগারেটের খুচরা শলাকা, মোড়কবিহীন ও খোলা ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ করা এবং সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০-৯০ শতাংশ বাড়ানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি ইতোমধ্যেই ই-সিগারেট আমদানি নিষিদ্ধে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান তিনি। ফোরামের আহ্বায়ক ড. খালেদা ইসলাম বলেন, অল্প বয়সে ধূমপানে আসক্ত কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার 'গ্লোবাল ইয়ুথ টোব্যাকো জরিপ' অনুযায়ী, ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ধূমপানের হার বাংলাদেশ, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ায় সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশে প্রায় ১২ শতাংশ কিশোর-কিশোরী নিয়মিত ধূমপানে আসক্ত, যা দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি গুরুতর সংকেত। তামাকবিরোধী শিক্ষক ফোরামের উদ্দেশে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি সীমা জহুর বলেন, তামাক কোম্পানিগুলো নানা কৌশলে যুবসমাজকে তাদের ক্ষতিকর পণ্যে আকৃষ্ট করছে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোকে তারা একটি বড় কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তামাক কোম্পানির বিজ্ঞাপন, প্যাকেজিং, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ক্যাম্পাসের আশপাশের টং দোকানে সহজলভ্যতা শিক্ষার্থীদের জন্য বড় ঝুঁকি তৈরি করছে। তিনি আরও বলেন, এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে শিক্ষক সমাজকে আরও সক্রিয় হতে হবে। নিজ নিজ অবস্থান থেকে তামাক কোম্পানির নানান কূটকৌশল বন্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ক্যাম্পাসের আশপাশে টং দোকানে তামাক বিক্রি বন্ধে নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন করেন তিনি। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন তামাকবিরোধী মায়েদের ফোরামের আহ্বায়ক শিবানী ভট্টাচার্য, সহ-আহ্বায়ক শাহনাজ পলি, অন্যান্য সদস্যসহ তামাকবিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

শুল্ক ও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি অর্থনীতির

অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি দেশের সম-সাময়িক অর্থনীতির বিভিন্ন দিক উপস্থাপনকালে এ অভিমত ব্যক্ত করেন। সংবাদ সম্মেলনে ডিসিসিআই সভাপতি তাসকীন আহমেদ অর্থনীতির ১১টি বিষয়বস্তুর ওপর বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি ২০২৫ সালে ডিসিসিআই'র কর্মপরিকল্পনার ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ সময় তিনি জানান, বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাব, বৈদেশিক মুদ্

সম্পাদকীয়

রাজধানীর সকল খাল উদ্ধারে জোর দিন

চারশ বছরের পুরোনো শহর এই ঢাকা কার্যত অভিভাবকহীন। দেখার যেন কেউ নেই। দায়িত্বশীলদের অনুপস্থিতি সকল কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করছে। বেশকিছুদিন যাবত কার্যালয়ে দেখা নেই ঢাকার দুই মেয়র, কাউন্সিলর ও অনেক কর্মকর্তাদের। ঢাকার খাল উদ্ধারে নেই কোনো কার্যক্রম। খাল উদ্ধারে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের কর্মকাণ্ড থাকলেও বেশকিছুদিন ধরে এসব কর্মসূচি যেন স্থবির হয়ে পড়েছে। দুই সিটি করপোরেশনের কোনো এলাকাতেই নেই খাল উদ্ধার কর্মসূচি। এমনকি খাল উদ্ধারের জন্য সিটি করপোরেশনের কোনো কর্মী বা কর্মকর্তাদের এখন আর দেখা যাচ্ছে না। সিটি করপোরেশন কর্তৃক খাল উদ্ধার একটি চলমান কর্মসূচি বলা হলেও সেই চলমান কর্মসূচি এখন স্থবির। খাল উদ্ধার বা খালের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার কোনোটাই এখন হচ্ছে না। দুই সিটি করপোরেশনের এই নীরবতার কারণে ভূমিদস্যু সুবিধাবাদী ও প্রভাবশালীরা এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। খালের জায়গা আবার দখলে নিতে পারে। উদ্ধারকৃত খাল আবার দখল হয়ে যেতে পারে। ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারণে পরিষ্কার করা খাল আবার ময়লার ভাগাড়ে পরিণত হতে পারে। তাই সিটি করপোরেশনের দায়িত্বরত কর্মীদের খাল উদ্ধার ও ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ চলমান রাখা জরুরি। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উঠে এসেছে, ঢাকার অধিকাংশ পুকুর দখল-দূষণে সংকটাপন্ন। বুয়েটের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের লেভেল-৪, টার্ম-২-এর শিক্ষার্থীরা আটটি গ্রুপে ভাগ হয়ে রাজধানীর আটটি পুকুরে এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। গবেষণায় পাওয়া তথ্য নিয়ে বুধবার বুয়েটের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের সভাকক্ষে 'স্থানীয় পর্যায়ে শহুরে পুকুর ব্যবস্থাপনা ও অংশীজনদের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তারা বলেন, রাজধানীর অধিকাংশ পুকুরের পাড় দখল ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না করায় সেগুলোর অবস্থা সংকটাপন্ন। মালিকানা নিয়ে সমস্যা থাকায় কিছু পুকুরের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও জটিলতা রয়েছে। অথচ এসব পুকুর মোগল ও ব্রিটিশ আমল থেকে স্থানীয় মানুষের পানির চাহিদা পূরণ করে আসছে। এমনকি বিভিন্ন অগ্নিকাণ্ডে এসব পুকুরের পানি আগুন নেভাতে ভূমিকা রেখেছে। ঢাকা মহানগরের বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে খালগুলোকে কেন্দ্র করে যে নগর পরিকল্পনার সম্ভাবনা ছিল, সেই সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়ে অব্যাহত দখল আর দূষণের মাধ্যমে খাল ও জলাশয়গুলোকে আমরা উন্নয়নের নামে ক্রমাগত ধ্বংস করেছি। ফলে একদিকে যেমন নগরীর পরিবেশ-প্রতিবেশ ধ্বংস হয়েছে, ঠিক তেমনি নগরায়ণের চাপে শহরের খালগুলো ক্রমান্বয়ে দখলের শিকার হয়েছে। রাজধানীর সব জলাশয়ে পানির ধারণক্ষমতা ও প্রবাহ বাড়াতে হবে। রাজধানীর চারপাশের নদ-নদী দখল মুক্ত করতে হবে।

> বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উঠে এসেছে, ঢাকার অধিকাংশ পুকুর দখল-দূষণে সংকটাপন্ন। বুয়েটের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের লেভেল-৪, টার্ম-২-এর শিক্ষার্থীরা আটটি গ্রুপে ভাগ হয়ে রাজধানীর আটটি পুকুরে এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। গবেষণায় পাওয়া তথ্য নিয়ে বুধবার বুয়েটের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের সভাকক্ষে 'স্থানীয় পর্যায়ে শহুরে পুকুর ব্যবস্থাপনা ও অংশীজনদের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তারা বলেন

নিপাহ ভাইরাস গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে

সরকারের 'রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট' জানিয়েছে, দেশে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত পাঁচজনের সবাই মারা গেছেন। অর্থাৎ মৃত্যুর হার শতভাগ। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন ১৩ জন এবং মারা গিয়েছিলেন ১০ জন। সে বছর মৃত্যুর হার ছিল ৭৭ শতাংশ। ফিরে তাকালে দেখা যায়, নিপাহ ভাইরাসের রোগী সর্বপ্রথম শনাক্ত হয়েছিল ১৯৯০ সালে মালয়েশিয়ায়। বাংলাদেশে এ রোগ প্রথম দেখা দেয় ২০০১ সালে। তখন থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩৪৩ জন নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এ রোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করছে। অথচ এ রোগটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ খুব একটা জানে না। এ রোগের প্রধান বাহক বাদুড়। সাধারণত খেজুরের কাঁচা রস থেকে রোগটির ভাইরাস মানুষের মধ্যে বেশি সংক্রমিত হয়। শীতকালেই সাধারণত খেজুরের রস পান করা হয়, বিভিন্ন স্থানে উৎসব করেও। ফলে শীতকালই নিপাহ ভাইরাস রোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আতঙ্কময় সময়। সমস্যা হচ্ছে, এ ভাইরাসের কোনো ওষুধ নেই, টিকাও নেই। উপসর্গ দেখেই চিকিৎসা দেওয়া হয়। তবে আশার কথা, যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, থাইল্যান্ডসহ মোট চারটি দেশে টিকা তৈরির গবেষণা হচ্ছে। আগামী ২০২৭ থেকে ২০২৯ সালের মধ্যে এ টিকা বাজারে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে টিকা আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের তো নির্বিকার বসে থাকা চলে না। রোগটির লক্ষণ সম্পর্কে সবারই ধারণা থাকা দরকার। এ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হলো এনকেফেলাইটিস। আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে। রোগীর খিঁচুনিও হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগী আবোল-তাবল বকতে পারেন, এমনকি অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারেন। এ ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিতে হবে অবশ্যই। রাজধানীর রোগীর ক্ষেত্রে আইসিডিডিআর'বি সবচেয়ে উপযুক্ত চিকিৎসালয়। এমনিতেই দেশে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব আশঙ্কাজনক। এর সঙ্গে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে গেলে স্বাস্থ্য খাতে বিপর্যয় নেমে আসবে। সুতরাং এ রোগটির ব্যাপারে আক্রান্ত ও তার পরিবার এবং চিকিৎসকদের সতর্ক অবস্থান নিতে হবে।

বেড়েছে ছিনতাই-রাহাজানি

জুলাই-আগস্ট বিপ্লব উত্তর বাংলাদেশের বড় শহরগুলোতে আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক অস্থিরতা চোখে পড়ার মতো। ৫ আগস্টের পর নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তায় পুলিশের ভূমিকা অনেকটা ছিল নিষ্প্রভ। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মনে তৈরি হচ্ছে ভীতি ও আতঙ্ক। চলতি বছরে আগস্ট-ডিসেম্বর পর্যন্ত শুধু রাজধানীতেই ছিনতাই হয়েছে শতাধিক। ঢাকায় ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন ১০ জন। চুরি-ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের বেহাল দশায় নাগরিক জীবন অনিরাপদ ও দুর্বিষহ হোক– এমনটি কোনো অবস্থাতেই কাম্য নয়।

গত এক সপ্তাহে ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন চারজন। ছিনতাইয়ের অভিযোগে উত্তেজিত মানুষের গণপিটুনিতে নিহত হন তিন। ফলে নড়েচড়ে বসে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী। গত বছর ৭ অক্টোবর ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) এক আদেশে 'ছিনতাই প্রতিরোধ টাস্কফোর্স' গঠন করা হয়। ইদানীং সংশ্লিষ্টদের শৈথিল্যের কারণে ছিনতাই-ডাকাতচক্রের প্রকোপ বেড়েছে। সম্প্রতি আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছেন, 'রাজধানীতে ছিনতাই বেড়ে গেছে। শেষ রাতে পুলিশের যখন ঝিমুনি আসে, সেই সুযোগে দুষ্ট লোকেরা ছিনতাই করে।' রাজধানীতে এ কু-কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ৭ হাজার অপরাধীর তথ্য-উপাত্ত পুলিশের কাছে রয়েছে। পুলিশ ও আদালত সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য মতে, রাজধানীর ৫০টি থানা এলাকায় ১ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর সময়কালে ৩৪ ব্যক্তি ছিনতাইয়ের শিকার হন এবং ১ জন মারা যান। ছিনতাইকারী কেউ পুলিশের হাতে ধরা পড়লে কিংবা গণধোলাইয়ের শিকার হলে তাদের মুক্ত করার জন্য এগিয়ে আসে অন্যরা। গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলে তাদের ছাড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট আইনজীবী আছেন, যারা বাকিতে তাদের মামলা পরিচালনা করেন। ছিনতাইকারীরা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আইনজীবীর বিল পরিশোধ করে। এখানে তিনটি বিষয় না বললেই নয়। এক. ছিনতাইকারীদের গ্রুপভিত্তিক ঐক্য। দুই. অপরাধীর পক্ষে বাকিতে আইনি লড়াই। তিন. আইনের ফাক-ফোঁকড় দিয়ে জামিন প্রাপ্তি।

সমাজের যে কোনো শ্রেণি-পেশার মানুষের ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে। কিন্তু ছিনতাই দুষ্টচক্রের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস সমাজের জন্য শুভকর নয়। আইনি সহায়তা পাওয়া প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার। একজন আইনজীবকে মাথায় রাখতে হবে, অপরাধীর যদি যথাযথ শাস্তি না হয়, তবে সমাজের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে।

ধনিক শ্রেণীর চলমান সংকট

শঙ্কর প্রসাদ দে

> ব্যাংক মানে গরিব, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের টাকায় বড় লোকদের পোদ্দারি। একপর্যায়ে তথাকথিত ব্যাংকমালিকরা মারামারি হাতাহাতিতে লিপ্ত হয়। এস আলমকে ৮-১০ ব্যাংক তুলে দেয়া কোন যুক্তিতে সমর্থনযোগ্য ছিল না। একপর্যায়ে মনে হচ্ছিল ব্যক্তি খাতের ওপর শেখ হাসিনা নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন। দুর্নীতির ব্যাপারে শুধু এটুকু বলা যায় সরকার দলীয় নেতা, আমলা, পুলিশ ও ঠিকাদার ব্যবসায়ীরা দুর্নীতির উল্লাসে মত্ত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছিল শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগসহ লীগের আতি-পাতি গর্জে ওঠা লীগের নামে। এত হাইব্রিড আতি-পাতি নেতা বা লীগকে নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতা আওয়ামী লীগের ছিল না। এই লুটপাট হলো ক্ষমতাসীন ধনিক শ্রেণীর পারস্পরিক ঝগড়া বা অভ্যন্তরীণ সংকট। এর বাইরে আওয়ামী ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতি ধনিকদের দ্বন্দ্ব তো ছিলই। বর্তমানে ৫২টি ব্যাংক। শত শত গার্মেন্টস, শিপ ব্রেকিং, সিমেন্ট, স্টিলসহ হরেক রকমের শিল্পকারখানার মালিক হয়েছে আওয়ামী বড়লোকরা। ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয়া হয়নি বাকিদের। ২০২৪ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামীবিরোধী বড় লোকরা অসহিষ্ণু ও অস্থির হয়ে পড়েছিল। কোটা আন্দোলনকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন অতঃপর এক দফা আন্দোলনে পরিণত করার মূল কুশীলব আওয়ামীবিরোধী ধনিক শ্রেণী। ছাত্রদের পেছনে শক্তি জুগিয়েছে দুর্নীতি বিরোধিতা, ব্যাংকিং নৈরাজ্যবিরোধী ও আওয়ামী স্বেচ্ছাচারিতা বিরোধী ধনিক শ্রেণী। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের সমাজ, সরকার ও অর্থব্যবস্থা অচলাবস্থার মুখোমুখি হয়। বিদ্যমান শোষণভিত্তিক শাসন টিকিয়ে রাখতে হলে অন্তবর্তী শাসন নামক ব্যবস্থা জারি করে ধনিক শ্রেণী সংকট আপাত; উত্তরণে সক্ষম হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারকেও কাছে ভবিষ্যতে বিদায় করে দেয়া হবে। গদি দখল করবে হয় বিএনপির বুর্জোয়া বা আওয়ামী বুর্জোয়ারা। কোটা আন্দোলন ও ৫ আগস্ট-পরবর্তী পর্বে নিহত আহত ছাত্র-জনতা শিশু ও পুলিশের রক্তদান দীর্ঘমেয়াদে বৃথাই গেছে। এসবের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হলো বড় দলগুলোই বলতে শুরু করেছে সংস্কার হোক বা না হোক সবার আগে চাই নির্বাচন এবং সিংহাসন। কেইনসের ফর্মুলা অনুযায়ী সরকারি অধিগ্রহণ বা অর্থায়ন ছাড়া দেউলিয়া ১০ ব্যাংককে বাঁচানো যাবে না। অর্থ উপদেষ্টার মতে, বাজার কাজ করছে না ও বিশৃঙ্খল বলে মূল্যস্ফীতি চরমে

জুলাই ছাত্র বিক্ষোভ ও ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিস্ফোরণ একটি বাস্তবতা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। ছাত্রদের অনুরোধে ড. ইউনূস রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়েছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের কোন বিধান বর্তমান সংবিধানে নেই। এরপরও সরকারটির মেয়াদ তিন মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সরকার সামনে যতদিনই থাকুক, এটি একধরনের বৈধতা পেয়ে যাবে খন্দকার মোশতাক সরকারের মতোই। খালেদ মোশাররফ ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থান করে খন্দকার মোশতাককে সেফ এক্সিট দিলে সরকারটি বৈধতা পেয়ে যায় এবং খন্দকার মোশতাকের কলম দিয়েই খালেদ মোশাররফ সেনাপ্রধান হয়েছিলেন। অতীত প্রেক্ষাপট হলো নব্য স্বাধীন এ রাষ্ট্রে তখন পুঁজিবাদী বিকাশ সবে শুরু। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির ইলিমেন্টারি কনসেপ্ট হলো লুটপাট ছাড়া বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট ছাড়া তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে পুঁজিপতির সৃষ্টি সম্ভব নয়। পকিস্তান আমলের সমস্ত কলকারখানা, ব্যাংক, বিমা জাতীয়করণ হওয়ায় এবং সেগুলোতে লুটপাটের মাধ্যমে বছর-তিনেকের মধ্যে লুটপাটের ফলে উঠতি লুটেরাদের হাতে কিছু অর্থ এসে যায়। এখন এদের দরকার মিল কারখানার মালিক হওয়া। গ্রামীণ জনপদে ঠিকাদার, বড় ব্যবসায়ী, গাড়ির মালিক, চা-বাগানসহ বহু কিছুর মালিক হওয়া। এ প্রশ্নে প্রথম বাধা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাকশাল বাস্তবায়িত হলে এদেশের বর্তমান ধনিক শ্রেণীর বর্তমান রূপ অবশ্যই বেশ কিছু সময়ের জন্য থমকে যেত। উঠতি ধনিক শ্রেণী রাজি ছিল বলেই মোশতাক বৈধতা পেয়েছিল। খালেদ মোশারফ ও জিয়াউর রহমান ছিলেন উছিলামাত্র। কার হাতে ক্ষমতা থাকবে এ নিয়ে ছিল দুই জেনারেল ও তাহেরের মধ্যে রশি টানাটানি। বর্তমানেও ধনিক শ্রেণী বছর-পাঁচেক আগে নিপতিত হওয়া সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক বিমা কলকারখানা চা-বাগানসহ প্রায় সব রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান আত্মসাৎ সম্পন্ন করে একটি ছোট আকারের ধনিক শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এটার চূড়ান্ত ব্যবস্থা সম্পাদিত হয় জেনারেল এরশাদের হাত ধরে। এরপরের ইতিহাস এদেশে ধনিক শ্রেণীর সুবর্ণ সময়ের ইতিহাস। নব্বইয়ের দশক থেকে কৃষি, মৎস্য, সিমেন্ট, সিরামিক, টিম্বার, চা ও পোশাক শিল্পে শুরু হয় বিপ্লব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমতে থাকে ব্যাংকে। এর সঙ্গে যোগ হয় প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স। ছোটমানের এসব ধনীরা নতুন ফন্দিতে নেমে পড়ল। শিল্পকারখানা, গার্মেন্টস, হ্যাচারি, শিপ ব্রেকিংসহ নতুন নতুন শিল্প প্রজেক্ট নিয়ে হাজির হলো ব্যাংকে, বেশির ভাগ জাল দলিল অথবা ওভার ভ্যালুড করে ঋণের নামে নিয়ে গেল হাজার হাজার কোটি টাকা। ব্যতিক্রমী সৎ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং আছেন এবং এদের কারণে এখনো ব্যাংক, আমদানি, রপ্তানি ও গার্মেন্টসসহ শিল্পকারখানা টিকে আছে। খেলাপিঋণগুলো ব্যাংক কর্মকর্তা ও অসাধু ঋণগ্রহীতাদের এক চমৎকার অসাধু ঋণ প্রক্রিয়ার অবধারিত ফসল। এবার এরা নতুন চেহারায়, নতুন রূপে আবির্ভূত হলো। এর শুরু মূলত ২০০১ সালের ৪ দলীয় জোট সরকার ও ২০০৯ সাল থেকে আওয়ামী লীগ জমানায়। দলে দলে যোগ দিল বিএনপি ও আওয়ামী লীগে। জীবনভর রাজনীতি করে উঠে আসা নেতাকর্মীদের সাইডলাইনে বসিয়ে রেখে সংসদে ঢুকে গেল এসব ঋণখেলাপিরা। দলীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ-পদবি দখল করল এসব ঋণখেলাপিরা। আওয়ামী লীগ আমলে দেখা গেল হাতেগোনা কয়েকজনের খেলাপির ঋণ দাঁড়াল লক্ষ-কোটি টাকা। এবার এরা দখল করা শুরু করল ব্যাংক। অভিযোগ হলো এস আলমের কাছ থেকে ঋণ উদ্ধারের পরিবর্তে তুলে দেয়া হয়েছে ৮টি ব্যাংক। ব্যাংকগুলোর উদ্যোক্তাদের সরিয়ে পরিচালনা পর্ষদে বসানো হয়েছে নতুন নতুন মুখ। একপর্যায়ে দেখা গেল ব্যাংকমালিকদের মধ্যে কামড়াকামড়ি সব বেসরকারি ব্যাংকেই ছড়িয়ে পড়ল। অর্থনীতির ভাষায় এর নাম পুঁজিবাদী বা ধনবাদী সংকট। ৫ আগস্ট ছাত্রদের গণবিস্ফোরণের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন না ঘটলেও অন্য কোন কারণে অন্য কোন তারিখে পতন ছিল অবধারিত। কারণ ব্যাংক মালিক, শিল্পমালিক, আমদানি-রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ীরা পরস্পর বাজার, ব্যাংক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে পরস্পরের মাঝে ঝগড়া, বিত-া বা দলাদলিতে এমন সংকটের সৃষ্টি করল যে আওয়ামী লীগ সরকার এগোতে পারছিল না। দুর্নীতি সর্বগ্রাসী চেহারা নিয়ে প্রকাশ্যে এল। প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, তার পিয়ন ৪০০ কোটি টাকার মালিক। হেলিকপ্টার ছাড়া সে চলেই না। ইহার নাম বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার সংকট। এ ধরনের সংকটজনক অবস্থায় সামনে আসে কার্ল মার্ক্সের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রসঙ্গ, অথবা কেইনসীয় ফর্মুলায় ধনতান্ত্রিক সংকট উত্তরণ। লেনিন বলেছিলেন রুশ ধনিক শ্রেণী নিজেদের মধ্যে যে সংকট সৃষ্টি করেছে তার সুযোগ নিয়ে বিপ্লবের এটাই উপযুক্ত সময়। সেনাবাহিনীকে সামনে নিয়ে লেনিন ৭ নভেম্বর ১৯১৭ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্যের সঙ্গে সংঘটিত করে ইতিহাস বদলে দিলেন। বাংলাদেশে জুলাই '২৪ এর বিক্ষোভ যদি লেনিনের মতো কোন নেতার আহ্বানো হতো এবং যদি সমাজ পরিবর্তনের ডাক দেয়া হতো তবে তা বিপ্লবী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। গোটা পৃথিবীতে ওরকম কোন মার্ক্সবাদী বিপ্লবী পার্টি ও বিপ্লবী নেতার অস্তিত্ব আজ আর নেই।

আরব বসন্তে উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে শাসক পরিবর্তন হয়েছে। রাষ্ট্র বা সরকার বা শোষণ কাঠামোর কোনটাই পরিবর্তন হয়নি। তিউনিসিয়ার বু-আজিজির আত্মত্যাগ ষোলআনাই বৃথা গেছে। ছেলেদের রক্ত নব্বইয়ের মতো বৃথা যাওয়ার লক্ষণ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশে ত্রিমাত্রিক সংকট সবসীমা অতিক্রম করেছে। দুর্নীতি, ব্যাংকিং নৈরাজ্য ও স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা বিপজ্জনক মাত্রা অতিক্রম করে রাষ্ট্রকে অচলাবস্থায় নিক্ষেপ করেছিল। ব্যাংক মানে গরিব, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের টাকায় বড় লোকদের পোদ্দারি। একপর্যায়ে তথাকথিত ব্যাংকমালিকরা মারামারি হাতাহাতিতে লিপ্ত হয়। এস আলমকে ৮-১০ ব্যাংক তুলে দেয়া কোন যুক্তিতে সমর্থনযোগ্য ছিল না। একপর্যায়ে মনে হচ্ছিল ব্যক্তি খাতের ওপর শেখ হাসি-না নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন। দুর্নীতির ব্যাপারে শুধু এটুকু বলা যায় সরকার দলীয় নেতা, আমলা, পুলিশ ও ঠিকাদার ব্যবসায়ীরা দুর্নীতির উল্লাসে মত্ত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছিল শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগসহ লীগের আতি-পাতি গর্জে ওঠা লীগের নামে। এত হাইব্রিড আতি-পাতি নেতা বা লীগকে নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতা আওয়ামী লীগের ছিল না। এই লুটপাট হলো ক্ষমতাসীন ধনিক শ্রেণীর পারস্পরিক ঝগড়া বা অভ্যন্তরীণ সংকট। এর বাইরে আওয়ামী ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতি ধনিকদের দ্বন্দ্ব তো ছিলই। বর্তমানে ৫২টি ব্যাংক। শত শত গার্মেন্টস, শিপ ব্রেকিং, সিমেন্ট, স্টিলসহ হরেক রকমের শিল্পকারখানার মালিক হয়েছে আওয়ামী বড়লোকরা। ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয়া হয়নি বাকিদের। ২০২৪ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামীবিরোধী বড় লোকরা অসহিষ্ণু ও অস্থির হয়ে পড়েছিল। কোটা আন্দোলনকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন অতঃপর এক দফা আন্দোলনে পরিণত করার মূল কুশীলব আওয়ামীবিরোধী ধনিক শ্রেণী। ছাত্রদের পেছনে শক্তি জুগিয়েছে দুর্নীতি বিরোধিতা, ব্যাংকিং নৈরাজ্যবিরোধী ও আওয়ামী স্বেচ্ছাচারিতা বিরোধী ধনিক শ্রেণী। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের সমাজ, সরকার ও অর্থব্যবস্থা অচলাবস্থার মুখোমুখি হয়। বিদ্যমান শোষণভিত্তিক শাসন টিকিয়ে রাখতে হলে অন্তবর্তী শাসন নামক ব্যবস্থা জারি করে ধনিক শ্রেণী সংকট আপাত; উত্তরণে সক্ষম হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারকেও কাছে ভবিষ্যতে বিদায় করে দেয়া হবে। গদি দখল করবে হয় বিএনপির বুর্জোয়া বা আওয়ামী বুর্জোয়ারা। কোটা আন্দোলন ও ৫ আগস্ট-পরবর্তী পর্বে নিহত আহত ছাত্র-জনতা শিশু ও পুলিশের রক্তদান দীর্ঘমেয়াদে বৃথাই গেছে। এসবের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হলো বড় দলগুলোই বলতে শুরু করেছে সংস্কার হোক বা না হোক সবার আগে চাই নির্বাচন এবং সিংহাসন। কেইনসের ফর্মুলা অনুযায়ী সরকারি অধিগ্রহণ বা অর্থায়ন ছাড়া দেউলিয়া ১০ ব্যাংককে বাঁচানো যাবে না। অর্থ উপদেষ্টার মতে, বাজার কাজ করছে না ও বিশৃঙ্খল বলে মূল্যস্ফীতি চরমে। সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়া বেসরকারি শিল্প খাত ও বাজার ব্যবস্থা ভারসাম্যে আনা অসম্ভব। দেখা যাক অর্থনীতির বিশ্বনন্দিত অধ্যাপক প্রফেসর ইউনূস বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার এই সংকট কীভাবে সামাল দেন।

সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন

আইচ মজুমদার

> জীবনের লক্ষ্য ঠিক করতে গিয়ে সমাজের অনেক ভালো কাজের কথাও কাগজে লিখছি কিন্তু করছি না। প্রত্যেকটি বড় হওয়ার পেছনে শুধু টাকার বড় হওয়াটাই দেখছি কিন্তু পরিবার ও সমাজের ভাবনাটা একেবারেই আসছে না আমাদের মাঝে। প্রত্যেকটি সন্তানই যখন নিজেকে কেবল চেনে তখন তার কাছ থেকে পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের ভাবনাটা অনেক দূলে চলে যায়। এইযে ভাবনা যার ভিন্নতা আনতে পারে কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং তাকে সমৃদ্ধ করতে পারে ধর্মীয় চিন্তা। কিন্তু সত্য এটা যে দুই জায়গাতেই পচন ধরেছে। এর জন্য এককভাবে কোন সমস্যাকেই দায়ী করা যায় না। আমরা কেবল আধুনিকতার দোহাই দিচ্ছি। পৃথিবীর পরিবর্তনের রীতিনীতির কথাই শোনাচ্ছি। কিন্তু আসলেই কি সব রীতিনীতি এভাবে ছন্নছাড়া হচ্ছে এটা ভেবে দেখা দরকার। আমরা পরিবর্তনের বেলায় অন্যের বিষয়টার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছি বেশি বেশি কিন্তু নিজেরটা চোখে পড়ছে না। কারণ যে কোন মূল্যেই আমাকে প্রথম হতে হবে। এখানে নীতি থাকুক আর নাই থাকুক। বিভিন্ন ভাবে ধর্মীয় প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হলেও মূল বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না এটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। মানা না মানা অন্য বিষয়। মতের পার্থক্য থাকতেই পারে। মতের বিরোধ থাকলে ভালো মত পাওয়া যায়। প্রত্যেকটা মত নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে কিন্তু এ দ্বন্দ্বের অবসান হতে হবে সঠিক পথে। সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পারিবারিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আসাটাই স্বাভাবিক কিন্তু সেটা যদি হয় সামাজিক ও পারিবারিকভাবে ভালো থাকার জন্য বাধা তাহলে এ বিবর্তনের ফলতো ভালো হওয়ার কথা নয়। একটি পরিবর্তন অন্য আরেকটি খারাপ পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। প্রত্যেকটি পরিবর্তনের সময় অবশ্যই আমরা এমন পরিবর্তন আশা করি যা থেকে সমাজ ব্যবস্থায় ব্যতিক্রম পরিবেশের সৃষ্টি না হয়। সুন্দর সমাজব্যবস্থা নির্মাণ করতে না পারলে আধুনিকতার যে ছোঁয়ার কথা আমরা বলছি তার ফল লাভ করা যাবে না

অস্থিরতা আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে প্রতিনিয়ত গ্রাস করছে। সবকিছুর মূলেই যে রাজনীতি, তা কিন্তু নয়। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে প্রায় সময়ই সামনের পথে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে মানুষ। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা প্রতিনিয়তই হাঁটছি অন্ধকারের পথে। আবার মনে হয় হতাশ হলে তো চলবে না। শিক্ষা আমাদের জীবনের শক্ত খুঁটি হলেও শিক্ষাব্যবস্থা এবং এর বাস্তবায়নে পচন ধরেছে ইতোমধ্যে। আমরা শিক্ষার বাহ্যিক দিকে সংস্কার করার জন্য উদ্যোগী হলেও এর ভেতরের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাটা উপলব্ধি করতে পারছি না। অন্যদিকে ধর্মের মূল বিষয়গুলো আমরা অন্তরে লালন করতে ব্যর্থ হচ্ছি। ধর্মের লেবাসটা ধারণ করার জন্য চেষ্টা করছি কিন্তু ধর্মের রস আস্বাদন করতে পারছি না। সবকিছুই যেন বাহ্যিক দিক দিয়েই বিবেচনা করছি। প্রকৃত সত্যকে আড়াল করার চেষ্টায় প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিপথের আশ্রয় নিচ্ছি। ব্যক্তিজীবনে বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত হলেও বাড়ছে না সামাজিক বন্ধন। বেড়েই চলেছে সামাজিক অস্থিরতা। আজ এক বিষয় আবার কাল অন্য বিষয়। পাল্লা দিয়ে অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে সমাজের সব স্তরে। এ থেকে মুক্তির পথ তৈরির কোন সুস্পষ্ট লক্ষণও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। একটা সময় মানুষের মাঝে স

জার্মানিতে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসে ধীরগতি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ২০২৪ সালে জার্মানির গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস পেয়েছে। যদিও তা আগেকার বছরগুলোর তুলনায় এই কমার গতি ধীর ছিল। শিল্প ও গৃহস্থালিতে সবুজ বিনিয়োগের ঘাটতির কারণে এই ধীরগতি দেখা গেছে। জার্মানির সরকার এবং পরিবেশবিদরা এই ধীরগতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং আগামী বছরগুলোতে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশিত একটি গবেষণায় এসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এএফপির এক প্রতিবেদন আজ তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতি ২০২৩ সালে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনে ১০ শতাংশ হ্রাস দেখেছিল। সেখানে ২০২৪ সালের এই হ্রাসের হার ছিল মাত্র তিন শতাংশ। ফলে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের এই গতিকে 'উল্লেখযোগ্য ধীরগতি' বলে জানিয়েছে আগোরা এনার্জিওয়েন্ড নামের জ্বালানিবিষয়ক গবেষণা সংস্থা। গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, শিল্প খাতে সবুজ প্রযুক্তি গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ না থাকায় পরিবেশ সুরক্ষায় কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। ২০৪০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর পরিকল্পনা ইইউয়ের। ইউরোপীয় কমিশন গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে এক বিবৃতিতে সুপারিশ করে, ২০৪০ সালের মধ্যে ইইউয়ের নেট গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ১৯৯০ সালের তুলনায় ৯০ শতাংশ কমাতে হবে, যা ২০৫০ সালের মধ্যে ইইউকে কার্বন-নিরপেক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে। একইসময়ে ইউরোপীয় কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন জানায়, ২০৫০ সালের মধ্যে ইইউর কার্বন-নিরপেক্ষতা অর্জনের সম্ভাব্য উপায়গুলো পর্যালোচনা করা হয়। এ মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে, ইউরোপীয় কমিশন একটি '২০৪০ জলবায়ু লক্ষ্য' প্রস্তাব করে।

ব্রিকসের পূর্ণ সদস্য হলো ইন্দোনেশিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ব্রিকসের মোট সদস্য দেশের সংখ্যা দাঁড়ালো দশ। ভারত, রাশিয়া, চীন এবং ব্রাজিল এই মঞ্চের অন্যতম শক্তিশালী দেশ। উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল ব্রিকস কূটনৈতিক মঞ্চ। দশম সদস্য দেশ হিসেবে সেই মঞ্চে এবার জায়গা করে নিল বিশ্বের চতুর্থ জনসংখ্যার দেশ ইন্দোনেশিয়া। গত সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে তারা ব্রিকসের মঞ্চে যোগ দিয়েছে। ২০২৫ সালের ব্রিকস প্রেসিডেন্সির দায়িত্ব পেয়েছে ব্রাজিল। গত সোমবার তারাই এই ঘোষণা করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ব্রাজিলের সরকার ইন্দোনেশিয়াকে ব্রিকসে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার দেশ এবং সব চেয়ে অর্থনীতিকে স্বাগত জানানো হচ্ছে এই মঞ্চে। ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতিতে ইন্দোনেশিয়াও বাকি দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করবে।' ২০২৩ সালের অগাস্টে ব্রিকসের সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়াকে সম্পূর্ণভাবে ব্রিকসে শামিল করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া জানায়, স্থায়ী সরকার তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তারা এই মঞ্চে যোগ দেবে না। অবশেষে নির্বাচনের মাধ্যমে স্থায়ী সরকার তৈরি হয়েছে সেখানে। তারপরেই ব্রিকসে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিল তারা। ২০০৯ সালে ব্রিকস-এর মঞ্চ তৈরি হয়। মঞ্চের প্রধান দেশগুলো হলো ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং সাউথ আফ্রিকা। ২০২৪ সালে এই মঞ্চে ঢোকানো হয় ইরান, ইথিওপিয়া, মিসর এবং আরব আমিরাতকে। উন্নত বিশ্বের জি-৭ মঞ্চের আদলেই তৈরি করা হয়েছিল গ্লোবাল সাউথের এই মঞ্চ। ইন্দোনেশিয়া ঢোকার আগে পর্যন্ত ব্রিকস মঞ্চ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৪৬ শতাংশ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতো। এবার এই সংখ্যা বাড়ল। গোটা বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৩৫ শতাংশ আসে ব্রিকস দেশগুলো থেকে।

আবারও কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ বানাতে চাইলেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সমালোচনার মুখে কানাডার প্রধানমন্ত্রীত্ব ও ক্ষমতাসীন দলের প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন জাস্টিন ট্রুডো। আর এর কয়েক ঘণ্টা পরেই কানাডাকে আবারও যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য বানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট (নির্বাচিত) ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে ট্রাম্পের এমন মন্তব্যের বিপরীতে কানাডার পক্ষ থেকে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সময় সোমবার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া একটি পোস্টে নিজের ইচ্ছা পুনর্ব্যক্ত করেন ট্রাম্প। পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, কানাডার অনেক বাসিন্দাই আমাদের ৫১তম রাজ্য হতে পছন্দ করে। দেশটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিশাল ভর্তুকির চাপ যুক্তরাষ্ট্র মেনে নেবে না। আর জাস্টিন ট্রুডো এটা জানতেন বলেই পদত্যাগ করেছেন। তিনি আরও বলেন, যদি কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে সেখানে কোনো শুল্ক থাকবে না, কর অনেকটাই কমে যাবে। সেই সঙ্গে তারা রুশ ও চীনা জাহাজের হুমকি থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকবে। কানাডা-যুক্তরাষ্ট্র এক, কী অসাধারণ দেশ হবে এটি! গত নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর কানাডাকে দেশটির ৫১তম অঙ্গরাজ্য হওয়ার পরামর্শ দিয়ে দেশটির প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে তার গভর্নর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই সঙ্গে কানাডার দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে অবৈধ মাদক ও অভিবাসীদের প্রবেশ বন্ধ করতে না পারলে অটোয়াকে আমদানির ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দেন ট্রাম্প। গত ১৮ ডিসেম্বর নিজের সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, কেউ উত্তর দিতে পারে না যে, কেন আমরা কানাডাকে বছরে ১০ কোটি ডলারেরও বেশি ভর্তুকি দিই। অনেক কানাডিয়ান চান কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য হয়ে যাক। এটি কর ও সামরিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে অনেক খরচ বাঁচাবে। আমি মনে করি এটি একটি দারুণ ধারণা। এদিকে, বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডও কিনে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ট্রাম্প। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি এ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার পর কড়া জবাব দেন গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মিউটে এগেডে। সূত্র: দ্য হিল

ইরানে এক বছরে অন্তত ৯০০ মানুষের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গত বছর ইরানে ৯০০-এর বেশি মানুষের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। এর মধ্যে শুধু ডিসেম্বর মাসের এক সপ্তাহেই প্রায় ৪০ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। এ ছাড়া নারীদের মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক প্রধান ভলকার তুর্ক গতকাল মঙ্গলবার এসব তথ্য জানান। ২০২৪ সালে অন্তত ৯০১ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে জানিয়ে তুর্ক বলেন, 'ইরানে প্রতিবছর মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়াটা গভীর উদ্বেগজনক। ইরানের এই ক্রমবর্ধমান মৃত্যুদণ্ডের স্রোত বন্ধ করার এখনই সময়।' ইরানে হত্যাকাণ্ড, মাদক চোরাচালান, ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের মতো বড় অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ অন্যান্য সংগঠন বলছে, চীনের পর ইরানই প্রতিবছর সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে।

পাকিস্তানে ৮০০ আফগান আটক, উদ্বিগ্ন কাবুল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানে অবস্থিত আফগানিস্তানের দূতাবাস জানিয়েছে, রাজধানী ইসলামাবাদে প্রায় ৮০০ আফগান নাগরিককে আটক করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে কিছু ব্যক্তি জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থায় (ইউএনএইচসিআর) নিবন্ধিত। দূতাবাস স্থানীয় সময় সোমবার রাতে দেওয়া এক বিবৃতিতে সতর্ক করে বলেছে, পাকিস্তানে আফগানদের জন্য অনিশ্চিত ভিসাপ্রক্রিয়া 'স্বেচ্ছাচারী গ্রেপ্তার ও নির্বাসনের' উদ্বেগজনক ঘটনা তৈরি করেছে। রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ নথিবিহীন আফগানদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। এর ফলে ২০২৩ সালের শেষ দিক থেকে সাত লাখ ৮০ হাজারেরও বেশি আফগানকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে পাকিস্তানে কয়েক দশক ধরে বসবাস করছিলেন। দূতাবাস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে বলেছে, 'আফগানিস্তান দূতাবাস ইসলামাবাদে সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় ৮০০ আফগান নাগরিককে আটকের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এর ফলে নারী, শিশুসহ পরিবারের বেদনাদায়ক বিচ্ছেদ ঘটেছে, যাদের অনেকেই এখনো পাকিস্তানে আটকে আছে।' বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, আটককৃতদের মধ্যে এমন ১৩৭ জন আছেন, যাদের ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন প্রক্রিয়াধীন বা যারা ইউএনএইচসিআরে অস্থায়ীভাবে নিবন্ধিত। আফগান দূতাবাস বলেছে, 'আফগান নাগরিকদের লক্ষ্য করে অনাকাঙ্ক্ষিত গ্রেপ্তার, বাড়ি তল্লাশি ও অর্থ আদায়ের ঘটনার খবরে আমাদের উদ্বিগ্ন করেছে।' এদিকে এ বিষয়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ২০২১ সালের আগস্টে তালেবান কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর থেকে ছয় লাখেরও বেশি আফগান পাকিস্তানে পালিয়ে গেছে। এর মধ্যে হাজার হাজার মানুষ পশ্চিমা দেশগুলোর আশ্বাসে স্থানান্তরের আশায় গেছে। অনেক আফগান ইসলামাবাদের গেস্ট হাউসগুলোতে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছে, আর সম্প্রতি পুলিশের হয়রানির মাত্রা বেড়েছে বলে জানিয়েছে। পাকিস্তান

সরকার বলেছে, সীমান্ত অঞ্চলে চরমপন্থার উত্থান রোধে তাদের এই অভিযান। তবে আফগানরা বলছে, ইসলামাবাদ ও কাবুলের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদের কারণে তাদের লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে। আফগানদের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী উমের ইজাজ গিলানি বলেন, 'পাকিস্তানে অভিবাসনের অপেক্ষায় থাকা আফগানরা চরম দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে।' বিগত কয়েক দশকে বিভিন্ন সংঘাত থেকে বাঁচতে লাখ লাখ আফগান পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছে এবং তারা পাকিস্তানের সমাজের গভীরে মিশে গেছে।

ভারী বৃষ্টিতে মক্কা-মদিনায় বন্যা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সৌদি আরবের মক্কা-মদিনা অঞ্চল ও জেদ্দা শহরে ভারী বৃষ্টিপাতে বন্যা দেখা দিয়েছে। গত সোমবার এ অঞ্চলগুলোতে বজ্রসহ ভারী বৃষ্টিপাত হয়। সৌদির রাষ্ট্রীয় বার্তাসংস্থা সৌদি প্রেস এজেন্সির (এসপিএ) প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। জানা গেছে, মক্কার দক্ষিণ-পূর্বে আল-আওয়ালি এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাতের পর বন্যা দেখা দিয়েছে। ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, রাস্তাঘাটে গাড়িগুলো পানির নিচে তলিয়ে গেছে ও লোকজন বন্যার পানির মধ্য দিয়ে হাঁটছেন। দেশটির ন্যাশনাল মেটিওরোলজিক্যাল সেন্টার (এনএমসি) পুরো সপ্তাহে হালকা থেকে মাঝারি ভারী বৃষ্টি, বজ্রপাত ও ধূলিঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছে। সৌদি আরবের পরিবেশ, জল ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বদর প্রদেশের আল-শাফিয়াহতে সর্বোচ্চ ৪৯ দশমিক মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে। এরপর সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে জেদ্দার আল-বাসাতিনে। সেখানে ৩৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। মদিনায় মসজিদে নববীতে ৩৬ দশমিক ১ মিলিমিটার ও কুবা মসজিদে ২৮ দশমিক ৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এদিকে, আকস্মিক বন্যার কারণে জেদ্দা, মদিনায় রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। স্থানীয় আবহাওয়া অফিস জানায়, মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, ধূলিঝড়ের পূর্বাভাসসহ এ ধরনের

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া আগামীকাল ৮ জানুয়ারি বুধবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। গালফ নিউজ, আরব নিউজসহ বিভিন্ন সৌদি সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হচ্ছে, মদিনায় তীব্র বৃষ্টিপাত ও আকস্মিক বন্যার কারণে রাস্তাগুলো ছোট নদীতে পরিণত হয়েছে।

মদিনা ছাড়াও, রিয়াদ, মক্কা, আল-বাহা ও তাবুক সহ অন্যান্য অঞ্চলগুলিও তীব্র আবহাওয়ার প্রভাবের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। উত্তর সীমান্ত, আল-জউফ, হাইল, কাসিম ও পূর্ব অঞ্চল জুড়ে একই রকম পরিস্থিতির পূর্বাভাস দিয়েছে এনএমসি। মক্কার ক্রাইসিস অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সেন্টার জনসাধারণকে, বিশেষ করে গাড়িচালক ও সমুদ্র সৈকতগামীদের সতর্কতা অবলম্বন করতে এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলি এড়াতে অনুরোধ করেছে।

বিনোদন

'তাহসান-রোজাকে নিয়ে শোরগোল চাপা পড়েছে ডালিমের ইন্টারভিউয়ে'

বিনোদন ডেস্ক : জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান খান গত শনিবার সন্ধ্যায় দ্বিতীয়বারের মতো বিয়ের পিঁড়িতে বসেন। তিনি মেকওভার আর্টিস্ট রোজা আহমেদকে বিয়ে করেন।তাদেরকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শোরগোল পড়ে যায়। এদিকে তাহসান-রোজার বিয়ে নিয়ে ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়েছেন উপস্থাপক ও অভিনেতা শাহরিয়ার নাজিম জয়ও। তিনি বলেছেন, তাহসানের বউ নিয়ে যে শোরগোল, ডালিমের ইন্টারভিউ দিয়ে মোটামুটি চাপা পড়েছে। ফেসবুক স্ট্যাটাসে জয় লিখেছেন, তাহসানের নতুন বউয়ের কার সঙ্গে আগে সম্পর্ক ছিল এটা এখন সামনে তুলে আনা বিকৃত রুচির পরিচয়। আর তাহসানের বউ অত্যন্ত সুন্দরী বলে আমাদের সকলের আফসোসের কোনো কারণ নাই। কারণ আল্লাহপাক ওপর থেকে সব ফায়সালা করেন। জয় আরও লিখেন, কার বউ সুন্দরী হবে কার জীবন সুন্দর হবে সেটা আমাদের সিদ্ধান্ত নয় বরং সৃষ্টিকর্তার সিদ্ধান্ত। আমরা খুব ছোট ছোট বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ ভেবে অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দেই। ফাইনালি নিজেদের জীবনটাই গুরুত্বহীন হয়ে যায়। তিনি আরও লিখেন, 'তবে আল্লাহ বাঁচাইছে! তাহসান এবং তাহসানের বউ নিয়ে যে শোরগোল, সেটা মেজর ডালিমের ইন্টারভিউ দিয়ে মোটামুটি চাঁপা পড়েছে।' এই উপস্থাপক লিখেন, সোশ্যাল মিডিয়া এমনই একটি খেলনা যেটি আপনিও খেলতে পারেন। একটি বিষয়কে দিয়ে আরেকটি বিষয়কে ধামাচাপা দিতে পারেন। এই খেলনার উপর পুরো জাতি নির্ভরশীল।

বিয়ের পিঁড়ি বসছেন হল্যান্ড-জেনডেয়া জুটি

বিনোদন ডেস্ক : বিশ্বব্যাপী ভক্তদের কাছে স্পাইডারম্যান হিসেবে টম হল্যান্ডের জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। এবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছেন এই অভিনেতা! পাত্রী মার্কিন অভিনেত্রী এবং নৃত্যশিল্পী জেনডেয়া মারি স্টোর্মার কোলম্যান, চলচ্চিত্র দুনিয়ায় যিনি জেনডেয়া নামেই খ্যাত। ইতোমধ্যেই নাকি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বন্ধুদের উপস্থিতিতে টম এবং জেনডেয়ার বাগদান পর্ব সেরেছেন। টম ও জেনডেয়া অন্য সবার মতোই ক্রিসমাসের সময় যুক্তরাষ্ট্রে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। তখনই ক্রিসমাস থেকে নিউ ইয়ার ইভের মধ্যে একদিন জেনডেয়াকে মনের কথা জানান টম, বাগদান পর্ব সম্পূর্ণ হয় বলেও খবর।

হানিমুনে গেলেন তাহসান-রোজা জুটি

বিনোদন ডেস্ক : নতুন বছরের শুরুতেই বিয়ে করেছেন সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান খান। গত শনিবার সন্ধ্যায় মেকওভার আর্টিস্ট রোজা আহমেদের গলায় মালা দিয়েছেন তিনি। পারিবারিক আয়োজনেই সম্পন্ন হয়েছে তাহসান-রোজার বিয়ে। অল্প কিছুদিনের পরিচয় থেকেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন এই জুটি। এদিকে বিয়ের পরপরই হানিমুনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়েছেন নবদম্পতি। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা ৫৫ মিনিটে দেশের একটি এয়ারলাইনসের উড়োজাহাজে মালদ্বীপে গেছেন তাহসান-রোজা। আপাতত দ্বীপরাজ্যেই কাটবে তাঁদের মধুচন্দ্রিমার বিশেষ মুহূর্তগুলো। সেখান থেকে খুব শিগগিরই দেশে ফিরে আসবেন দু'জন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে উড়াল দিতে পারেন রোজা। কারণ সেখানে রয়েছে তার রোজাস ব্রাইডাল মেকওভার প্রতিষ্ঠান। এদিকে একদিন আগেই গত সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি রেস্তোরাঁয় নিজের নতুন গান প্রকাশের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাহসান। এদিন হলুদ পাঞ্জাবিতে সজ্জিত তাহসান নিজের বিয়ে নিয়েও কথা বলেছেন। যদিও রোজার সঙ্গে পরিচয়, বিয়ের পরের অনুভূতি নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলেননি এই অভিনেতা। শুধু জানিয়েছেন, 'এই বিষয়গুলো ব্যক্তিগত রাখাই ভালো।' উল্লেখ্য, তাহসানের স্ত্রী রোজা আহমেদ নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে কসমেটোলজির ওপর পড়াশোনা করেছেন। পড়াশোনা শেষ করে কসমেটোলজি লাইসেন্স গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে নিউইয়র্কের কুইন্সে রোজাস ব্রাইডাল মেকওভার প্রতিষ্ঠাতা করেন। পাশাপাশি তিনি একজন উদ্যোক্তাও।

এবার মেয়ে কাজ না পাওয়ায় গোবিন্দকে দুষলেন সুনীতা

বিনোদন ডেস্ক : কখনও বলিউড সম্পর্কে কটাক্ষ, কখনও বা গোবিন্দের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করে শিরোনামে সুনীতা আহুজা। এবার মেয়ে টিনার বলি-ক্যারিয়ার নিয়ে তার মন্তব্য শুনে নড়েচড়ে বসেছে নেটপাড়া। কারণ মেয়ের ক্যারিয়ারের ভবিষ্যতের কথা বলার পাশাপাশি গোবিন্দকেও খোঁচা দিতে ছাড়েননি তার

স্ত্রী। ঠিক কী বলেছেন সুনীতা? গোবিন্দ-পত্নী জোর গলায় জানান, বলিউডকে মোটেই বিদায় জানাচ্ছে না তাদের মেয়ে। আরও জানান, নিজের প্রথম ছবি সেকেন্ড হ্যান্ড হাজব্যান্ডে কাজ করার পর প্রশংসিত হয়েছিল টিনার অভিনয়। তারপরেও ভাল কাজের প্রস্তাব আসছে না তার কাছে। এর পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে দেখছেন স্বামী গোবিন্দের দায়। সুনীতার মতে, বলিপাড়ার অন্দরে অনেকের ধারণা টিনা কোনও ছবিতে কাজ করলেই সেই সেটে হাজির হবেন গোবিন্দ এবং ছবির সব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে শুরু করবেন। এই ভয়েই টিনার কাছে কাজের প্রস্তাব আসছে না। এরপরে পরিচালকদের কাছে অভিনেতার স্ত্রী অনুরোধ করে বলেন, আপনারা টিনাকে ভালো কাজের একটা সুযোগ দিন। সম্প্রতি, নারীদের ঋতুস্রাব নিয়ে মন্তব্য করে নেটিজেনদের কটাক্ষের শিকার হয়েছিলেন গোবিন্দর মেয়ে টিনা আহুজা। তার দাবি, ঋতুস্রাবকালীন যন্ত্রণা নাকি শুধুমাত্র মুম্বাই, দিল্লির মতো বড় বড় শহরের মেয়েদের হয়ে থাকে। টিনার কথায়, 'আমি জীবনের বেশিরভাগ সময়টা কাটিয়েছি চণ্ডীগড়ে এবং ঋতুকালীন যন্ত্রণার কথা শুনেছি শুধুমাত্র মুম্বাই ও দিল্লির মেয়েদের কাছে।' টিনা জানান মেয়েদের এই যন্ত্রণা আসলে এক ধরনের মানসিক সমস্যা। একজনের থেকে অন্যজনের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। টিনার কথায়, 'অনেক সময়ই দেখা যায় কোনও একজন নিজের যন্ত্রণার কথা বলতে থাকলে অন্যজনও ওই বেদনা অনুভব করতে শুরু করেন। এটা মানসিক। পাঞ্জাব বা অন্য ছোট শহরের মহিলারা অনুভবই করতে পারেন না, কবে তাদের ঋতুস্রাব শুরু হলো, কবে বন্ধ হয়ে গেল।

মুক্তি পেলো 'এমার্জেন্সি'র নতুন ট্রেলার

বিনোদন ডেস্ক : সিনেমা নিষিদ্ধ করার ডাক, তথ্য বিকৃতির অভিযোগ, হত্যার হুমকিসহ বিভিন্ন বিতর্কের জাল পেরিয়ে অবশেষে 'এমার্জেন্সি'প্রেক্ষাগৃহে আসছে আগামী ১৭ জানুয়ারি। এর আগেই নতুন ট্রেলার প্রকাশ্যে এনে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন কঙ্গনা রানাউত। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে 'সবচেয়ে বিতর্কিত নেত্রী' বলে সম্বোধন করেছেন তিনি। 'এমার্জেন্সি'র নতুন ট্রেলারে সত্তর দশকের উত্তাল সময়ের দৃশ্য দেখা গেছে। নেতা-মন্ত্রীদের কূটচালে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কতটা প্রভাবিত হয়েছিল, 'এমার্জেন্সি'র নতুন ট্রেলারে এমন বক্তব্যও স্পষ্ট ধরা দিয়েছে। জয়প্রকাশ নারায়ণের ভূমিকায় অনুপম খের, যুব অটল বিহারি বাজপেয়ীর চরিত্রে শ্রেয়স তলপড়ে, ফিল্ড মার্শাল স্যাম মানেকশর চরিত্রে মিলিন্দ সোমানকে দেখা গেল সেই দৃশ্যে। কঙ্গনার 'এমার্জেন্সি'তে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন মহিমা চৌধুরী ও সতীশ কৌশিক। ট্রেলার প্রকাশ্যে এনে কঙ্গনার মন্তব্য করে বলেন, 'বহু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার পর এমার্জেন্সি অবশেষে ১৭ জানুয়ারি সিনেমা হলে আসছে। আমি খুব খুশি। এই গল্প শুধুমাত্র এক বিতর্কিত নেত্রীর নয়, এই সিনেমা বর্তমান প্রেক্ষাপটেও ভীষণ প্রাসঙ্গিক। ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবসের মাত্র একসপ্তাহ আগে সিনেমাটি মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। সপরিবারে কিংবা কাছের মানুষকে নিয়ে দেশপ্রেম উদযাপন করার একেবারে যোগ্য সময়।' সত্তরের দশকের প্রেক্ষাপটে তৈরি কঙ্গনার 'এমার্জেন্সি'। সিনেমাতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেত্রী। প্রথমে ২০২৩ সালের অক্টোবর বা নভেম্বরে সিনেমাটির মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। তা পিছিয়ে রিলিজ ডেট হিসেবে চলতি বছরের ১৪ জুন তারিখটি নিশ্চিত করা হয়েছিল। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের কারণে আবার সিনেমার মুক্তির তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়। ৬ সেপ্টেম্বর নতুন মুক্তির তারিখ হিসেবে ধার্য করা হয়। কিন্তু সেইসময়েও সেন্সর বোর্ডের চোখ বাধার কারণে মুক্তির 'এমার্জেন্সি'মুক্তি পায়নি। কঙ্গনা সে সময় দাবি করেছিলেন সেন্সর সার্টিফিকেট না পাওয়ার জন্য সিনেমাটি মুক্তি দেওয়া যায়নি। 'এমার্জেন্সি' সিনেমা নিয়ে প্রবল আপত্তি ছিল 'শিরোমনি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি'র। সিনেমাটিকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানানো হয়েছিল।

জন্মদিনে নতুন গান নিয়ে আসছেন আঁখি আলমগীর

বিনোদন ডেস্ক : দেশের সঙ্গীতাঙ্গনের এক আলোচিত নাম আঁখি আলমগীর। স্টেজ শো'তে এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী তিনি। গায়িকার জন্মদিন। ১৯৭৪ সালের এই দিনে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। বেড়ে উঠেছেন সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে। তার পিতা বাংলাদেশের নন্দিত অভিনেতা আলমগীর এবং মাতা গীতিকার খোশনূর আলমগীর। এবারের জন্মদিন উপলক্ষে নতুন গান নিয়ে হাজির হতে যাচ্ছেন আঁখি আলমগীর। শিরোনাম 'জানের জান'। গানটি লিখেছেন রঙ্গন মিউজিকের কর্ণধার জামাল হোসেন। সুর সঙ্গীত করেছেন পুণম মিত্র। গানটির মিউজিক ভিডিও নির্মাণ করেছেন সৈকত রেজা। গানটির মিউজিক ভিডিওতে ড্যান্স কোরিওগ্রাফার হিসেবে ছিলেন বেলাল ও হিরা। এতে মডেল হয়েছেন এই প্রজন্মের দর্শকপ্রিয় অভিনেত্রী অলংকার চৌধুরী ও শিশির সরদার। জানা গেছে, আঁখি আলমগীরের জন্মদিন ও নতুন গান প্রকাশ উপলক্ষে আজ বুধবার রাজধানীর গুলশানের একটি অভিজাত রেস্তোরাঁয় প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানেই 'রঙ্গন মিউজিক' ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে গানটি। উল্লেখ, আঁখি আলমগীরই বাংলাদেশের একমাত্র সঙ্গীতশিল্পী যিনি অভিনয়ে এবং গানে

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ছোট বেলায় আমজাদ হোসেন পরিচালিত 'ভাত দে' সিনেমাতে অভিনয়ের জন্য শিশুশিল্পী হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন। আর বড় হয়ে গায়িকা হিসেবে এম এ আলমগীর পরিচালিত 'একটি সিনেমার গল্প'তে প্লেব্যাক করার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন। দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় প্রথম ১৯৯৪ সালে 'বিদ্রোহী বধূ' সিনেমায় প্লেব্যাক করেন আঁখি আলমগীর। এরপর বিভিন্ন সিনেমার গানের পাশাপাশি একক অ্যালবাম করার বিষয়ে মনোযোগী হন। তার প্রথম এক

শীতের সকালে কাজের অপেক্ষায় দিনমজুর। শাপলা চত্বর , রংপুর।

মেঘনা নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘেরা 'মিনি কক্সবাজার'

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরের শীতে মৌসমে প্রাকৃতিক পর্যটন এলাকার অনন্য এক নাম মেঘনার বুকে জেগে উঠা বালুর চর 'মিনি কক্সবাজার'। চিক চিক বালি ও নদীর ঢেউয়ে পা ভিজিয়ে হাঁটা কিংবা একটু খুনসুটি করতে প্রতিনিয়ত সেখানে জড়ো হচ্ছে অসংখ্য নারী পুরুষ ও শিশুরা। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত জেলা ছাড়াও দূর দূরান্তের মানুষও এখানে সময় কাটাতে ছুটে আসছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকালে মিনি কক্সবাজারে গেলে মানুষের এই মিলনমেলার চিত্র দেখা যায় । চাঁদপুর বড় স্টেশন মোলহেড এলাকার ট্রলার চালকরা জানান, চাঁদপুর শহর রক্ষা বাঁধের বড়ষ্টেশন ঠোঁট্টা মেঘনা ডাকাতিয়া ও পদ্মা এই তিন নদীর মিলনস্থান হিসেবে পরিচিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘেরা এই স্থানটির বিপরীতে মেঘনার পশ্চিমপাড়ে অবস্থিত এই মিনি কক্সবাজার। শহরের মোলহেড হতে নির্ধারিত সময়ের জন্য ৪শ' টাকা হতে শুরু করে ১ হাজার টাকা দিয়ে ট্রলার ভাড়া নিয়ে যেকেউ ঘুরতে যেতে পারেন মিনি কক্সবাজারে। যেখানে সবুজ শ্যামল চোখ জুড়ানো প্রকৃতির আবরণকে সাজিয়ে তুলেছে এখানকার ট্রলার চালকরাই। শৃঙ্খলা রক্ষায়ও তারা নিজেরাই যাত্রী বা পর্যটকদের আনা নেয়ার জন্য গড়ে তুলেছেন ৮২টি স্টিলবডি ট্রলার নিয়ে সমিতি। এই সমিতিরই সভাপতি আব্দুর রহিম মোল্লা ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমজাদ স্বপন বলেন,এই চরগুলো শীতের সময় জেগে উঠে। তাই পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে আমরা সমিতির উদ্যোগেই ওখানে বসার ব্যবস্থা, টয়লেট, ছাউনি, নামাজের স্থানসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নেই। যেকোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে পর্যটন এলাকার সুনাম ধরে রাখতে আমরা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে থাকি। মিনি কক্সবাজারে ঘুরতে আসা হান্নান সবুজ ও জয় নাগসহ অন্যরা বলেন, সকাল থেকেই কেউ শিশুসহ পরিবার পরিজন নিয়ে, আবার কেউ প্রিয়জনের সাথে ঘুরে বেড়াতে ছুটে যাচ্ছেন মিনিকক্সবাজারে। কেউবা আবার সংগঠনের পিকনিক স্পট হিসেবেও মিনি কক্সবাজারকে বেছে নিয়ে দলবেঁধে ছুটছেন এই স্থানটিতে। সেলফি বাজি, খেলাধূলা, দৌড়ঝাপ, গোসল সহ বিনোদনের সব আয়োজনেরই যেনো সুযোগ রয়েছে এই পর্যটনঘেরা মিনিকক্সবাজারটিতে। এটি জেলার সুন্দর্যবর্ধণের অংশ হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে নারী উদ্যোক্তা সংগঠন&বিজয়ীর প্রতিষ্ঠাতা তানিয়া আশিক খান বলেন, মিনি কক্সবাজারে প্রাকৃতিক সুন্দর্য উপভোগের পাশাপাশি সংশ্লিষ্টরা শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষায় আরও মনোযোগী হতে হবে। এরমধ্যে নারীদের পোশাক পরিবর্তনের আলাদা একাধিক কক্ষ, টয়লেট, ব্রেষ্ট ফ্রিডিং কক্ষ করা জরুরী। তাহলে এখানে ঘুরতে আসা নারীরা আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। এদিকে ট্রলারচালকসহ মেঘনার তীর ঘেঁষে গড়ে উঠা চরে পর্যটকদের নিরাপত্তাজনিত সেবায় যৌথভাবে কাজ করার তৎপরতার কথা জানিয়েছে চাঁদপুর সদর মডেল থানার ওসি মোঃ বাহার মিয়া এবং নৌ থানার ওসি এ. কে. এম. এস. ইকবাল। তারা বলেন, ট্রলারগুলো যাতে দিনের আলোতে সর্বোচ্চ বিকাল ৫টার মধ্যে নিরাপদে এপাড়ে পর্যটক পাড়াপাড়ে অভ্যস্ত হয় সেজন্য দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সারঞ্জামাদি পরিধান ছাড়া ট্রলারে পর্যটক আনা নেওয়া না করতে বলা হয়েছে। এছাড়াও জরুরী প্রয়োজনে দ্রুত আমাদেরকে খবর দিতেও তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। এ বিষয়ে মিনি কক্সবাজারে নিরাপদ ভ্রমণের স্বার্থে ইজারাদার নিয়োগ ও পন্টুন ব্যবস্থাসহ নানা পদক্ষেপের কথা জানালেন বিআইডব্লিউটিএ এর চাঁদপুরের উপ-পরিচালক মো. বছির আলী খান। তিনি বলেন, মানুষজন মেঘনার তীরে জেগে উঠা চরগুলো প্রতিনিয়ত সময় কাটাতে যাচ্ছে। তাই তাদের বিনোদন সেবাকে গুরুত্ব দিয়ে সেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তাজনিত সকল বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদার নিয়োগ দিয়েছি। একটি পন্টুনও স্থাপন করেছি। আশা করছি সবাই সুন্দরভাবে মিনিকক্সবাজারে আসা যাওয়া করতে পারবে। যদিও পদ্মা নদী পারি দিয়ে মেঘনার তীরে গড়ে উঠা মিনি কক্সবাজার নামক চরটি ছাড়াও রাজরাজেশ্বর চর, বাঁশগাড়ি চর, ফেরীঘাট চর ও মাষ্টর ঘাট চরেও ভ্রমণ পিপাসু মানুষরা সময়কাটাতে প্রতিনিয়তই ঘুরতে যাচ্ছে।

ডুমুরিয়ায় মৎস্য ব্যবসায়ীর ৩ মাসের কারাদন্ড

ডুমুরিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : খুলনার ডুমুরিয়ার ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ করার অপরাধে এক মৎস্য বাবসায়ীকে ৩ মাসের কারাদন্ডাদেশ দেয়া হয়েছে। উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আসাদুর রহমানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। আদালত সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার মাগুরা ঘোনা এলাকার মৎস্য ব্যবসায়ী রবীন বৈদ্যো (৫৫) দীর্ঘ দিন ধরে নিজ বাস ভবনে বসে চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ করে বাজারজাত করে আসছিল। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান পরিচালনা করে তাকে অপদ্রব্য পুষকৃত ৩০ কেজি গলদা চিংড়িসহ তাকে আটক করা হয়। পরে আদালত তাকে ৩ মাসের কারাদন্ডাদেশ এবং পুষকৃত মাছগুলো উপজেলা চত্বরে এনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়। আদালত পরিচালনায় সহযোগীতা করেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সোহেল মোহাম্মদ রিগান, উপজেলা সহকারি মৎস্য কর্মকর্তা কে,এম মহসিন আলম,উপজেলা ভূমি অফিসের নাজির কিরণ বালা,অফিস সহকারি মোঃ শামি-মুর রহমানসহ থানা পুলিশের সদস্যবৃন্দ।

টঙ্গীতে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের টঙ্গীতে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় দোয়া, মিলাদ মাহফিল ও শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে মহানগর যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল। উত্তর আউচপাড়া খাঁ-পাড়া বিদ্যানিকেতন প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গাজীপুর মহানগর ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান মিরন, মহানগর যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক শেখ মোহাম্মদ সুমন, টঙ্গী পশ্চিম থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আবু বকর সিদ্দিক, সদস্য সচিব রাতুল আহমেদ ভূঁইয়া। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন রাশেদুল ইসলাম রাকিব, ফয়জুল ইসলাম পলাশ, পারভেজ মারুফ, আলম খান, আব্দুল হান্নান, ইকবাল হোসেন, আনিসুর রহমান, আব্দুর রশিদ সোহেল,তামজিদ, মেহেদি হাসান আরিফ, সাফিউল ইসলাম শান্ত, সাব্বির আহমেদ শুভ, মুহিন উদ্দিন, ফরহাদ হোসেন, জহিরুল ইসলাম প্রমুখ। পরে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় বিশেষ দোয়া মোনাজাত শেষে এলাকার শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

ঘেরের মাছ ধরার জাল সকালের রোদে বসে মেরামত করছেন মৎস্যজীবীরা। আজগড়া, তেরোখাদা, খুলনা।

হাতে নাতে ছাগল চোর আটক

ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে হাতে নাতে ছাগল চোরকে আটক করে গনধোলাই দিয়েছে উত্তেজিত জনতা। ঘটনাটি ঘটেছে গত সোমবার রাত আনুমানিক ৮টার দিকে ঘোড়াঘাট পৌর সদর এলাকার পাঁচপীর এলাকায়। জানা যায়, ওই দিন রাতে ত্রীমোহনী এলাকার মৃত রফিকুলের ছেলে রুবেল পাঁচপীর এলাকার সাহানুরের একটি ৯/১০ হাজার টাকা মুল্যের ছাগল চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় এলাকার জনসাধারন হাতেনাতে ছাগলসহ চোরকে ধরে গনধোলাই দেওয়া শুরু করে। এক পর্যায়ে চোরের বড় ভাই তাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে তাকেও গনধোলাই খেতে হয়। পরে ছাগলের মালিক ছাগলটি নিজ হেফাজতে নেয়। উল্লোখ্য যে, ঘোড়াঘাট পৌর এলাকায় নেশাখোরদের অত্যাচারে প্রায় প্রতি মাসে একাধিক ছাগল সহ বাড়ীঘরের জিনিশপত্র চুরি হয়। আর ওই সমস্ত চোরেরা থাকে ধরা ছোয়ার বাইরে।

গজারিয়া মাদ্রাসায় পাঁচশত শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সিগঞ্জ গজারিয়া ৩ আসনের গণমানুষের নেতা মুন্সিগঞ্জ জেলা বিএনপ্পির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো: মহিউদ্দিন আহমেদ, এর গজারিয়া উপজেলায় আটটি ইউনিয়নে মাদ্রাসায় ছাত্রদের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ উপলক্ষে গজারিয়া উপজেলা বিএনপি প্রস্তুতি সভা করেছেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ-সভাপতি। গতকাল মঙ্গলবার সকাল দশটায় বালুয়াকান্দি মায়ামি রেস্টুরেন্টে প্রস্তুতি সভা ও কয়েকটি মাদ্রাসায় কম্বল বিতরণ। গজারিয়া উপজেলা বিএনপ্পির আব্বায়ক সৈয়দ সিদ্দিউল্লা ফরিদ, প্রফেসর এ,কে,এম,গিয়াস উদ্দিন, সাবেক বিএনপ্পির গজারিয়া উপজেলা সভাপতি আহসান উল্লাহ, গজারিয়া থানা বিএনপ যুগ্ন আহবায়ক মকবুল আহমেদ রতন,গজারিয়া উপজেলা বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক মাহবুল হক খান গজারিয়া উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক রনি মাস্টার গজারিয়া উপজেলা বিএনপি যুগ্ন আহবায়ক শফি শিকদার, ইউনিয়ন বিএনপ্পির সভাপতি লোকমান হোসেন সিকদার, বিএনপি ভবেরচর ইউনিয়ন সাবেক যুবদলের সভাপতি মহাসিন মেম্বার মুন্সিগঞ্জ জেলা যুবদলের সাবেক সদস্য ফারুক আহমেদ, বিএনপ্পির গুয়াগাছিয়া ইউনিয়ন যুগ্ম সম্পাদক প্রমূখ। প্রায় পাঁচ শতাধিক কম্বল ও শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ভবেরচর ইউনিয়নে একটি মাদ্রাসায় বাউশিয়া ইউনিয়নে দুটি মাদ্রাসার ইমামপুর ইউনিয়নে হোগলাকান্দি মাদ্রাসায় ও করিম খাঁ গ্রামে কম্বল ও শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে এবং তিনি বলেছেন আগামীকাল মুন্সিগঞ্জ জেলা বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম আব্বায়ক গজারিয়া উপজেল আটটি ইউনিয়নে কয়েকটি স্পটে কম্বল ও শীতবস্ত্র বিতরণ করবেন।

ধামইরহাটে শীত বস্ত্র বিতরণ

ধামইরহাট, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর ধামইরহাটে রাতের আঁধারে শীতার্ত অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করলেন ইউএনও মোস্তাফিজুর রহমান। প্রধান উপদেষ্টার শীত উপহার শীত বস্ত্র নিয়ে ১৯৯২ সালে নির্মিত বৈদ্যবাটি সিআই শীট ব্যারাকের গুচ্ছগ্রামের অসহায় মানুষের মাঝে উপস্থিত হন। গুচ্ছগ্রামে নিয়মিত বসবাসকারী ৯০ জনের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন ইউএনও মোস্তাফিজুর রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মনসুর আলী, জনস্বাস্থ্য দপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী মিলন কুমার। গুচ্ছগ্রামে বসবাসকারীদের পরিবারের সুখ দুঃখের খোঁজখবর নেন এবং তাদের সন্তানদের পড়ালেখার খোঁজখবর নেন।

জামালপুরে দুস্থদের মাঝে বিজিবির কম্বল বিতরণ

মেলান্দহ, জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরে অসহায়, দরিদ্র ও দুস্থ শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-বিজিবি। শহরের ৩৫ বিজিবির মাঠ প্রাঙ্গণে এই কম্বল বিতরণ কর্মসুচির আয়োজন করা হয়। জামালপুর ব্যাটালিয়ন ৩৫ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসানুর রহমান পিএসসি কম্বল বিতরণ কর্মসুচির উদ্বোধন করেন। এ সময় ৩৫ বিজিবির সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ শামসুল হক, জামালপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলে এলাহী মাকামসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। বিজিবি সূত্র জানিয়েছে, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ জামালপুর ব্যাটালিয়ন ৩৫ বিজিবি দেশের সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি মানবিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

পলাশবাড়ীতে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা প্রতিনিধি : গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে অসহায়-গরীব ও দুঃস্থ শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলার কিশোরগাড়ী ইউনিয়নের আসমতপুর যুব সমাজের আয়োজনে এলাকার অসহায়-গরীব ও দুঃস্থ শীতার্ত মানুষের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. কামরুল হাসান। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. আব্দুস সালাম, ইউপি সদস্য ছামিউল ইসলাম, পলাশবাড়ী প্রেস ক্লাব সাধারণ সম্পাদক পাপুল সরকার, কিশোরগাড়ী ইউনিয়নের সাবেক কাজী মোজাম্মেল হক ও সুমন মিয়া ছাড়াও আসমতপুর যুব সমাজের অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও বিএনপির কার্যালয়ে গরীব দুঃখী শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

কাহারোল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও বিএনপির কার্যালয়ে গরীব দুঃখী শীতার্তদের মাঝে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টায় কম্বল বিতরণ করা হয়। কেন্দ্রীয় কৃষক দলের ১নং সদস্য জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও বীরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি দিনাজপুর-১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু। এই সময় সঙ্গে ছিলেন, দিনাজপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কাহারোল উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ গোলাম মোস্তফা বাদশা। উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক মোঃ মতিউর রহমান, সদস্য, শহীদুল ইসলাম, বীরগঞ্জ উপজেলার বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মোঃ শাহাজাহান সিরাজ স্বপন, সদস্য, রেজাউল করিম মাষ্টার প্রমূখ।

শেরপুরে সরিষার বাম্পার ফলন

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরে সরিষা চাষে বাম্পার ফলন হয়েছে। আবহাওয়া আর পরিবেশ অনুকূলে থাকায় যেদিকে তাকানো যায়, সেদিকেই শুধু সর্ষের হলুদ ফুলের সমারোহ। এসব ফুল চারিপাশে ছড়াচ্ছে মৌ মৌ সুগন্ধ,ফলে কৃষকের মুখে ফুটেছে হাসির ঝিলিক। জানা গেছে, ভোজ্য তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর জেলার ঝিনাইগাতী, শ্রীবরদী, নকলা, নালিতাবাড়ী ও শেরপুর সদরের বেশিরভাগ জমিতে এখন সরিষার চাষ হচ্ছে। প্রতিবছর অল্প কিছু সংখ্যক জমিতে চাষ হলে ও এবছন নতুনভাবে বেশ কিছু এলাকায় সরিষার আবাদ হয়েছে। প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ না হওয়ায় দ্রুত বেড়ে উঠেছে সরিষার গাছগুলো, আর কয়দিন পরেই শুরু হবে জমি থেকে সরিষা তোলার কাজ। শেরপুর সদরের ৬নং পাকুড়িয়া ইউনিয়নের বাদাপাড়া গ্রামের সরিষা চাষি খলিলুর রহমান খতন বলেন, গত কয়েক বছর ধরে অল্প অল্প করে সরিষা চাষ শুরু করি। এবছর বাজারে সরিষার ভালো দাম থাকায় প্রায় ২ একর জমিতে সরিষা চাষ করেছি। ক্ষেতের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে গেলো বছরের তুলনায় এবছর লাভ হবে দ্বিগুন। একই এলাকার শাজাহান মিয়া বলেন, ২ একর জমিতে সরিষা চাষ করেছি। এবার ভালো ফলন হয়েছে। গতবছর প্রতি মণ সরিষা ৩ হাজার ৫শ টাকায় বিক্রি করেছি। এবছর বাজারে সরিষার ভালো চাহিদা রয়েছে। আশা করছি, এবছর ৪ হাজার থেকে ৪ হাজার ৫শ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করা যাবে। শ্রীবরদী উপজেলার তাঁতিহাটি এলাকার সরিষা চাষি ক্যসাউ মারমা বলেন, প্রতিবছর সরিষার চাষ করি।এতে জমির যেমন উর্বরতা বাড়ে, তেমনি উৎপাদিত সরিষা দিয়ে পরিবারের তেলের চাহিদা পূরণ করে আসছি। এবছর সরিষা থেকে মধু সংগ্রহ করার জন্য ৪-৫টা বক্সও বসিয়েছি। এদিকে জেলা কৃষি বিভাগ বলছে, সারা দেশের তুলনায় শেরপুর জেলা সমতল ভূমির পরিমাণ বেশি। এর কারণে এখানে একই জমিতে বারবার চাষাবাদ করতে হয়। এতে জমির উর্বরতা কমে যায়।

ভাড়াউড়া স্কুলে শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরন

শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : শ্রীমঙ্গলের ভাড়াউড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরন করা হয়েছে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্কুলের দরিদ্র ও মেধাবী ১৫৬ জন শিশু শিক্ষার্থীর মাঝে এসব শীতবস্ত্র বিতরন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কিশলয় চক্রবর্তী, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. রফিকুল ইসলাম, উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইনস্ট্রাক্টর ফয়সল হোসেন, উদয়ন বালিকা বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক মো. রহমত আলী, ভাড়াউড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কল্যান দেব, সাংবাদিক মিজানুর রহমান আলম ও স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক আতাউর রহমান কাজল প্রমুখ।

অপার সম্ভাবনাময় শেরপুরের কৃষি পর্যটন

শেরপুর প্রতিনিধি : কৃষি প্রধান বাংলাদেশের শেরপুরেও রয়েছে কৃষি পর্যটনের অপার সম্ভবনা। আপনার সেই উৎসব-উদযাপনে ভিন্নতার ছোঁয়া এনে দিতে পারে কৃষি পর্যটন। শহরের পরিবেশে বেড়ে ওঠা স্কুলের ছেলে-মেয়েরা ভাত খায় ঠিকই কিন্তু কীভাবে ধান হয় তা হয়তো তারা কখনো দেখেনি। কীভাবে কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ঝড়-বৃষ্টি রোদ উপেক্ষা করে ফসল ফলাচ্ছেন তা শুধু টিভিতে দেখলেও বাস্তবে উপলব্ধি করেনি কখনো। তাই ঈদের ছুটি বা অন্য কোন ছুটি হতে পারে তাদের দেশের বৈচিত্রময় কৃষি ও কৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত করার একটি সুবর্ণ সুযোগ। শীত মওসুমে কার না মন কাড়ে গ্রামীণ জনপথের পাশে হলদে সরিষা ক্ষেত। দিনাজপুরের লিচু ভালো, রাজশাহীর আম, সিলেটের চা ভালো, পার্বত্য চট্টগ্রামের জাম। নরসিংদীর কলা ভালো, বগুড়ার দই। আর শেরপুরের ব্র্যান্ডিং হয়েছে তুলশীমালার সুগন্ধে, পর্যটনের আনন্দে। একেক অঞ্চল একেকটি ঐতিহ্যবাহী ফসল নিয়ে কৃষি পর্যটন হতে পারে। শহরের তরুণরাও এসব স্পটে দল বেঁধে ভ্রমণ করতে পারে। এতে তারা কৃষির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে পাশাপাশি, প্রকৃতির সঙ্গে সময় কাটিয়ে নির্মল আনন্দ পাবে। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে যেদিকে চোখ যায় শুধু সবুজ আর মনকাড়া চিত্র-বৈচিত্রে ভরা। যে মৌসুমই আসুক না কেন সবুজ আর সজীবতার যেন শেষ নেই। আর এর মধ্যেও আছে নানা বৈচিত্রের সমাহার। কেউ কি আমরা খুঁজে দেখেছি সেসব বৈচিত্রময় বিচিত্রতাকে। কতজন কবি'র ভাষায় চোখ মেলে দেখেছি ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে, কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে। কিংবা শীতকালীন সবজি ক্ষেতে সকালের শিশির বিন্দু। হয়তো দেখেছি আসা-যাওয়ার পথে। কিন্তু দেখিনি দেখার মতো করে। মনের মাধুরী মিশিয়ে কল্পনা করিনি কোনো কিছুর সঙ্গে। যদি বলি, শেষ কবে খালি পায়ে শিশির ভেজা ঘাসে হেঁটেছেন? মনে আছে কি কারো? আপনার নাগরিক জীবনে সেই সুযোগই বা কই? বছরে দুইটি ঈদে নাড়ির টানে বাড়ি ফিরে মানুষ। ঈদ ছাড়াও বছরের বিভিন্ন মওসুমে রয়েছে নানা ছুটি এবং উৎসব। শেরপুর জেলায় এক সময় প্রায় ২০ টি খাল, অর্ধশত বিল ও ৭ টি নদী ছিল। এসব জলাশয়ে নৌকা করে ঘুরে বেড়ানো, পাখি দেখা, মাছ ধরার, জেলেদের সঙ্গে মাছ ধরার সুযোগ, নৌকা বাইচ দেখা এবং নৌকা চালানো বেশ আকর্ষনীয়। ধানের জেলা হিসেবে ইতিমধ্যে দেশের অন্যতম জেলা হিসেবে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে শেরপুর জেলা। বছরে তিনটি ধানের আবাদের মওসুমে দুগন্ত জুড়ে সোনালী ফসলের সমারোহে যে কোন মানুষের মনে দোলা দিয়ে যায়। শীত মওসুমে জেলার সদর উপজেলার চরাঞ্চলের কিছু এলাকা এবং নকলা উপজেলার চন্দ্রকোনা এবং উরফা ইউনিয়নে সরিষার ব্যপক ফলন হয়। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সরিষার ফুল এলে দিগন্ত জুড়ে মম গন্ধ ছড়িয়ে যায়। এসময় দু'চোখ যে দিকে যায় শুধু হলুদ আর হলুদের সমারোহ। এ যেনো হলুদ গালিচায় প্রকৃতি সাঁজে নতুন সাঁজে। সরিষা মওসুমে সরিষা ক্ষেতের পাশেই মৌমাছি পালনকারীদের মধু সংগ্রহ করে এবং মধু খাওয়া, পর্যটকদের কাছে স্বল্পমূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা রাখা পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে। এছাড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে ব্যাক্তি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে রয়েছে আম, জাম, লিচু, কলা, পেঁপেসহ বিভিন্ন মিশ্র ফল বাগান, ফলজ, ওষুধি, বনজ গাছের মনোরম নার্সারি, বিভিন্ন গাছ-গাছালির অর্কিড বাগান উল্লেখযোগ্য। শহরের প্রাণ কেন্দ্রের নয়আনী বাজার ডিসি অফিসের চারপাশে লেক বিষ্টিত ছায়াসুনিবির পরিবেশে ডিসি চত্বর। কৃষি পর্যটন এলাকায় রকমারি ফুল ফোটা সবজি ক্ষেত পরিদর্শন, টাটকা সবজি সংগ্রহ ও চাষ কৌশল দেখা, সুন্দর সুন্দর ফুল, ফল ঝুলে থাকার অন্যরকম দৃশ্য সকলের মন জুড়ায়। জেলায় রয়েছে কৃষি নির্ভর ও কৃষি ভিত্তিক অটোমেটিক রাইস মিল, হিমাগার, মুড়ি ও চিড়া তৈরী কারখানাসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য তৈরী ফ্যাক্টরি ও ইন্ডাস্ট্রি। এসব ফ্যাক্টরিতে চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন করা, চরাঞ্চলের কৃষি ও চরের সংগ্রামী মানুষের কৃষি কর্মকান্ড পরিদর্শন করা এবং তাদের সঙ্গে কাজে অংশগ্রহণ করা আনন্দের নতুন মাত্রা যোগ করবে। এগ্রো ফিসারিজে কৃষি খামার পরিদর্শন, পাহাড়ি ও অধিবাসীদের সাথে পরিচিত হওয়া, কৃষকের কর্মকান্ড পরিদর্শন, কৃষকের মুখ থেকে শোনা ফসল উৎপাদ ও জীবীকা নির্বাহের বর্ণনা ইত্যাদি কৃষি পর্যটনের আকর্ষণ করতে পারে।

শীত মৌসুমে নানা আয়োজনে ফুলের চাহিদা বেড়ে যায়। তাই ব্যস্ত সময় পার করছেন ফুল বিক্রেতারা। নিউ ইঞ্জিনিয়ারপাড়া , রংপুর।

লালমোহনে আমন ধানের বাম্পার ফলন

লালমোহন, ভোলা প্রতিনিধি : ভোলার লালমোহন উপজেলায় এ বছর আমন ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। মৌসুমের শুরুতে অতিবৃষ্টির কারণে এই উপজেলার কৃষকরা কিছুটা বিপাকে পড়লেও যথাসময়ে তা কাটিয়ে উঠে আশানূরূপ ফলন পেয়েছেন তারা। বাজারেও উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য পেয়ে খুশি কৃষকরা। লালমোহন উপজেলা কৃষি অফিসের তথ্যমতে, এ বছর লালমোহন উপজেলায় ২৩ হাজার ৪৫০ হেক্টর জমিতে আমন ধানের আবাদ হয়েছে। যেখান থেকে এ মৌসুমে হেক্টর প্রতি গড়ে সাড়ে ৩ টন ধান উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। সব মিলিয়ে এ বছর এই উপজেলায় অন্তত ৮২ হাজার ৭৫ টন ধান উৎপাদন হবে বলে ধারণা করছে কৃষি অফিস। বর্তমান বাজারে প্রতিমণ ধান ১ হাজার ৫০ টাকা দরে বিক্রি করতে পারছেন কৃষকরা। সে হিসেবে চলতি আমন মৌসুমে লালমোহন উপজেলায় সর্বমোট ২১৫ কোটি ৪৪ লাখ ৬৮ হাজার ৭৫০ টাকার ধান উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। চলতি জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এই উপজেলার সব ধান কর্তন সম্পন্ন হবে বলে মনে করছে উপজেলা কৃষি অফিস। উপজেলার ফরাজগঞ্জ ইউনিয়নের আসুলি এলাকার আমন ধান চাষি মো. ফিরোজ জানান, বেশ কয়েক বছর ধরেই আমরা বিভিন্ন জাতের ধানের চাষ করছি। এ বছর ৪৮০ শতাংশ জমিতে আমন ধান চাষ করেছি। তবে মৌসুমের শুরুতে অতিবৃষ্টির কারণে ধানের চারা রোপণ করতে হয়েছে কয়েকবার। তবুও এবার জমিতে খুব ভালো ধান হয়েছে। বাজারে বর্তমানে ধানের দামও ভালো। তাই এবার ধান চাষ করে কাঙ্খিত ফলন পেয়েছি। ওই এলাকার মো. সবুজ নামে আরেক আমন ধান চাষি বলেন, এ বছর ৩২০ শতাংশ জমিতে আমনের আবাদ করেছি। মৌসুমের শুরুতে অন্যান্য চাষিদের মতো আমাদেরও ধানের চারা রোপণ করতে হয়েছে কয়েকবার। কারণ মৌসুমের শুরুর দিকে ব্যাপক বৃষ্টিতে ধান ক্ষেত পানিতে ডুবে গিয়েছিল। তবে সব বিপত্তি কাটিয়ে এরইমধ্যে ক্ষেতের সব ধান কাটা শেষ করেছি। মৌসুমের শুরুতে বৃষ্টি হলেও ধান সংগ্রহ করা পর্যন্ত আবহাওয়া অনেক ভালো ছিল। যার জন্য আল্লাহর রহমতে ধানের ফলনও ভালো পেয়েছি। এ বিষয়ে লালমোহন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. আহসান উল্লাহ জানান, আমন আবাদের শুরুতে অতিবৃষ্টির কারণে চাষিদের সত্যিই অনেক ব্যাঘ পেতে হয়েছে। তবে কৃষি অফিসের পরামর্শে চাষিরা তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। এরপর চাষিদের নিরলস পরিশ্রমের ফলে এ বছর তারা আমন ধানের ভালো ফলন পেতে সক্ষম হয়েছেন। ব

লিভারপুলের পয়েন্টে ভাগ বসালো ম্যানইউ

স্পোর্টস ডেস্ক : ধুঁকতে থাকা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কাছে পয়েন্ট হারাল শীর্ষে থাকা লিভারপুল। তাও আবার ঘরের মাঠে। রোববার লিভারপুলের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়ে নতুন বছর শুরু করেছে ম্যানইউ। এই ড্রয়ে পয়েন্ট টেবিলে একধাপ উন্নতি জয়েছে ম্যানচেস্টারের দলটির। তারা ২০ ম্যাচ থেকে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে আছে টেবিলের ত্রয়োদশ স্থানে। অন্যদিকে ১৯ ম্যাচ থেকে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে আর্সেনালের সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান বাড়িয়েছে শীর্ষে থাকা লিভারপুল। ২০ ম্যাচ থেকে আর্সেনালের সংগ্রহ ৪০ পয়েন্ট। এদিন প্রথমার্ধে গোলের দেখা পায়নি কোনো দল। বিরতির পর ৫২ মিনিটে এগিয়ে যায় রেড ডেভিলসরা। ব্রুনো ফার্নান্দেজের বাড়ানো বল পেয়ে বাম পায়ের শটে জালে পাঠান লিসান্দ্রো মার্টিনেজ। তবে বেশিক্ষণ তাদের এগিয়ে থাকতে দেয়নি লিভারপুল। ৫৯ মিনিটে আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের বাড়ানো বল পেয়ে ডান পায়ের শটে কঠিন অ্যাঙ্গেল থেকে গোল করেন কোডি গাকপো। ৭০ মিনিটের মাথায় মোহাম্মদ সালাহ'র গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। এ সময় ম্যানইউর ম্যাথিয়াস ডি লিট বক্সের মধ্যে হ্যান্ডবল করলে পেনাল্টি পায় লিভারপুল। পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান বাড়ান সালাহ। অবশ্য এই গোলের মাধ্যমে দুটি রেকর্ডও গড়েন মিশরীয় এই স্ট্রাইকার। ৮০ মিনিটের সময় উচ্ছ্বসিত অ্যানফিল্ডে নীরবতা নামান ম্যানইউর আমাদ দিয়ালো। গোল করে ফেরান সমতা। বাকি সময়ে এই সমতা না ভাঙলে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়ে উভয় দল।

হ্যাটট্রিক শিরোপা জয় পিএসজির

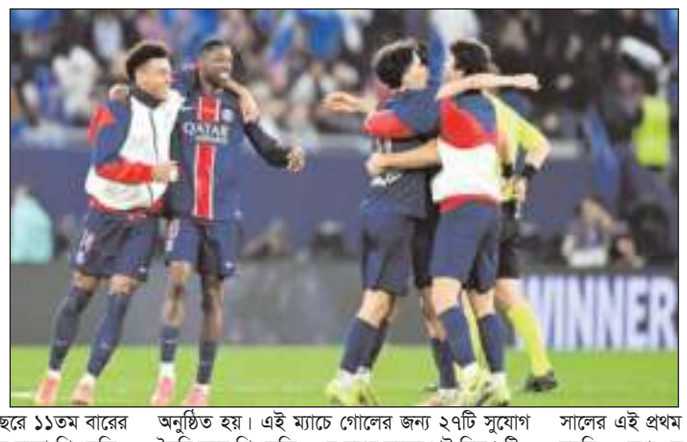

স্পোর্টস ডেস্ক : প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) জন্য জয়টি কঠিনই ছিল। বহুচেষ্টা করেও খেলার মূল সময়ে গোল করতে পারেনি ক্লাবটি। অবশেষে অতিরিক্ত সময়ের গোলে পিএসজিকে কষ্টার্জিত উপহার দিয়েছেন উসমানে ডেম্বেলে। এএস মোনাকোকে ১-০ গোলে হারিয়ে টানা তৃতীয়বার ফ্রেঞ্চ সুপার কাপের শিরোপা জিতেছে পিএসজি। এ নিয়ে টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ ১৩বার শিরোপা জিতলো লিগ ওয়ানের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। ফরাসি লিগ ওয়ানে গত মৌসুমের রানার্সআপ মোনাকোকে হারিয়ে সর্বশেষ ১২ বছরে ১১তম বারের মতো ফ্রেঞ্চ সুপার কাপের চ্যাম্পিয়ন হলো পিএসজি। গত রোববার ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপের জন্য ৯৭৪টি রিসাইকেল করা জাহাজ কন্টেইনার দ্বারা নির্মিত অস্থায়ী ভেন্যু স্টেডিয়াম ৯৭৪ এ ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। এই ম্যাচে গোলের জন্য ২৭টি সুযোগ তৈরি করে পিএসজি। এর মধ্যে লক্ষ্যে শট ছিল ৯টি। তবে গোল হয়নি একটিতেও। খেলার মূল সময়ে গোল না হওয়ায় দর্শকটা অপেক্ষা করছিলেন পেনাল্টি শ্যুটআউটের। তবে পিএসজিকে ঝুঁকি নিতে দেননি ডেম্বেলে। ৯২ মিনিটে ম্যাচের ভাগ্যনির্ধারণী গোলটি করেন তিনি। গোলমুখের সামনে ফরাসি তারকাকে পাস দেন ফ্যাবিয়ান রুইজ। এতে স্কোরশিটে না লেখাতে খুব বেশি কষ্ট করতে হয়নি ডেম্বেলের। গত মাসে ফরাসি লিগ ওয়ানে মোনাকোর বিপক্ষে ম্যাচেও জোড়া গোল করেছিলেন ডেম্বেলে। ওই ম্যাচে মোনাকোকে ৪-২ গোলে হারিয়েছিল ছিল পিএসজি। গত রোববার প্রথমার্ধে বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করে পিএসজি। তবে অচলাস্থা ভাঙতে পারেনি। গোলশূন্য সমতায় থেকেই বিররতি যায় দুদল। ২০১০ সালের এই প্রথম ফ্রেঞ্চ সুপার লিগের প্রথমার্ধে গোল হয়নি। ফ্রেঞ্চ সুপার লিগের চারবারের চ্যাম্পিয়ন মোনাকো সর্বশেষ শিরোপা জিতেছিল ২০০০ সালে। এরপর ২০১৭ ও ২০১৮ সালে ফাইনালে উঠলেও দুবারই হেরেছে পিএসজির কাছে।

রিটেইন প্লেয়ারদের তালিকা প্রকাশ করলো পিএসএল

স্পোর্টস ডেস্ক : পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) ড্রাফট অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১১ জানুয়ারি। তার আগে ছয়টি ফ্র্যাঞ্চাইজি কোন কোন খেলোয়াড়কে এই আসরের জন্য ধরে রাখবে সেই তালিকা নিশ্চিত করেছে। পিএসএলের প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছে তাদের আগের আসরের দল থেকে সর্বোচ্চ আটজন খেলোয়াড় ধরে রাখতে পারতো। তিনটি ফ্র্যাঞ্চাইজি ইসলামাবাদ ইউনাইটেড, কোয়েট্টা গ্ল্যাডিয়েটরস, লাহোর কালান্দার্স সেটাই করেছে। আর করাচি কিংস, মুলতান সুলতানস এবং পেশোয়ার জালমি প্রত্যেকে সাতজন খেলোয়াড় ধরে রেখেছে।

ইসলামাবাদ ইউনাইটেড (৮)- শাদাব খান, নাসিম শাহ, ইমাদ ওয়াসিম, আজম খান, সালমান আলী আগা, হায়দার আলি, কলিন মুনরো এবং রুমান রাইস।

কোয়েট্টা গ্ল্যাডিয়েটরস (৮)- আবরার আহমেদ, মোহাম্মদ আমির, রাইলি রুশো, আকিল হোসেন, সৌদ শাকিল, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, খাজা নাফে, এবং উসমান তারিক।

লাহোর কালান্দার্স (৮)- শাহীন শাহ আফ্রিদি, ফখর জামান, হারিস রউফ, সিকান্দার রাজা, আবদুল্লাহ শফিক, জাহানদাদ খান, জামান খান, ডেভিড ভিসা।

করাচি কিংস (৭) - হাসান আলি, জেমস ভিন্স, মোহাম্মদ ইরফান খান, শান মাসুদ, আরাফাত মিনহাস, টিম সেইফার্ট এবং জাহিদ মেহমুদ।

মুলতান সুলতানস (৭)- মোহাম্মদ রিজওয়ান, উসামা মীর, ডেভিড উইলি, ইফতিখার আহমেদ, উসমান খান, ক্রিস জর্ডান এবং ফয়সাল আকরাম।

পেশোয়ার জালমি (৭)- বাবর আজম, সাইম আইয়ুব, মোহাম্মদ হারিস, আরিফ ইয়াকুব, মেহরান মুমতাজ, সুফিয়ান মোকিম, আলী রাজা।

ফারুক-ফাহিমের দ্বন্দ্ব নিয়ে মুখ খুললেন সুজন

স্পোর্টস ডেস্ক : বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদের সাথেই বোর্ডে এসেছিলেন নাজমুল আবেদিন ফাহিম। জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা মনোনীত এই দুই পরিচালকই এখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিসিবিকে। তবে সম্প্রতি তাদের মধ্যেই বেড়েছে দূরত্ব। ফারুকের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করে পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন ফাহিম। তবে ফারুক দাবি করেছেন, সব সমস্যার অবসান হয়েছে। কিন্তু ক্রিকেট আঙিনায় এখনও আলোচনায় প্রভাবশালী দুই বোর্ড পরিচালকের দ্বন্দ্ব। এবার এ নিয়ে মুখ খুললেন সাবেক বোর্ড পরিচালক খালেদ মাহমুদ সুজন। ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রধান কোচ তীব্র অসন্তোষ জানিয়েছেন চলমান ইস্যুতে। তিনি বলেন, 'দুজনই সাবেক ক্রিকেটার, তাদের কেন ইগোর প্রবলেম হবে? তারা তো ক্রিকেটের উন্নতির জন্যই এসেছেন। যখন এসেছেন তখন তো অনেক কমিটমেন্ট দেখেছিলাম। বিশেষ করে ফাহিম ভাই তো বলেছিলেন অনেক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করছেন। সেগুলো তো এখন আমি দেখছি না। এখন দেখছি লোভলালসার মতো হয়ে যাচ্ছে যে আমি ক্রিকেট অপারেশন্স না পেলে কাজ করব না, পদত্যাগ করব। এটা তো লোভলালসা। কেন এই লোভলালসা তাদের মধ্যে আসে? আমাকে কেন ক্রিকেট অপারেশন্স নিতে হবে? অন্য কমিটির চেয়ারম্যান হলে সার্ভ করতে পারব না কেন? উনি কি ক্রিকেট অপারেশন্সের মাস্টার? উনার আগে আকরাম ভাই মাস্টার। উনি চাইতে পারে, সাবেক ক্যাপ্টেন, আগেও চেয়ারম্যান ছিলেন।' সুজনের মতে, ''ইগোর' সমস্যার কারণেই এ ঘটনা এতদূর গড়িয়েছে। বোর্ডের বিষয় গণমাধ্যমে আসার কারণেও প্রকাশ করেন অসন্তোষ'। তিনি জানান, 'এটা ইগোর ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় তাদের মধ্যে ইগোর প্রবলেম। এত অল্প পরিচালক দিয়ে ফারুক ভাইয়ের বোর্ড চালানো কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। কেন নতুন পরিচালক নিচ্ছেন না, যাদের নিতে চান তাদের নিয়ে নিলেই পারেন। তাদের এমন মনোভাব দেখে খারাপ লাগে। দুজনই সিনিয়র মানুষ, আমরা যাদের অনেক শ্রদ্ধা করি। তাদের যখন এমন দেখি, ক্রিকেটার হিসেবে লজ্জিত হই।

ভিনির নিষেধাজ্ঞা এড়াতে রিয়ালের আপিল

স্পোর্টস ডেস্ক : লা লিগার ম্যাচে ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে স্বাগতিকদের ২-১ গোলে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। সেই ম্যাচে সরাসরি লাল কার্ড দেখেছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। তার এই শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করেছে রিয়াল। কার্লো আনচেলত্তি আশাবাদী, নিষেধাজ্ঞার শাস্তি এড়াতে পারবেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। সেই ম্যাচের ৭৯তম মিনিটে ভ্যালেন্সিয়ার গোলরক্ষকের ঘাড়ে আঘাত করেন ভিনি। তাতে এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান রেফারি। আনচেলত্তি আশাবাদী ন্যূনতম দুই ম্যাচ নিষিদ্ধের শাস্তি এড়াতে পারবেন ভিনি। রিয়াল কোচ বলেন, 'এটা লাল কার্ডের (ফাউল) ছিল না, এটা ছিল হলুদ কার্ড। আর সে কারণে আমরা আশাবাদী, সে কোনো নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হব না।' কোপা দেল রের ম্যাচে চতুর্থ স্তরের দল দেপোর্তিভা মিনেরার বিপক্ষে খেলবে রিয়াল। আনচেলত্তি জানিয়েছেন, দলের সঙ্গে সেদিন কার্তাজেনা যাবেন ভিনিসিয়ুস। আনচেলত্তি বলেন, 'আমরা আশাবাদী, সে কোনো নিষেধাজ্ঞা পাবে না। কেবল দুই জন সামনের ম্যাচের জন্য যাবে না; গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া ও ডিফেন্ডার অ্যান্টনিয়ো রুডিগার। বাকি সবাই এই সফরে যাবে।'

লাইফস্টাইল

অন্ত্র ভালো রাখবে এই ৫ ডিটক্স পানীয়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : একটি সুস্থ অন্ত্র সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যাবশ্যক। পরিষ্কার এবং ডিটক্সিফাইড অন্ত্র সর্বোত্তম হজম, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং এমনকী মন ভালো রাখতেও কাজ করে। আপনি যদি দৈনন্দিন রুটিনে ডিটক্স এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি করার প্রাকৃতিক উপায় খোঁজেন তবে আপনার জন্য কিছু উপকারী পানীয় রয়েছে। নিয়মিত সেসব পানীয় পান করলে পরিবর্তনটা আপনি নিজেই টের পাবেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক ডিটক্স ও অন্ত্রের সুস্থতার জন্য কোন পানীয়গুলো পান করবেন- ১. উষ্ণ লেবু পানি এক গ্লাস উষ্ণ লেবু পানি দিয়ে দিন শুরু করুন। এটি অন্ত্র পরিষ্কার করার একটি সহজ উপায়। লেবুতে রয়েছে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা টক্সিন দূর করতে এবং হজমশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে। উষ্ণ পানি পাচনতন্ত্রকে উদ্দীপিত করে, যা শরীরের জন্য সারা দিন পুষ্টি শোষণ করা সহজ করে তোলে। একটি গবেষণায় বলা হয়েছে যে, সারা জীবন নিয়মিত লেবু খেলে তা আমাদের অন্ত্রের স্বাস্থ্য এবং বার্ধক্যকে প্রভাবিত করতে পারে। ২. গ্রিন টি, গ্রিন টি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পূর্ণ এবং প্রাকৃতিক ডিটক্সিফাইং বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটিতে ক্যাটেচিন রয়েছে, যা লিভারের কার্যকারিতায় সহায়তা করে এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। নিয়মিত গ্রিন টি পান করলে তা পেট ফাঁপা কমাতে এবং অন্ত্রে ভালো ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য উন্নত করতে সাহায্য করে। ৩. অ্যালোভেরার রস, এর প্রশান্তিদায়ক এবং পরিষ্কার করার বৈশিষ্ট্য সবারই জানা। এটি স্বাস্থ্যকর অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি করার সময় পরিপাকতন্ত্র থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে। পরিমিত অ্যালোভেরার রস পান করলে তা প্রদাহ কমাতে পারে এবং অন্ত্রের গতিবিধি উন্নত হতে পারে। ৪. আপেল সাইডার ভিনেগার, এক গ্লাস পানিতে এক টেবিল

চামচ আপেল সাইডার ভিনেগার মিশিয়ে খাওয়ার আগে পান করলে তা আপনার অন্ত্রের জন্য বিস্ময়কর কাজ করতে পারে। অঙ্গঠ-এ অ্যাসিটিক অ্যাসিড রয়েছে, যা খাবারকে ভেঙে দিতে সাহায্য করে এবং স্বাস্থ্যকর হজমে সহায়তা করে। এটি পাকস্থলীতে পিএইচ স্তরের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং এমন পরিবেশ তৈরি করে যা ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়াকে নিরুৎসাহিত করে। ৫. আদা চা, আদা চা অন্ত্র সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর জন্য একটি প্রাকৃতিক প্রতিকার। এর অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যগুলো পেট ফাঁপা, বমি বমি ভাব এবং বদহজম কমাতে পারে। আদা লালা এবং পিত্ত উৎপাদনকেও উদ্দীপিত করে, যা খাদ্য ভাঙতে এবং অন্ত্র থেকে বিষাক্ত পদার্থ অপসারণে সহায়তা করে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, আদার রস খেলে তা সুস্থ মানুষের মধ্যে অন্ত্রের মাইক্রোবায়োটার গঠন এবং কার্যকারিতার উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে।

চায়ের সঙ্গে ধূমপান করলে যে ক্ষতি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ব্যস্ত জীবনে দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা আমাদের নিত্যসঙ্গী। তাই তো অনেকে মাথা হালকা রাখতে একটু পর পর চা পান করেন। সেই সঙ্গে সিগারেটে টান দেওয়ার অভ্যাসও আছে অনেকের। এতেই মস্তিষ্কের বোঝা নেমে যায় বলে মনে করেন তারা। তবে সাধারণ মানুষের একাংশের এমন কর্মকাণ্ড দেখে চমকে যান বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তার ওপর যদি আবার চা খেতে খেতে ধূমপান করেন, তা হলে শরীরের আরো ক্ষতি ডেকে আনবেন। দেহে বাসা বাধবে একাধিক জটিল অসুখ। আজকের প্রতিবেদনে জানবেন চায়ের সঙ্গে ধূমপান করলে কী কী ক্ষতি হতে পারে। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক। **হার্টের ক্ষতি,** বিশেষজ্ঞদের মতে, একটা সিগারেটে মোটামুটি ৬ থেকে ১২ গ্রাম নিকোটিন থাকে। আর এই উপাদান হার্টের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। নিকোটিনের কারসাজিতে হার্টের রক্তনালী সংকুচিত হয়ে পড়তে পারে। যার জন্য স্বাভাবিক রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এমনকী বিপদে ফেলতে পারে হার্ট অ্যাটাক। অপরদিকে আবার দিনে ৭-৮ কাপ চা খেলে হার্ট রেট বেড়ে যেতে পারে। ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে প্রেশার। সেই কারণেও হার্টের ক্ষতি হয়। তাই সাবধান হন। **ক্যানসার** গবেষণায় দেখা গেছে, চা খাওয়ার সময় ধূমপান করলে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়ে যায়।

নিয়মিত ব্রকলি খাওয়ার ৪ উপকারিতা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, স্মার্ট খাওয়া এবং সামগ্রিক কল্যাণ বয়ে আনে এমন অভ্যাস গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা থাকে সবারই। আপনি যদি আপনার সেই যাত্রাকে সুপারচার্জ করার জন্য কোনো সুপারফুডের সন্ধান করে থাকেন তবে ব্রকলি একটি চমৎকার পছন্দ হতে পারে। এটি পুষ্টির সমৃদ্ধ এবং নানাভাবে খাওয়া যায়। চলুন জেনে নেওয়া যাক নিয়মিত ব্রকলি খেলে কোন উপকারিতাগুলো পাওয়া যাবে- ১. পুষ্টি, ব্রকলি ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থের ভাণ্ডার। এই সবজিতে ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, ফোলেট এবং ফাইবারের থাকে পর্যাপ্ত। যদিও ক্যালোরি কম থাকে। এই পুষ্টিগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, হাড়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং সামগ্রিক সুস্থতাকে সহায়তা করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২. প্রাকৃতিক ডিটক্স, ব্রকলি হলো আদর্শ ডিটক্স সঙ্গী। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ ব্রকলি প্রদাহের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং লিভারকে ডিটক্সিফাই করতে সহায়তা করে। এর সালফার যৌগ যেমন সালফোরাফেন অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে এবং সেলুলার মেরামতকে উন্নীত করতে কাজ করে। ৩. নানাভাবে খাওয়া যায়, ব্রকলির নানা সুস্বাদু রেসিপি আপনার প্রতিদিনের খাবারে রাখতে পারেন। স্যুপ এবং স্টির-ফ্রাই থেকে সালাদ এবং স্মুদি পর্যন্ত এটি উপভোগ করার অগণিত উপায় রয়েছে। ব্যস্ত সপ্তাহের জন্য খাবারের প্রস্তুতি নিলে বা দ্রুত রাতের খাবার তৈরি করলে ব্রকলি আপনার মেনুতে সহজেই যোগ করতে পারেন। ৪. ফিটনেস সহজ করে, ফিটনেসের প্রসঙ্গ এলে ব্রকলি হতে পারে আপনার সেরা বন্ধু। এর উচ্চ ফাইবার সামগ্রী দীর্ঘক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখে, যে কারণে বারবার ক্ষুধা লাগে না। এছাড়াও এটি উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রোটিনের একটি চমৎকার উৎস, যা আপনাকে সক্রিয় থাকতে এবং আপনার ফিটনেস মাইলফলক অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি প্রদান করে।

চুল পড়া বন্ধ করার ঘরোয়া উপায় জেনে নিন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : চুল পড়ার সমস্যায় প্রায় প্রত্যেককেই পড়তে হয়। বিশ্বব্যাপী এটি একটি সাধারণ উদ্বেগ। জেনেটিক্স, স্ট্রেস, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা এবং জীবনযাপনের মতো বিভিন্ন কারণে এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রতিদিন ৫০ থেকে ১০০টি চুল পড়া স্বাভাবিক ঘটনা। তবে এর থেকে বেশি চুল পড়লে তা হতে পারে দুশ্চিন্তার বিষয়। কারণ চুল পড়া মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য সমস্যা নির্দেশ করতে পারে। অ্যালোপেসিয়া এরিয়াটা, খাদ্যতালিকাগত ঘাটতি বা ওষুধের ব্যবহার সহ স্বাস্থ্যের অবস্থা সবই চুল পড়ার কারণ হতে পারে। চুল পড়ার সমস্যা বন্ধ করতে বিশ্বব্যাপী ঘরোয়া সমাধানই বেশি সমাদৃত। চলুন জেনে নেওয়া যাক চুল পড়া বন্ধ করার ঘরোয়া উপায়- ১. তেল থেরাপি, আমাদের দেশের নারীরা সব সময় মাথার ত্বকে তেল দেওয়াকে তাদের চুলকে বাহ্যিকভাবে পুষ্টি দেওয়ার উপায় হিসেবে দেখে। নিয়মিত স্ক্যাল্প ম্যাসাজের জন্য নারিকেল, আমলকি বা ক্যাস্টর অয়েল ব্যবহার করুন। এগুলো ব্যবহার করলে তা রক্ত ??সঞ্চালনকে উদ্দীপিত করে, চুলের শিকড়কে পুষ্ট করে এবং ফলিকলকে শক্তিশালী করে। ২. চাল ধোয়া পানি, চীনের গুয়াংসি প্রদেশে এ ধরনের পানি চুল পড়া বন্ধ করতে ব্যবহার করা হয়। রাতে চাল ভিজিয়ে রেখে পরদিন সেই চাল ধোয়া পানি দিয়ে চুলে ধোয়া হয়। এটি অ্যামাইনো অ্যাসিড, ভিটামিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ, এই পানি ক্ষতিগ্রস্ত চুল সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে, চুলের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায় এবং ভাঙা কমায়। ৩. আরগান তেল, মরক্কোর আদিবাসীরা চুল পড়া বন্ধ করতে আরগান গাছ থেকে পাওয়া আরগান তেল দেয়। শুষ্ক পরিবেশে জন্মানো গাছটিকে অত্যন্ত শক্ত কাঠের কারণে আয়রন ট্রি-ও বলা হয়। মরক্কোর নারীরা বিশ্বাস করেন এই তেল চুলের প্রাণশক্তি।

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ আরগান তেল মাথার ত্বককে গভীরভাবে ময়েশ্চারাইজ করে এবং

চুল পড়া কমায়। ৪. অ্যালোভেরা, অ্যালোভেরা মাদাগাস্কার, আফ্রিকা এবং আরব উপদ্বীপের স্থানীয় ভেষজ। এটি সারা বিশ্বেই কম-বেশি পাওয়া যায়। এটি প্রশান্তিদায়ক এবং হাইড্রেটিং বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত, অ্যালোভেরা মাথার ত্বকের স্বাস্থ্য মেরামত করে এবং চুল পাতলা হওয়া প্রতিরোধ করে। এইচএন

প্রাকৃতিক উপাদানে মেকআপ রিমুভার

লাইফস্টাইল ডেস্ক : মেকআপ রিমুভার হিসেবে আমরা অনেকেই বাজারের চলতি প্রোডাক্টের ওপর ভরসা করি। যা নানা রাসায়নিক উপাদানে তৈরি। এসব রিমুভারের প্রধান সমস্যা হলো- ত্বক শুকিয়ে ফেলে, অন্যথায় তেলতেলে দেখায়। কসমোলজিস্টদের ভাষ্য, বাজারের চলতি প্রোডাক্টের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নেওয়া উচিত। বিকল্প হিসেবে বেছে নিন প্রাকৃতিক উপাদান। : দেখা যাক, সেগুলো কী কী-নারিকেল তেল : শুধু চুলচর্চায় নয়, রূপচর্চায়ও নারিকেল তেল দারুণ উপকারী। তবে নারিকেল তেল কিনুন একদম প্রাকৃতিক এবং খাঁটি। মেকআপ তোলার জন্য নারিকেল তেল হাতের তালুতে নিয়ে মুখে হালকা বুলিয়ে নিলেই হলো। আমন্ড অয়েল : যারা নারিকেল তেলে অভ্যস্ত নন, তারা বেছে নিন আমন্ড অয়েল। হালকা, সুগন্ধযুক্ত এই তেল কিন্তু মেকআপ রিমুভারে দারুণ। শেভিং শেষে এই তেল ব্যবহার করা যায়। এমনকি ওয়্যাক্সিংয়ের পরেও কার্যকরী। কটন বলে আমন্ড অয়েল নিয়ে মেকআপ তুলুন। দুধ : শরীরের জন্য তো বটেই, ত্বকের জন্যও উপকারী।

ভাতের পরিবর্তে রুটি খাওয়া কতটা উপকারী?

লাইফস্টাঈ ডেস্ক: ভাত নাকি রুটি কোনটা খেলে ভালো? এই প্রশ্ন অনেকের মনেই ঘুরতে থাকে। অনেকে বলেন, ভাত খাওয়া মানেই ওজন বেড়ে যাওয়া রুটি খেলে বরং শরীর হালকা বা রোগমুক্ত থাকা সম্ভব। শীতের মৌসুমে অনেকেই ভাতের পরিবর্তে রুটি খেতে পছন্দ করেন। সারাবছরই এই অভ্যাস বজায় রাখতে পারলে ভালো। অর্থাৎ ভাতের পরিবর্তে রুটি খাওয়া অনেক দিক থেকেই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। কিন্তু তাই বলে একদম ভাত খাওয়া বন্ধ করে দেবেন না। যাদের নিয়মিত ভাত খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে, তারা আচমকা ভাত খাওয়া বন্ধ করে দিলেও অনেক শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়া একনাগাড়ে রুটি খেলে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে। ভাতের পরিবর্তে রুটি খাওয়া কেন ভাল? অসুবিধাই কোথায়? অনেকের মতে, ভাত এবং রুটিতে ক্যালোরির পরিমাণ একই। খালি রুটি খেলে পরিমাপ বোঝা যায়। চলুন জেনে নেওয়া যাক, ভাত নাকি রুটি কোনটা খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। ওজন কমাবে কোন খাবার? ডায়াবেটিসের জন্যই বা কোন খাবার সঠিক? কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ ভাত এবং রুটি, দুটোতেই বেশি। তবে রুটিতে রয়েছে ফাইবার, যা সাদা

ভাতে নেই। ফাইবার সমৃদ্ধ রুটি খেলে অনেকক্ষণ পেট ভরে থাকবে আপনার। তাই ভাতের বদলে রুটি খেতে পারেন ওজন কমানোর জন্য । ভাত খেলে ব্লাড সুগারের পরিমাণ আচমকা বাড়তে পারে। এই সমস্যা রুটি খেলে হবে না। তাই ডায়াবেটিসের রোগীরা মেন্যুতে রাখুন রুটি। রুটির গ্লাইসেমিক ইনডেক্সের পরিমাণ কম। তাই রুটি খেলে আচমকা ব্লাড সুগারের পরিমাণ বাড়ে না। রুটিতে রয়েছে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম। এগুলি সাদা ভাতে আপনি পাবেন না। যেহেতু রুটিতে ফাইবারের পরিমাণ বেশি তাই রুটি খেলে আপনার অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। বদহজম, অ্যাসিডিটি হবে না। হজমশক্তি ভালো থাকবে।